বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৭-১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৭-১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২১ সালের (১৪২৭-১৪২৮ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে কোন স্মারকলিপি না থাকায় এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো না।

বিনীত

[মোঃ সোহরাব হোসাইন]
চেয়ারম্যান

[নূরজাহান বেগম *এনডিসি*]
সদস্য

[কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর]
সদস্য

[প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক]
সদস্য

[আবদুল মান্নান]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম]
সদস্য

[এস. এম. গোলাম ফারুক]
সদস্য

[ফয়েজ আহম্মদ]
সদস্য

[বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*]
সদস্য

[ও.এন. সিদ্দিকা খানম]
সদস্য

[মোঃ শামীম আহসান]
সদস্য

[অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা]
সদস্য

[জাহিদুর রশিদ]
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
১৩ পৌষ ১৪২৮/২৮ ডিসেম্বর ২০২১

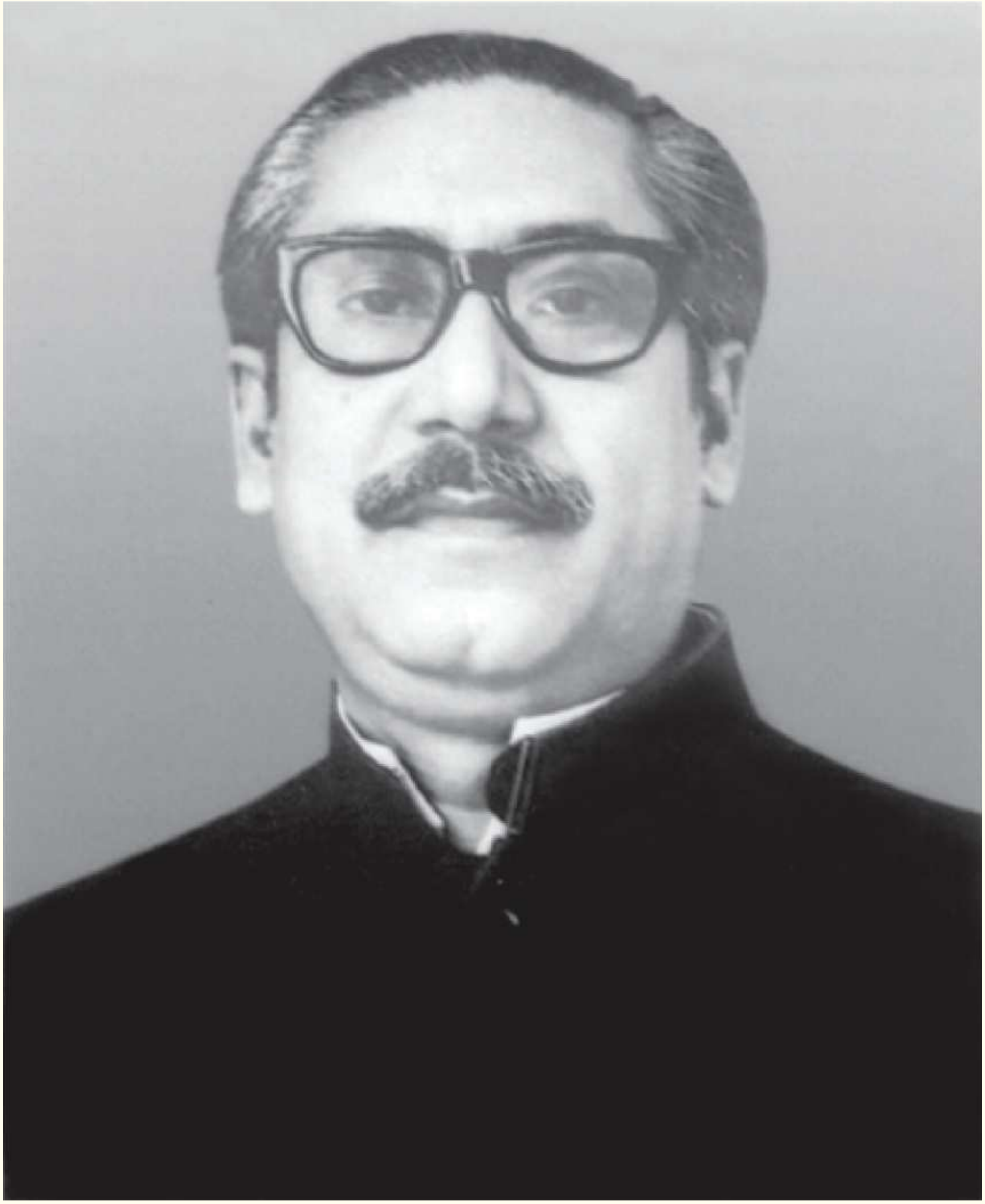

‘সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে।’

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁরই দিক নির্দেশনায় আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ। সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রজাতন্ত্রের দক্ষ কর্মীবাহিনী নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের জন্য তিনি 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কমিশনের ওপর সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রদান করেন। এই সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

কমিশনের দায়িত্ব পালনে কমিশনকে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কমিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর দফা (১) অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সচল রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের শূন্য পদে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন লকডাউন এমনকি শাটডাউনের মধ্যেও সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিসরে অফিস খোলা রেখে ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মাধ্যমে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৪০০০ জন ডাক্তার নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করেছে। দেশের করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রাখতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগের জন্য কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদে ৮,১৫৮ জনকে সুপারিশ প্রদান করে। এ ছাড়াও কমিশন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক (৩য় গ্রেড) পদে ২৫ জন, জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজি, ৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে ৪০৯ জন এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদে ১,৪০৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ সম্পন্ন করেছে, যা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ করে করোনা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করা কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। কমিশন প্রতিবছর নিয়মিত বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে। প্রতিবছরে ন্যূনতম একটি বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে ০৬ টি বি.সি.এস. পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৭১৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম-১৩তম গ্রেড] পদে ১,০৭৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ২১৫ জন এবং ১০ম হতে ১৩তম গ্রেডে ১১,২০৪ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়াও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড প্রদান, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহের ওপর কমিশনের পরামর্শ ও মতামত প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে **'নো মাস্ক নো সার্ভিস'** নীতির ভিত্তিতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণসহ কমিশন ভবনের মূল ফটকে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা গ্রহণে কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য গঠিত কুইক রেসপন্স টিমের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে, সেজন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সার্ভিসের স্বনামধন্য সাবেক ও কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়সহ যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সহযোগিতা পেয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার সহকর্মী সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন সে জন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন এবং যারা করোনাকালীন বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট ও শাখা থেকে প্রাপ্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্যাদি সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল থাকলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

২০২১ সালে অনুষ্ঠিত জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রজাতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের মাধ্যমে **সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৮ / ২৫ জানুয়ারি ২০২২

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০২১ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কমিশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ পালন ও স্বাধীনতার ‘সুবর্ণজয়ন্তী’ উদ্‌যাপন

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত আকারে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। মুজিববর্ষের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ তুলে ধরে আলোচনা সভা আয়োজন, প্রামাণ্যচিত্র, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচির অংশ হিসেবে “বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন” শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ‘যেন মানুষ ভালবাসে’ শীর্ষক ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়।

- সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী, ‘মুজিববর্ষ’ এবং বিজয়ের ‘সুবর্ণজয়ন্তী’র মাহেন্দ্রক্ষণে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বিকাল ৪:১০ মিনিটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী একযোগে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ***‘৭১ মিলনায়তন’***এ উপস্থিত হয়ে ‘মুজিববর্ষ’ ও সুবর্ণজয়ন্তী’র শপথবাক্য পাঠ করেন।

- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে কমিশনে ‘ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন ও ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশন ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু আর্কাইভ’ প্রতিষ্ঠা

- কর্ম কমিশন গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানকে স্মরণীয় রাখতেই **‘বঙ্গবন্ধু আর্কাইভ’** প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। উক্ত আর্কাইভে বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত, বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দলিলপত্র, কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন-রেগুলেশন/বিধি-বিধান, সার্কুলার, গুরুত্বপূর্ণ পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. (ক্যাডার), নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতির সুপারিশ

- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ৪,০০০ জনকে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৭১৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ১,০৭৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর ক্যাডার পদে মোট ৪৩৪ জন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর ক্যাডার পদে মোট ০৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ২১৫ জন, ১০ম গ্রেডে ১১,২০২ জন, ১১তম গ্রেডে ০১ জন এবং ১২তম গ্রেডে ০১ জন সহ সর্বমোট ১১,৪১৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ২,০৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা

- ৪০তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ চলমান রয়েছে।
- ৪১তম বি.সি.এস. এ ৪,০৪,৬৫১ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪৩তম বি.সি.এস. এ ৪,৪২,৮৩২ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করা হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম চলমান।
- ৪৪তম বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আবেদনপত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ মোট ৮৮টি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ১৪টি লিখিত পরীক্ষা, ১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৩৮ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০ম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০৭টি বাছাই পরীক্ষা, ১৭টি লিখিত পরীক্ষা, ০১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৯ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ

- প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার [ইন্টারনেট সংযোগবিহীন] এবং প্রিন্টারের সমন্বয়ে কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে মোট ৩৯টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রদেয় মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ৫৮টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ওপর কমিশনের মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৬টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

বিভাগীয় নির্বাচন কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

- নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সহায়তার জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ২,৩৮১টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে কমিশন সভা

- কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে মোট ১৫টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নতুন উদ্যোগ

- বিদ্যমান সিলেবাসের আওতাধীন বি.সি.এস. পরীক্ষা তিনটি স্তরে গৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, পরীক্ষার হল পরিদর্শকবৃন্দ প্রায়ই বাংলা বিষয় কোড ০০১ ও ০০২ এর E-Type OMR এবং মূল উত্তরপত্র একে অপরের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। ফলে ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। পরীক্ষা গ্রহণে এ ধরনের বিড়ম্বনা পরিহারের জন্য সাধারণ, সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডার প্রার্থীর জন্য বাংলা বিষয় কোড ০০১ ও ০০২ এর জন্য আলাদা দু'টি উত্তরপত্র ব্যবহারের পরিবর্তে একটি উত্তরপত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য ০০২ কোড [২০০ নম্বরের] এবং শুধু টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য ০০১ কোড [১০০ নম্বরের] ব্যবহার করে ৪৩তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা [আবশ্যিক] গ্রহণের সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।
- বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টে একই প্রশ্নপত্রে বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্ন মুদ্রণ করা হবে। এতে ইংরেজি ভার্সনের প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক কোন পরীক্ষা হলের প্রয়োজন হবে না। আসন্ন ৪৪তম বি.সি.এস থেকেই একই প্রশ্নপত্রে বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্ন রাখার সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় বি.সি.এস. এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে সুপারিশ করার লক্ষ্যে Applicant's copy তে প্রার্থীর পছন্দক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে Pairing system চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একে অপরের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ১ম ও ২য় পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন।
- বি.সি.এস. পরীক্ষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখকের সহায়তায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টার পরীক্ষায় অতিরিক্ত ১০ মিনিট অর্থাৎ ১ঘন্টার পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় বরাদ্দ থাকছে ১ঘন্টা ১০ মিনিট। ৪৩তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট থেকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি অবস্থায় নিয়োগের জন্য দ্রুত নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ অন্যান্য নন-ক্যাডার পদের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় নিরীক্ষণের লক্ষ্যে সাময়িক সময়ের জন্য নীতিমালা পরিবর্তন করে কমিশনের কর্মকর্তাদের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম এবং ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনকারী সকল প্রার্থীর আবেদনের হার্ডকপি ইতঃপূর্বে জমা নেওয়া হতো। এতে বিভিন্ন কারণে সুপারিশপ্রাপ্ত না হলেও কষ্ট করে কমিশনে এসে প্রার্থীদের তা জমা দিতে হতো। বর্তমানে শুধু সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনের হার্ডকপি জমা নেওয়া হচ্ছে।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হতে মৌখিক পরীক্ষার দিন সাক্ষাৎকার বোর্ডে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমাদান এবং বোর্ডেই তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনপত্র ও ডকুমেন্টস যাচাই বাছাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রশ্নব্যাংক তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- নন-ক্যাডার পরীক্ষাসমূহের উত্তরপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য Inventory Management System প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ মালামালের স্টক সংরক্ষণ, স্টক চেকিং ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে বিতরণ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সহজতর হয়েছে।
- অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণে ব্যয়িত সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য সকল ক্যাডারের ১ম ও ২য় পত্রের অভিন্ন সিলেবাস সংবলিত বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য কমিশন কর্তৃক শ্রুতিলেখক নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বি.সি.এস. পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার বিষয়ে ৫ মিনিটের নির্দেশনা সংবলিত ভিডিওচিত্র নির্মাণপূর্বক প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- চাকরিপ্রার্থী এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের পদোন্নতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জবাব প্রদানের জন্য প্রত্যেক ইউনিট/শাখায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরিচিতি নম্বর প্রদানসহ অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব (সরাসরি নিয়োগ, পদোন্নতি, বিধিমালার ওপর মতামত, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়মিতকরণ ইত্যাদি) বিষয়াদি চেকলিস্টভিত্তিক অটোমেশন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কেপিআই [কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন] সার্ভে টিম কর্তৃক জরিপপূর্বক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে বর্তমানে বিদ্যমান ১ (গ) শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
- কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে চলন্ত সিঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ষাটোর্ধ্ব লোকদের জন্য কমিশনে সহজ প্রবেশগম্য করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

- কমিশন ভবনে স্থাপিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা ***সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের*** ম্যুরালের আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়কে স্মরণ করতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে সকল ক্ষেত্রে **'বীর'** শব্দ ব্যবহারের নির্দেশনা প্রতিপালিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিকথা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে কমিশনের প্রবেশমুখের পূর্ব পার্শ্বের দেয়ালে ***টেরাকোটা*** দিয়ে বাংলা বর্ণমালা খচিত করা হয়েছে।
- ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কমিশন চত্বরে স্থাপিত ***মৃত্যুঞ্জয়ী*** স্মৃতিস্তম্ভের নিয়মিত পরিচর্চা ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।
- কমিশন ভবনে স্থাপিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জির ছবি ও ইতিহাস সংবলিত ***মুক্তির পথযাত্রার*** আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম

- কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের মধ্যেও জরুরি নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত যে কোন পদের প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে পরীক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সনদপত্র/প্রমাণপত্র দাখিলের বিধান প্রতিপালিত হচ্ছে। একইসাথে পরীক্ষক এবং পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে টিকা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।
- বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে কমিশন সচিবালয়ের জনবলের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিদিন নির্ধারিত ছকে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার বিধান প্রতিপালিত হচ্ছে।
- কমিশন ভবনের মূল ফটকে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। তাছাড়া, কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাঝে নিয়মিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা-সামগ্রি বিতরণ করা হচ্ছে।
- কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য টিকাগ্রহণ কার্যক্রমের সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি নির্দেশনা **'নো মাস্ক নো সার্ভিস'** নীতি প্রতিপালন করা হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা গ্রহণে কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতার জন্য কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২৮.০২.২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।

মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তীর শপথ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, মুজিববর্ষ এবং বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ৪.১০ মিনিটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী একযোগে শপথ বাক্য পাঠ কার্যক্রমে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৭ তলা বিশিষ্ট ভবনটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ ***"ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম-১১তলা] [৩য় পর্যায়]"*** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে, যা বর্তমান অর্থবছরে [২০২১—২০২২] সমাপ্ত হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা ২৮.০১.২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জাহিদুর রশিদ ২৮.০১.২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

মোঃ সোহরাব হোসাইন
চেয়ারম্যান

মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা
সদস্য

নূরজাহান বেগম *এনডিসি*
সদস্য

কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর
সদস্য

প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক
সদস্য

মোঃ ফজলুল হক
সদস্য

আবদুল মান্নান
সদস্য

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম
সদস্য

এস. এম. গোলাম ফারুক
সদস্য

ফয়েজ আহম্মদ
সদস্য

বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*
সদস্য

ও. এন. সিদ্দিকা খানম
সদস্য

মোঃ শামীম আহসান
সদস্য

অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা
সদস্য

জাহিদুর রশিদ
সদস্য

২০২১ সালে কমিশন হতে অবসরজনিত কর্মাবসান

মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা
সদস্য

[২৩.০৮.২০১৭—৩১.১০.২০২১]

মোঃ ফজলুল হক
সদস্য

[২৮.০৫.২০১৮—০৪.১১.২০২১]

কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরালের পাদদেশে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব।

কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন	৯-৩০
তৃতীয় অধ্যায় পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন	৩১-৩৬
চতুর্থ অধ্যায় আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান	৩৭-৩৯
পঞ্চম অধ্যায় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ	৪০-৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায় সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম	৪৮-৫৫
সপ্তম অধ্যায় নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা	৫৬-৬১
অষ্টম অধ্যায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান	৬২-৬৩
নবম অধ্যায় কমিশনের বাজেট	৬৪-৭০
দশম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা	৭১-৭২
একাদশ অধ্যায় শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭৩
দ্বাদশ অধ্যায় কমিশনের কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা	৭৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন	৭৫-১১০
চতুর্দশ অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দিবসওয়ারি সম্পাদিত কার্যক্রম	১১১-১৪৪
পঞ্চদশ অধ্যায় জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	১৪৫-১৫২
ষোড়শ অধ্যায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র	১৫৩-১৬৪
সপ্তদশ অধ্যায় জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	১৬৫-১৮২

সূচিপত্র

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র নম্বর	পৃষ্ঠা
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.১	১৬	২.১	১৭
সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.২	২০	২.২	২১
বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী	২.৩	২৩	২.৩	২৫
করোনাকালীন (কোভিড-১৯) সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী	২.৪	২৩	২.৪	২৭
২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩	৩২	৩	৩৩
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.১	৪০	৫.১	৪১
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.২	৪৪	৫.২	৪৫
বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০২১)	৬	৫১	৬	৫৩
২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৭	৫৭	৭	৫৯
২০২১ সালে বিভিন্ন খাতে আয়	৯.১	৬৪	-	-
২০২১ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়	৯.২	৬৪-৬৭	-	-
বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৩	৬৭	৯	৬৯
৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.১	৭৮	১৩.১ [ক] ১৩.১ [খ] ১৩.১ [গ]	৭৯ ৮১ ৮৩
৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.২	৮৫	১৩.২ [ক] ১৩.২ [খ]	৮৭ ৮৯
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান	১৩.৩	৯১	১৩.৩	৯৩
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.৪	৯৫	১৩.৪	৯৭
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্যপদ ও প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান	১৩.৫	৯৯	১৩.৫	১০১
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.৬	১০৩	১৩.৬	১০৫
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান	১৩.৭	১০৭	১৩.৭	১০৯

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	১৯৭২–২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	১৮৩
পরিশিষ্ট-১(ক)	১৯৭২-২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	১৮৪-১৯০
পরিশিষ্ট-১(খ)	২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	১৯১-১৯৫
পরিশিষ্ট-১(গ)	২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	১৯৬-১৯৯
পরিশিষ্ট-১(ঘ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	২০০-২০১
পরিশিষ্ট-১(ঙ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	২০২-২০৩
পরিশিষ্ট-২	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার)	২০৪
পরিশিষ্ট-২(ক)	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ [বিশেষ] বিধিমালা-২০১০ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	২০৫-২০৭
পরিশিষ্ট-২(খ)	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং ২০১৪ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড-১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	২০৮-২১১
পরিশিষ্ট-২(গ)	উচ্চতর ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	২১২-২১৫
পরিশিষ্ট-৩	বিভিন্ন বাছাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২১৬-২২০
পরিশিষ্ট-৩(ক)	বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২২১-২২৩
পরিশিষ্ট-৩(খ)	কেবল সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২২৪-২২৭
পরিশিষ্ট-৪	পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের সুপারিশের বিবরণ	২২৮-২৫৪
পরিশিষ্ট-৫(ক)	এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	২৫৫-২৫৬
পরিশিষ্ট-৫(খ)	সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	২৫৭-২৫৯
পরিশিষ্ট-৫(গ)	উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ [বিশেষ বিধান] বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সুপারিশের বিবরণ	২৬০
পরিশিষ্ট-৬	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫/২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ	২৬১-২৭২
পরিশিষ্ট-৭	নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ	২৭৩-২৭৫
পরিশিষ্ট-৮	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ	২৭৬
পরিশিষ্ট-৯	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ও নন-টেকনিক্যাল (৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বরবণ্টন	২৭৭-২৮৩

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১ গঠন ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত উক্ত অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে :

"১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।"

"১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

১.৩ চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০২১ সালে কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম এবং কার্যকাল

নাম	পদের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	চেয়ারম্যান	২১.০৯.২০২০	বর্তমান
জনাব মো: শাহজাহান আলী মোল্লা	সদস্য	২৩.০৮.২০১৭	৩১.১০.২০২১
নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
কাজী সালাহ্‌উদ্দিন আকবর	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
প্রফেসর মো: হামিদুল হক	সদস্য	০৮.০৩.২০১৮	বর্তমান
জনাব মো: ফজলুল হক	সদস্য	২৮.০৫.২০১৮	০৪.১১.২০২১
জনাব আবদুল মান্নান	সদস্য	২৪.০৬.২০১৮	বর্তমান
অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	সদস্য	১৬.০৭.২০১৮	বর্তমান
জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক	সদস্য	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সদস্য	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সদস্য	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
জনাব ও. এন. সিদ্দিকা খানম	সদস্য	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
জনাব মোঃ শামীম আহসান	সদস্য	০৪.১০.২০২০	বর্তমান
অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	সদস্য	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
জনাব জাহিদুর রশিদ	সদস্য	২৮.০১.২০২১	বর্তমান

[**বি: দ্র:-** ১৯৭২—২০২১ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের তথ্য পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১ (ক)]

১.৪. কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান

প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ (খ) (গ) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যাবে না যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

- The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

১.৫ কমিশনের সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বি.সি.এস. অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল নির্ধারণ, লিখিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন, বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৫টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬ কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৫৮৭ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ৩১ জন। মঞ্জুরিকৃত জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১৩৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১১৩টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৯৫টি ও আউটসোর্সিং ০৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৪৩টি ও আউটসোর্সিং ২৪টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ১০২টি, দ্বিতীয় শ্রেণি ৯৮টি, তৃতীয় শ্রেণি ১৩৫টি (০৭টি আউটসোর্সিংসহ) ও চতুর্থ শ্রেণি ১১৯টি (২৪টি আউটসোর্সিংসহ)। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৪টি ইউনিট ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বি.সি.এস. পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা, আইন শাখা, বাজেট শাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। কমিশনের কাজের গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখে দ্রুত সময়ে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে একটি ক্যাডার এবং একটি নন-ক্যাডার ডিজিটাল রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

১.৭ কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১ তলা] [৩য় পর্যায়] প্রকল্প

শেরেবাংলা নগর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মূল ভবনের নতুন চারটি ফ্লোর নির্মাণ/বৃদ্ধির জন্য "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১তলা পর্যন্ত]" [৩য় পর্যায়] [১ম সংশোধনী] শীর্ষক একটি প্রকল্প গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ৭২,৮৬,৫১,০০০/-(বাহাত্তর কোটি ছিয়াশি লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা। প্রকল্পটিতে সামগ্রিক ব্যয় হয়েছে ৬৫৩২.৬০ লক্ষ (পয়ষট্টি কোটি বত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৬৫% । প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হবে।

খ. 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৫১১.০০ (একশত পঞ্চান্ন কোটি এগারো লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে [চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং কমিশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সহ কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য যথাক্রমে ০.৫০ একর, ০.৬০ একর, ০.৩৭ একর, ০.৫৬ একর, ০.৪০ একর ও ০.৬৮১৫ একর জমির দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তসহ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলছে। কমিশনের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ০.৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিপিএসসি এর আওতাভুক্ত নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল ডাটাবেইস এর উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের জন্য ToR চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৮ কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ০২টি জিপ, ১৭টি কার, ১৭টি মাইক্রোবাস, ০৩টি পিকআপ, ০৩টি মিনিবাস এবং ০৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। ০৫টি কার অকেজো ঘোষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত প্রেস ও বিভিন্ন পরীক্ষার হলসমূহে গমনাগমনসহ বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে এসব যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৯ অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির মধ্যে ১৫টি কম্পিউটার, ০৫টি ফটোকপিয়ার, ১৫টি প্রিন্টার, ৩৬টি স্ক্যানার, ০১টি ল্যাপটপ, ০৩টি রেফ্রিজারেটর, ০৩টি টিভি মনিটর ও ০৮টি স্টেনো টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জমাদি ও আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১০ কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৩ জনসহ মোট ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১১ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের লাইব্রেরি

কমিশন ভবনের তৃতীয় তলায় ১,৬৪৬ বর্গফুট জায়গা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিটি কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা প্রদান এবং কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এ লাইব্রেরিটিকে নতুন আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দও এই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। দাপ্তরিক লাইব্রেরি হিসেবে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। ইতঃপূর্বে সরকারি বিধি বিধানসহ অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত পুরাতন, ছেঁড়া, পোকায় কাটা ও ব্যবহারের অনুপযোগী ১১,২৬১টি বই ছাঁটাই করা হয়েছে। সরকারি বিধি বিধানসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্তমানে এ লাইব্রেরিটির সংগ্রহ সংখ্যা ১৪,০৮২টি। এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। যার ফলে আগ্রহী পাঠক তার প্রয়োজনমাফিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আগত প্রশ্নকারক, মডারেটর, নিরীক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

লাইব্রেরির বই মূলত কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। ইতঃপূর্বে Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০২১ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট ৮৫টি বই লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে নিয়মিত ১০টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন The Time, The Economist, The Reader`s Digest সহ দেশি-বিদেশি বাংলা ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 [Anglo American Cataloguing Rules-2] অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। বর্তমানে-

- কমিশনের সাংবিধানিক কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগসহ ০২ টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
- লাইব্রেরির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যাটালগিং ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রীর Acquisition, Cataloguing, Classification, Circulation Stock Verification and Reference Service ইত্যাদি সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে লাইব্রেরিটি অটোমেশনের আওতায় আনার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সময় হতেই লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ৪৯ বছর যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং নতুন নতুন বই সংগ্রহ এবং আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে লাইব্রেরিটি একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

১.১২ নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল প্রণয়ন সর্বোপরি কমিশনের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদের নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, আসনব্যবস্থা, পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রণয়ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা, ই-ফাইলিং, Zoom Platform ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স ও ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ইউনিটসমূহে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আইটি শাখা এবং পরীক্ষা শাখার [ক্যাডার] যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি গ্রহণ, প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ;

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষার লিথোকোড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনের মাধ্যমে প্রি-স্ক্যানিং করে ফরমের যথার্থতা নিশ্চিত করা;

৩. প্রার্থীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের আসনবিন্যাস জানানো;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এস.এম.এস. এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র প্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাদের জানানো;

৫. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) এর মাধ্যমে স্ক্যানিং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং সরবরাহের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও কেন্দ্র অনুযায়ী পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;

৭. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত এবং এস.এম.এস. পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৮. বিষয়ভিত্তিক কোড জেনারেট করে পরীক্ষক/নিরীক্ষকগণের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

৯. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুতকরণ;

১০. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং; ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তিন ক্যাটাগরিতে ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

১১. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো এবং ক্যাডারভিত্তিক ক্যাটাগরি অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুতকরণ;

১২. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে সন্নিবেশ করে ডাটাবেইজড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কমিশনের বিধি-বিধান অনুযায়ী টেবুলেশন প্রস্তুতকরণ;

১৩. ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বি.সি.এস.-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

১৪. পদভিত্তিক পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত, মেধা, প্রার্থীর মেধা অবস্থান, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত চাকরির পছন্দক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিদ্যমান বিধি-বিধানের ভিত্তিতে ক্যাডারভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত। মনোনীত প্রার্থীদের মেধাক্রম সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মেধানম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করে মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ;

১৫. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক/পদভিত্তিক মেধানুযায়ী সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করা;

১৬. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে অনুমোদিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত করা;

১৭. নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের জন্য মেধা তালিকা প্রস্তুত, বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা;

১৮. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত করা;

১৯. বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও প্রকাশকরণ;

২০. বি.সি.এস. পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্তির পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে নম্বরপত্র প্রস্তুতকরণ;

২১. কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেষ্ট ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ এবং

২২. জাতীয় সংসদ ও সরকারের যেকোন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ।

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ;

২. অনলাইনে প্রাপ্ত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল এবং ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

৩. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইট হতে যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র প্রদান করা;

৪. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

৫. পরীক্ষার্ উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনে স্ক্যানিং এবং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

৬. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সি.সি. ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. Zoom Platform ব্যবহার করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

২. কমিশন সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম ই-নথি/ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি অবকাঠামো সচল রাখা;

৩. রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ ও কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ কক্ষ ব্যতীত কমিশনে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটারে LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৪. ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত ৭৯টি সি.সি. ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৬. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবহৃত মোট ১২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, প্রায় ২৪০টি ল্যান ক্যাবল ও একটি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ;

৭. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার, রাউটার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সচল রাখা;

৮. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফট্ওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার সেটআপ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন

২.১. নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী বি.সি.এস. পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় ১,৮১৪টি শূন্য পদের বিপরীতে ৪,৪২,৮৩২ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এ ছাড়াও নন-ক্যাডার কোন কোন পদে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে থাকে। ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] পদে ১৪টি লিখিত পরীক্ষা, ০১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৩৮ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ০৭টি বাছাই পরীক্ষা, ১৭টি লিখিত পরীক্ষা, ০১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৯ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের নিজস্ব জনবলের সাহায্যে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য শতাধিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কমিশন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোন পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় double lithocode এবং গোপন সিরিজ নম্বর ও বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন উত্তরপত্রটি কোন প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে তা কোনভাবেই শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রে নম্বরের পার্থক্য ২০% এর বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দিয়েও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে Pairing System অনুসৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ০২(দুই) জন পরীক্ষকের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০-২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য ঐ দিন বোর্ড গ্রহণ করবেন এবং কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে পরীক্ষা দিবেন ও কোন বিশেষজ্ঞ কোন বোর্ডের সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোনসহ কমিশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কমিশনের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটার শাখা, পরীক্ষা শাখার (ক্যাডার) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল প্রস্তুত ও যথাযথ পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে থাকেন।

২.২. বি.সি.এস. (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে বি.সি.এস.-এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বি.সি.এস.-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার	মন্তব্য
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার	
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার	
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার	
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার	
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার	
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার	
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার	
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ ক্যাডার	
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার	
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	

বি.সি.এস. এর তিনস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

বি.সি.এস. (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে:

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট।

দ্বিতীয় স্তর : প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর : লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানমতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের ওপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে :

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

দ্বিতীয় স্তর : ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%)

প্রিলিমিনারি টেস্টে কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত:

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট	৯০০

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়	২০০
	মোট	৯০০

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদান করেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

তৃতীয় স্তর : বি.সি.এস. এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%)

বি.সি.এস.-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

বি.সি.এস.-পরীক্ষার সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে:

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ [একবারের জন্য প্রযোজ্য সংশোধনী] অনুযায়ী ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এ দ্বিস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম স্তর ঃ ২০০ নম্বরের MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষা

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের ২(দুই) ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার বিষয়, নম্বর বণ্টন ও পরীক্ষার সময়

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন	সময়
১.	মেডিকেল সায়েন্স	১০০	২ (দুই) ঘণ্টা
২.	বাংলা	২০	
৩.	ইংরেজি	২০	
৪.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০	
৫.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০	
৬.	মানসিক দক্ষতা	১০	
৭.	গাণিতিক যুক্তি	১০	
	মোট	২০০	

- পরীক্ষায় মোট ২০০ (দুইশত)টি MCQ ধরনের প্রশ্ন ছিল। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ০১ (এক) নম্বর পাবেন, ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবার বিধান রাখা হয়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০%।

২.৩. ৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : সাবেক সদস্য জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত [১৬.০৯.২০১৮ থেকে ১০.০৮.২০১৯]
  : সাবেক সদস্য জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান [০৮.০৮.২০১৯ থেকে ৩১.১২.২০১৯]
  : জনাব নূরজাহান বেগম *এনডিসি* [৩১.১২.২০১৯ থেকে ১৪.০২.২০২১]
  : জনাব মোঃ ফজলুল হক [১৫.০২.২০২১ থেকে ০২.১১.২০২১]
  : জনাব নূরজাহান বেগম *এনডিসি* [০৩.১১.২০২১ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১০.০৪.২০১৮
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৯০৩
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ১১.০৯.২০১৮
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৫.১১.২০১৮ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]

- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,১২,৫৩২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ০৩.০৫.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ৩,২৭,০৮৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৫.০৭.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ২০,২৭৭
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ০৪.০১.২০২০
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ০৯.০৩.২০২০
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ১৮,১৬২
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১০,৯৬৪
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৭.০১.২০২১
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ১৬.০২.২০২১
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : মৌখিক পরীক্ষা চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৪. ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ [২৮.১০.২০১৯ থেকে ২৪.০১.২০২০]
  : জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা [০১.০১.২০২১ থেকে ৩১.১০.২০২১]
  : জনাব আবদুল মান্নান [০৩.১১.২০২১ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ০৯.০৫.২০১৯
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,১৬৬
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ২৭.১১.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ০৪.০১.২০২০ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,০৪,৬৫১
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ১৯.০৩.২০২১
- প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৩,০৪,৯১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০১.০৮.২০২১
- প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ২১,০৫৬
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৯.১১.২০২১
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : লিখিত পরীক্ষা চলমান

[পরিশিষ্ট-২]

২.৫. ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর [০১.০১.২০২১ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১৩.০৭.২০২০
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,০০০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৭.১২.২০২০ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩১,০২৬
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৬.০২.২০২১
- লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২৭,৫৭৩
- লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৬,০২২
- লিখিত পরীক্ষার (MCQ ধরনের) ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৯.০৩.২০২১
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ০৬.০৬.২০২১
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ০১.০৯.২০২১
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ৫,৯৬৮
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা : ৫,৯১৯
- সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা : ৪,০০০
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৯.০৯.২০২১

[পরিশিষ্ট-২]

২.৬. ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : অধ্যাপক মোঃ হামিদুল হক [০১.০১.২০২১ থেকে বর্তমান]

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ২২.১১.২০২০
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৮১৪
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০.০৬.২০২১ (সন্ধ্যা- ৬.০০ টা)
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,৪২,৮৩২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৯.১০.২০২১
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৩,২১,৫৭২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান

[পরিশিষ্ট-২]

২.৭. ৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম [০২.১২.২০২১ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ২৪.১১.২০২১
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১৭১০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২১
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের কাজ চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৮. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশ

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদেও নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধিমালার আওতায় ২০২১ সালে ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] পদে ৭১৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ১,০৭৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ৩৮তম বি.সি.এস. হতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে মোট ৯৫৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ফলে ৩৮তম বি.সি.এস. হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সর্বমোট ২,৭৫১ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-২ (ক) ও (খ)]

সারণি-২.১ : নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.১]

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড]		দ্বিতীয় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২৯তম বি.সি.এস.	১৬৪	২৯	-	-	১৬৪	২৯	১৯৩
৩০তম বি.সি.এস.	২৯৮	৬৫	-	-	২৯৮	৬৫	৩৬৩
৩১তম বি.সি.এস.	১০৬	১৪	-	-	১০৬	১৪	১২০
৩২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	১০	৫৩	-	-	১০	৫৩	৬৩
৩৩তম বি.সি.এস.	৩০৮	৬২	৩৮৮	১৩৫	৬৯৬	১৯৭	৮৯৩
৩৪তম বি.সি.এস.	৩৩৩	৭৬	১,৩৫০	৪৯৮	১,৬৮৩	৫৭৪	২,২৫৭
৩৫তম বি.সি.এস.	৫৫৩	১৩৯	১,০৪১	২৭৩	১,৫৯৪	৪১২	২,০০৬
৩৬তম বি.সি.এস.	২১৯	৬৩	৮১৭	১৮৮	১,০৩৬	২৫১	১,২৮৭
৩৭তম বি.সি.এস.	৫৭১	১২১	৯৪৪	১০৭	১,৫১৫	২২৮	১,৭৪৩
৩৮তম বি.সি.এস.	৭৬৫+৬০১ = ১,৩৬৬	১৯৩+১১৮ = ৩১১	৮৫৭	২১৭	২,২২৩	৫২৮	২,৭৫১

২.১

লেখচিত্র-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ

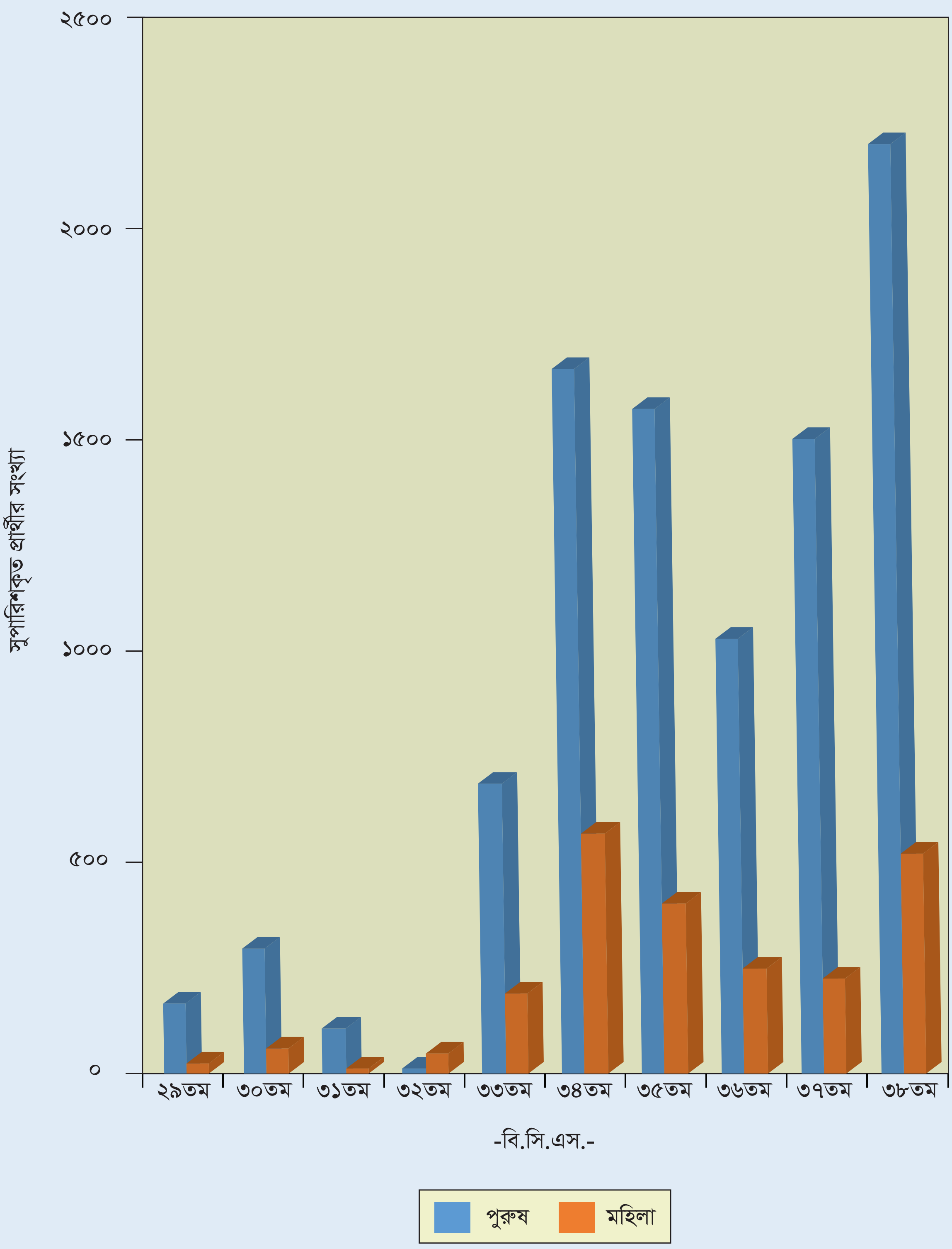

২.৯. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সংশোধিত জারিকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) ও ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে সুপারিশের জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ বা তার কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে প্রার্থীদের ১ ঘণ্টা ব্যাপী ১০০ নম্বরের MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টা ব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের উক্ত অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ; ০৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়। তবে যে সকল পদের বিজ্ঞাপন ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে জারি হয়েছে সে সকল পদে বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রার্থী ও পদের সংখ্যা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কমিশন কর্তৃক নবনির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. **সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি**

১. প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল :

২. প্রস্তাবিত পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট পদের সংখ্যা :

৩. সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. প্রস্তাবিত পদের শ্রেণি এবং গ্রেড :

৫. প্রস্তাবিত পদের প্রকৃতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) :

খ. **সরাসরি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি**

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষরিত রিকুইজিশনের (নির্ধারিত ফরম-এ) মূলকপি			
২.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
৩.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবিত পদে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির/ব্যক্তিবৃন্দের জেলাভিত্তিক বিবরণ			

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৫ .	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৬ .	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৭ .	পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশের (জিও) সত্যায়িত কপি			
৮ .	অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণে সরকারি আদেশের সত্যায়িত কপি			
৯ .	প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে রুজুকৃত মামলা/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত তথ্য			
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণে জনপ্রশাসন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

২.১০. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও নন-টেকনিক্যাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ এবং ০৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০. ২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেডের নন-টেকনিক্যাল পদের লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর সামগ্রিকভাবে ৪৫% নির্ধারণ করা হয়।

[পরিশিষ্ট-৯]

সারণি-২.২ : সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.২]

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	১ম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড]		২য় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০১২	২১৬	৫৪	৩৭৫	১০৮	৫৯১	১৬২	৭৫৩
২০১৩	১৬৬	৪০	১,৪৪০	৩৮৬	১,৬০৬	৪২৬	২,০৩২
২০১৪	১৩৫	২৯	১৮৪	৩১	৩১৯	৬০	৩৭৯
২০১৫	৫৬৯	৩৩০	১৪০	৬৫	৭০৯	৩৯৫	১,১০৪
২০১৬	২০১	৪৪	১,৪৭২	৮,৯৮৭	১,৬৭৩	৯,০৩১	১০,৭০৪
২০১৭	৩৩৪	৬৮	৯৭১	৮৪৪	১,৩০৫	৯১২	২,২১৭
২০১৮	৪৮৪	২০২	১,৩৪২	৫,৪১৭	১,৮২৬	৫,৬১৯	৭,৪৪৫
২০১৯	১৮৭	৪৩	২৩৩	২৮	৪২০	৭১	৪৯১
২০২০	৪২৮	৯৩	১,৬১৮	৫,৬৬১	২,০৪৬	৫,৭৫৪	৭,৮০০
২০২১	১৯২	২৩	২৪৫৩	৮৭৫১	২৬৪৫	৮৭৭৪	১১৪১৯

লেখচিত্র-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১২-২০২১ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

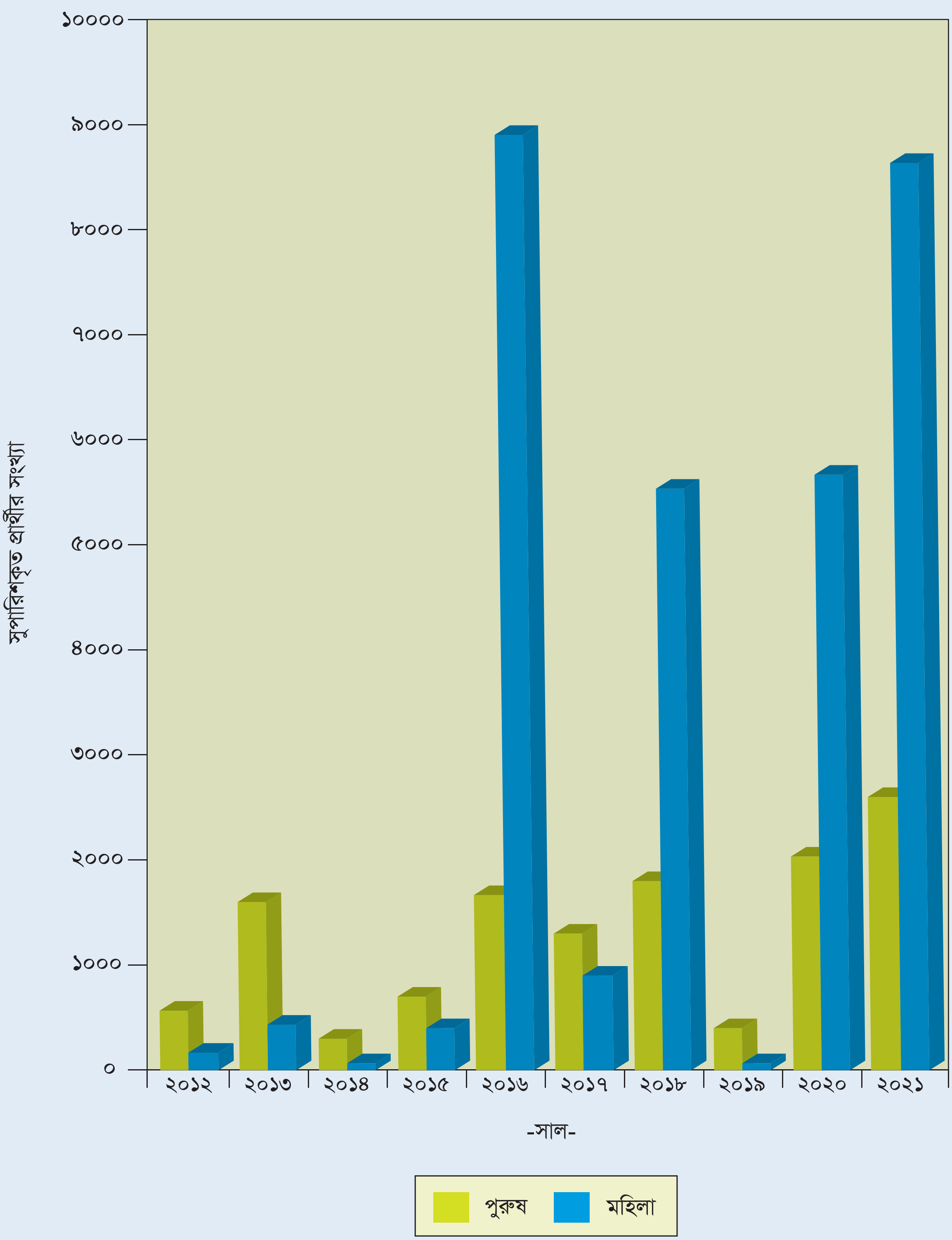

২.১১. ২০২১ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৪১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে ৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ১১২৯৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৩, ৩ (ক), ৩(খ)]

সারণি-২.৩ : বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী

[লেখচিত্র-২.৩]

সময়কাল	ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	নন-ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	সর্বমোট সুপারিশ
২০০৯–২০২১	৩৯,৬৪২+৪৪১(উচ্চতর ক্যাডার) =৪০,০৮৩	৫৮১৭১	৯৮,২৫৪
২০০১–২০০৭	১২,৭৯৩	৪,১৯৪	১৬,৯৮৭

২.১২. উচ্চতর ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মেডিকেল কলেজের ২৭ ক্যাটাগরি অধ্যাপক [৩য় গ্রেড] এর ৫৫টি পদের জন্য কমিশন কর্তৃক গত ১৬.০৫.২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞাপিত পদসমূহের অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ২৭.০৬.২০১৯। উক্ত ২৭ ক্যাটাগরির ৫৫টি পদের বিপরীতে ২৫২ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। উক্ত ২৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রি-এ্যাপ্রুভাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯৩ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০.০১.২০২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় ১৬ বিষয়ের অধ্যাপক [৩য় গ্রেড] পদে মোট ২৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ফলাফল প্রকাশের তারিখ ১৩.০১.২০২১। এ ছাড়া, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট [এ্যানেসথেশিওলজি] [৬ষ্ঠ গ্রেড] পদে ২০.০৮.২০২১ ও ২১.০৮.২০২১ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ২৩.০৮.২০২১ তারিখে ৪০৯ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, নন-টেক/গণিত ও একাউন্টিং], সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স] পদগুলো ৬ষ্ঠ গ্রেডের ক্যাডারভুক্ত পদ। উল্লিখিত ৭ ক্যাটাগরির মোট ৩২টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ২৪.০১.২০১৮ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মোট ৬৫৯ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। প্রাথমিক বাছাইয়ে ৪১৪ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ১৬, ১৮, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৯ এবং ১৫.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ক্যাডারের উচ্চতর পদের ন্যায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] পদ হতে চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] এর ৯০% পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের দাবি করে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯৩৭৬/২০১৮ নম্বর রিট মামলার দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত ছিল। ০৮.১২.২০২১ তারিখে চীফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও নাওয়ার] পদগুলোতে মোট ০৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭.১০.২০২১ তারিখে সহকারী অধ্যাপক [সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স] পদগুলোতে মোট ০২ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

[পরিশিষ্ট-২(গ)]

সারণি-২.৪ : করোনাকালীন (কোভিড-১৯) সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী

[লেখচিত্র-২.৪]

সময়কাল	সুপারিশকৃত কর্মকর্তা (ক্যাডার)	সুপারিশকৃত কর্মকর্তা (নন-ক্যাডার)	সর্বমোট সুপারিশ
২০২১	৪,০০০+১+৪৪১(উচ্চতর ক্যাডার) =৪,৪৪২	১৩,২১২	১৭,৬৫৪
২০২০	৪,২০৪	৮,৯২৫	১৩,১২৯

[বি:দ্র:-সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২৩তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০০০ এর বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।]

২.৩

লেখচিত্র-২.৩ ঃ বিভিন্ন সময়ের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

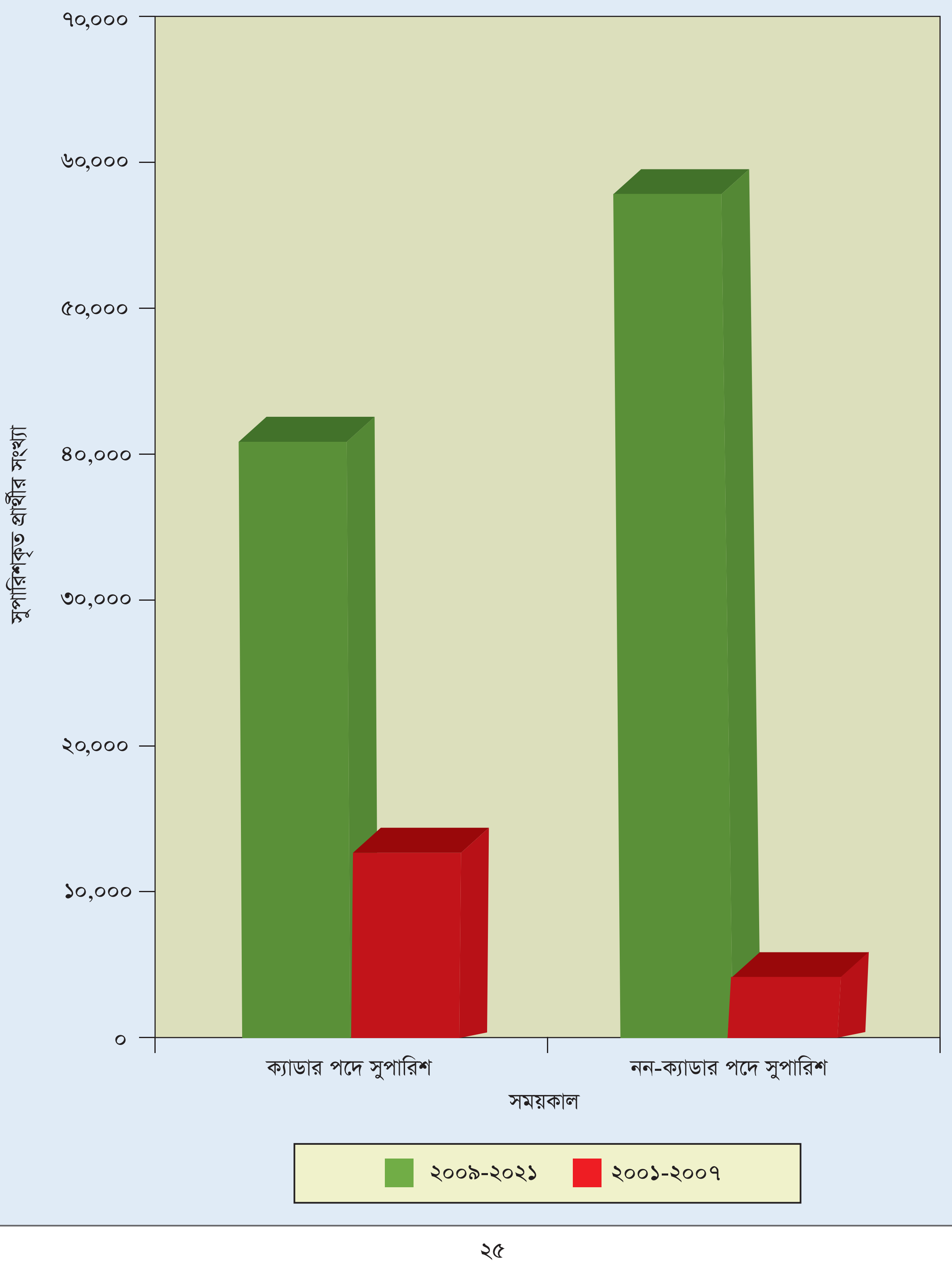

2.4

লেখচিত্র-২.৪ : করোনাকালীন সময়ে (কোভিড-১৯) ক্যাডার ও নন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

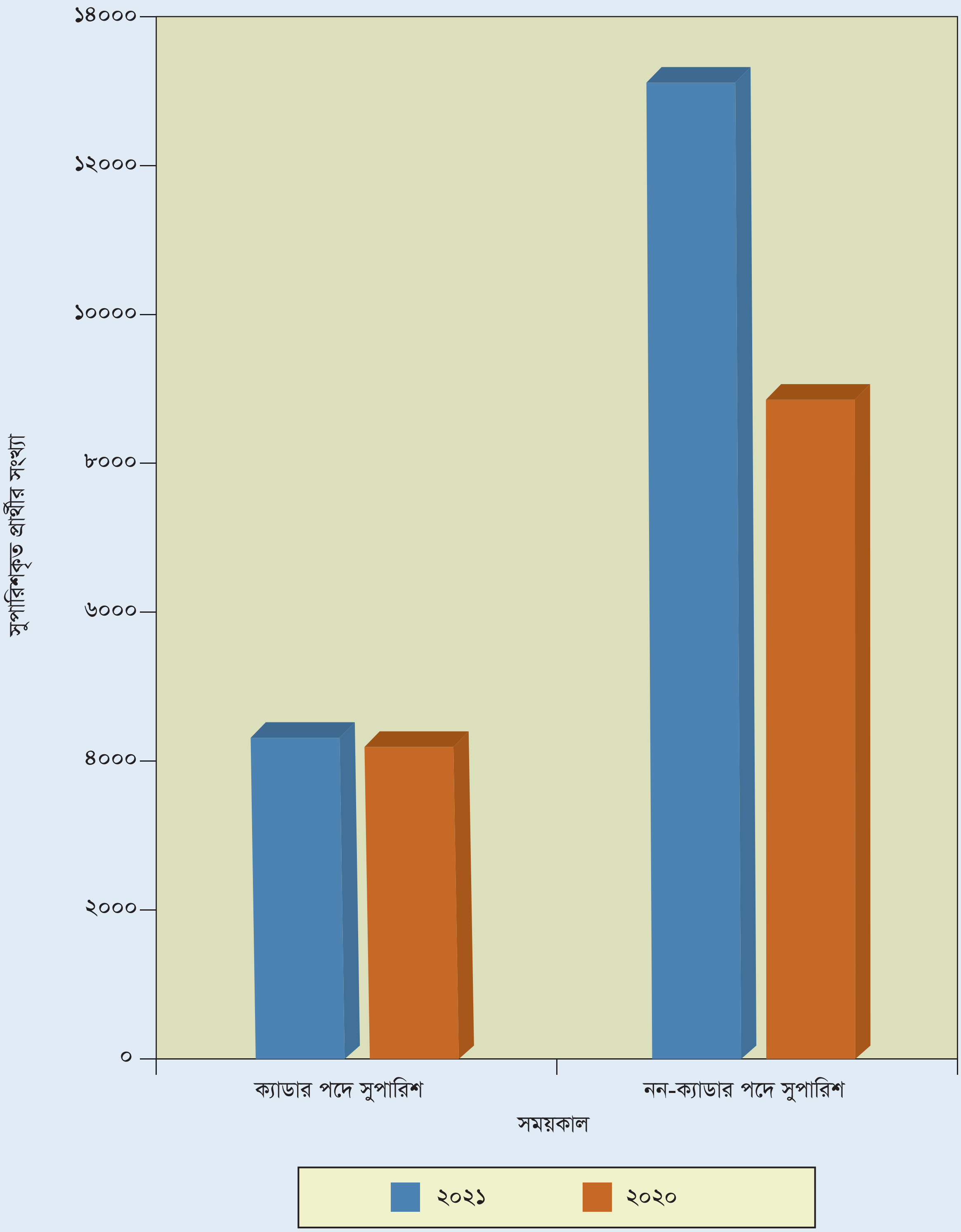

২.১৩. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা অমান্য করে কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/হাতঘড়ি/ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০২১ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদে পরীক্ষায় ০১ জন, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় ০১ জন এবং ৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টে ০৫ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৪. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বি.সি.এস.সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন হাতে হাতে পারিতোষিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমতে বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে।

২.১৫. বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বি.সি.এস.-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৩৮তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের জন্য ১২.১০.২০২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩,০০৮ জন প্রার্থী আবেদন করেন। বর্তমানে নম্বরপত্র প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৬. কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

২.১৭. ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক প্রতিষ্ঠা

নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করা এবং সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশনের সদস্য এবং সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে। ৩১.০১.২০২১ তারিখে **'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ'** প্রকল্পের আওতায় কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. পরীক্ষা, নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতির পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সফট্ওয়্যার তৈরি, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ডাটাবেইজ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ/মতামতের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

২.১৮. গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] ভুক্ত পদে কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতাবলে 'The Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979'এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের ৩য় থেকে ১৩তম গ্রেডের (পূর্বের ১ম ও ২য় শ্রেণির) বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পর্যন্ত পদে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে সরকারের নিকট হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত একটি প্রস্তাব কমিশনে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, জনবল এবং ভৌত অবকাঠামোর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে [পূর্বতন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] কর্মচারী নিয়োগদানের বিষয়ে সরকার কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার জন্য উক্ত রেগুলেশনের ৩,৪,৬,৮ প্রবিধানের সংশোধন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ২০২০' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ এবং ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন সামরিক শাসনামলে ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে সংকুচিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২০ প্রস্তুত করে কর্ম কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পদে সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের প্রস্তাবের পাশাপাশি কর্ম কমিশনে দু'টি আলাদা অনুবিভাগ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্গানোগ্রাম, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির জন্য দু'টি পৃথক আইটি শাখা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পদে কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য পদের পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে কর্ম কমিশনে প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান

কমিশনের আওতাভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতনস্কেল :

২. পদোন্নতির যোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা :

৩. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ও বেতনস্কেল :

৫. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থী সংখ্যা :

খ. পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
২.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পি.এস.সি. কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণসহ)			
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র			
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীগণ ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা/দুদকের মামলা নেই বা ইতঃপূর্বে এ ধরনের কোনো মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি-না			
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবলিত অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি (সংশ্লিষ্ট অনুবেদনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে)			
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যক প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি-না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি-না			
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম সংবলিত তথ্য			
১৩.	কোনো প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চালু/ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ আছে কি-না, থাকলে আদালতের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগবিধির শর্তানুযায়ী অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি			
১৫.	সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৩.২. ২০২১ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

২০২১ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য ২১০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ২,০৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকরি সন্তোষজনক না হওয়া, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিবেচনায় প্রস্তাবিত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

[পরিশিষ্ট-৪]

সারণি-৩ : ২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১২	২,০২৩	১,৭০৬
২০১৩	১,৭৩২	১,১২৫
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১
২০১৬	২,১০৫	২,০৩৯
২০১৭	২,৬৮৯	২,৫২৩
২০১৮	৩,৩৪৬	৩,২১৭
২০১৯	২,৫৯৭	২,৫৭৮
২০২০	১,৯৯০	১,৯৩৭
২০২১	২,১০৩	২,০৩১

৩

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের সংখ্যা

৩.৩. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়:

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোন বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন" "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে; তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়'/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোন মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোন পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খণ্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও ওপরের ৬ নম্বর উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"/"সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে" এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোন প্রতিবেদনে কোন প্রকার ওভাররাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভাররাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নম্বর ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্য পদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোন অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবিযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোন বিষয় উল্লিখিত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ

প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী কোন অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র ব্যতীত কোন প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে কমিশনের আওতাভুক্ত পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়নখাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশ

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী ২০২১ সালে নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।

৪.২. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্বখাতভুক্ত পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪.০১.১৯৮২ থেকে ১৭.০৫.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য জারিকৃত The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬(অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০২১ সালে মোট ২৩৬ জনের চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ২৩৬ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৫(ক)]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ পুনরায় সংশোধন করে এস.আর.ও নম্বর ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] শ্রেণির চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

৩. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৪. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৫. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

খ. এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	এডহক নিয়োগাদেশের কপি			
২.	এডহক নিয়োগে কমিশনের সম্মতিপত্র			
৩.	পদ-সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি			
৪.	পেপার কাটিংসহ জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি			
৫.	নিয়োগকালে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ			
৬.	পদ সৃষ্টির মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮.	কমিশনের নির্ধারিত ছকে পদবিন্যাস ছক			
৯.	এডহক নিয়োগের সময় সরকারের প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র			
১০.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ছিল কি-না			
১১.	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স নিয়োগবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
১২.	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ			
১৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ ও যোগদানপত্র			
১৪.	কর্মকালীন/সর্বোচ্চ ৫ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৫.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত) চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৬.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** উল্লিখিত সকল কাগজপত্র (১৪ ও ১৫ নম্বর ক্রমিক ব্যতীত) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৪.৩. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০২১ সালে মোট ১৮৭জনের প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ১৬৩জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয় নি।

[পরিশিষ্ট-৫(খ)]

উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ [বিশেষ বিধান] বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ২০২১ সালে ০১ জনের প্রস্তাব পাওয়া যায়। সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় উক্ত ০১জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়।

[পরিশিষ্ট-৫(গ)]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৩. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৪. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

৫. নিয়মিতকরণের জন্য প্রযোজ্য বিধির নাম :

খ. নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/পিপির কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত কপি			
২.	নিয়োগকালীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগবিধি/প্রচলিত বিধানের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিয়োগার্থে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের কপি			
৫.	নিয়োগবিধি/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কি-না			
৬.	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
৭.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি			
৮.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগাদেশ ও প্রকল্পে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১০.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১১.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি			
১২.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তার রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
১৩.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৫.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৬.	কর্মকর্তাকে প্রকল্পে নিয়োগকালে নির্বাচন/বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র			
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা

২৬টি ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দুবার ২৬টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বি.সি.এস. (পুলিশ) ও বি.সি.এস. (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র : হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

১. প্রথম পত্র : আইন, বিধি ও পদ্ধতি;
২. দ্বিতীয় পত্র : হিসাব;
৩. তৃতীয় পত্র : সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০২১]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১০.০৬.২০২১
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৬৪৪৭ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৬৪৩৫ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ০৮.১০.২০২১ হতে ২৪.১০.২০২১
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।

২. দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২১]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ৩০.১২.২০২১
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : আবেদনপত্র গ্রহণের কাজ চলমান।

[বি:দ্র: ২০২০ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ২১.০১.২০২১ তারিখে শুরু হয়ে ০৬.০২.২০২১ তারিখে শেষ হয়। উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত ৫২২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭৮৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। ২৭.০৬.২০২১ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।]

সারণি-৫.১ : অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.১]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা	২০১৬	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০৯২	২৪৯০
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৮৫২	৩১৫১
	২০১৭	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৭৭০	২৩৬৪
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৭৫৮	২৮০৪
	২০১৮	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৮৩	২২০৮
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৯৭৩	৩০৪৬
	২০১৯	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪১২৮	১৮০৮
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৩৪৪৬	২০৭৪
	২০২০	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	কোভিড-১৯ এর কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি	
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৮৬৯৬	৪৭৮৩

লেখচিত্র-৫.১ ঃ অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা

৫.১

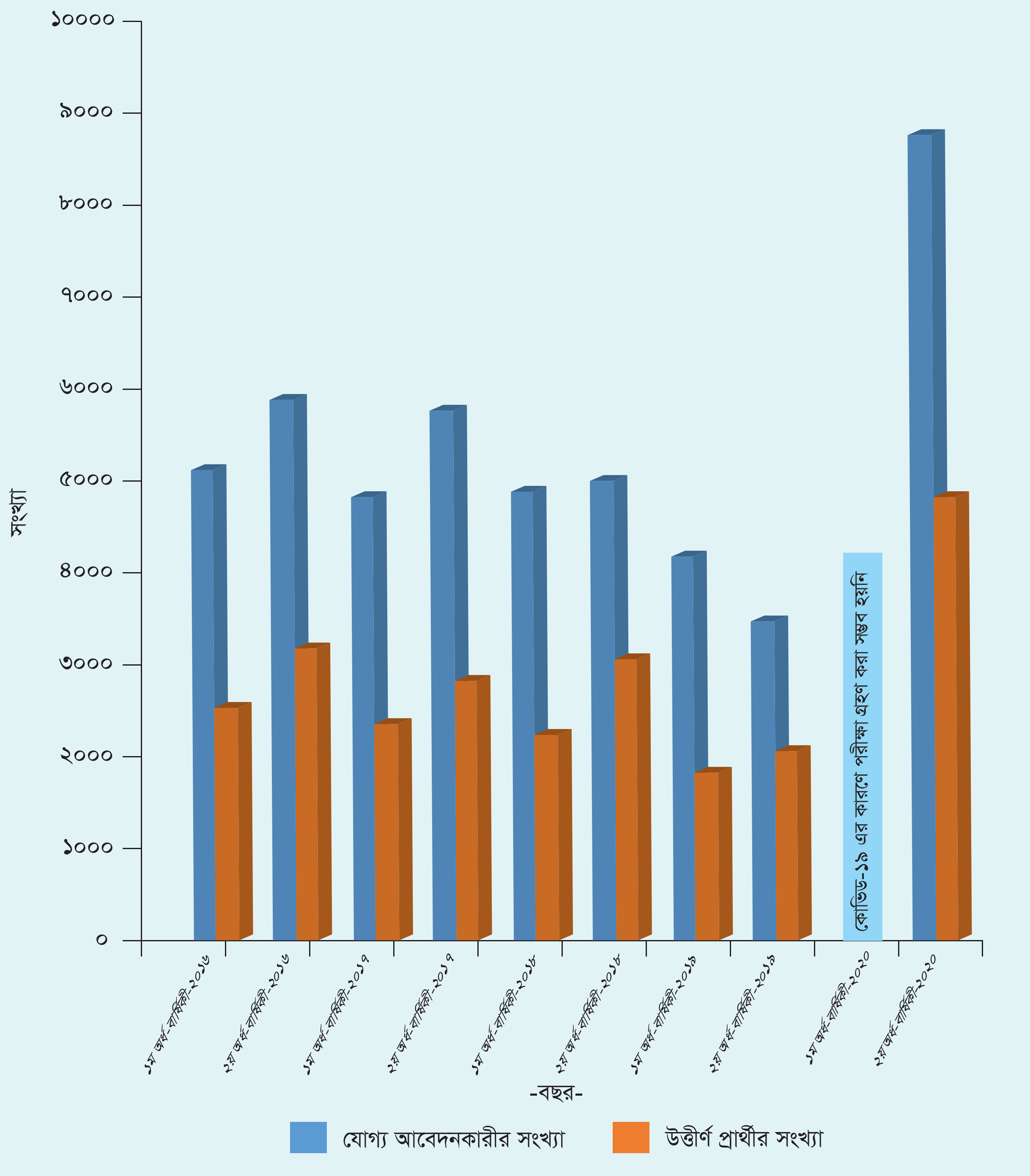

৫.৩. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ী হলেও চাকরির মেয়াদ ০৪ বছর পূর্ণ হলে এবং যাদের চাকরির মেয়াদ ক্যাডার পদে ১৪ বছর পূর্ণ হয় নি তাঁরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালার শর্ত সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

গ. তৃতীয় পত্র : ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৫০%। ০১ জন প্রার্থী একসাথে একটি/দুইটি/তিনটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, শুধু বি.সি.এস. (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের মোট ৮০টি বিষয়ের ওপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.৪. ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২১

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৩.০৫.২০২১
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ০২.০৮.২০২১
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৪৭৬
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ২৯৬৯
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ১০.০৯.২০২১—১৫.০৯.২০২১
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৩৬৫
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৭৭৫
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৬২৩
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩২১৭
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২৪৬৪
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৮৫৮
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২২০৯
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৬৯০
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫৩৯
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৩.১২.২০২১

২. **সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০২১**

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০২.০১.২০২২
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : আবেদনপত্র গ্রহণের কাজ চলমান

[বি:দ্র: সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট, ২০২০ এর পরীক্ষা ০৯.০২.২০২১ তারিখে শুরু হয়ে ১৭.০২.২০২১ তারিখে শেষ হয়। উক্ত পরীক্ষায় ১ম পত্রে ২১৮৮ জন, ২য় পত্রে ১৯২৭ জন এবং ৩য় পত্রে ২১৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়।]

সারণি-৫.২ : সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.২]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা		
				১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা	২০১৬	ফেব্রুয়ারি	২৫৪৭	৭২১	৮২৪	৭০২
		আগস্ট	৩০২২	১৩৭০	১৩৬০	১২৯০
	২০১৭	ফেব্রুয়ারি	৩৯৭৯	১৬৫৭	১৬৪৬	১৭৩৫
		আগস্ট	২৬৬৪	৮২৮	৬৫৭	৮৩৪
	২০১৮	ফেব্রুয়ারি	২৬৪৫	১২১৩	১২১৯	১৩০৫
		আগস্ট	৪৫৫৬	২৪৮৪	২১০৯	২৭৬৩
	২০১৯	ফেব্রুয়ারি	৫০৪৫	১৫১৮	১৯০৫	১৩৬৬
		আগস্ট	৩৭০৪	১১৩২	১০৪২	১০৮৬
	২০২০	ফেব্রুয়ারি	৩১৮৫	১২৫৩	৯৭৬	১২১৭
		আগস্ট	৩৬০৯	২১৮৮	১৯২৭	২১৩৪
	২০২১	ফেব্রুয়ারি	২৯৬৯	১৬২৩	১৮৫৮	১৫৩৯
		আগস্ট	কার্যক্রম চলমান			

৫.৫. সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদের যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন ও উক্ত পদে ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর তাঁরা সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল (পদোন্নতির জন্য) পরীক্ষা নীতিমালা, ২০১৮-এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সাধারণ আইন, বিধি ও পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৪০%। ০১ জন প্রার্থী একই সাথে তিনটি বিষয়ে অথবা কম সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫.২

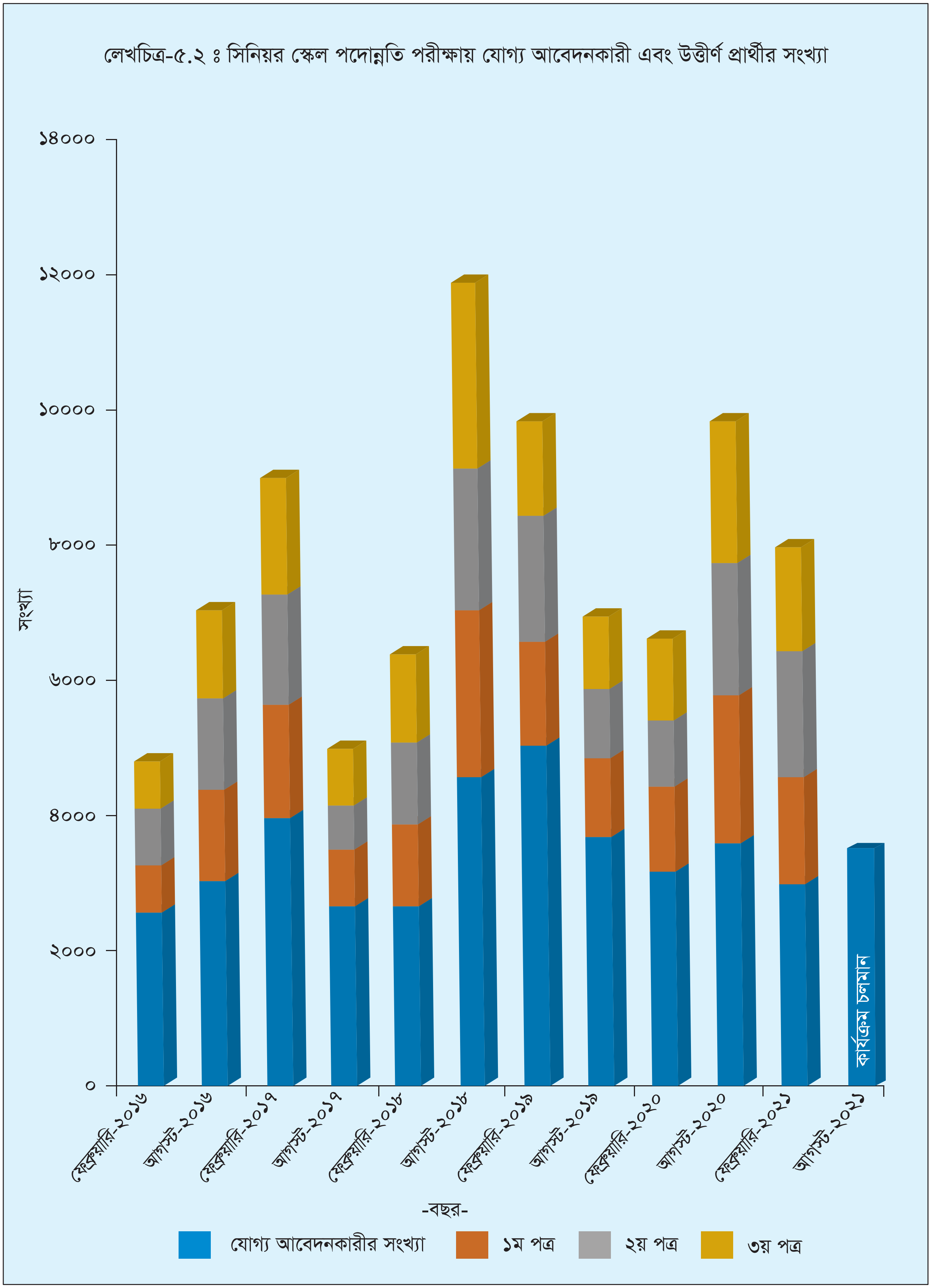
লেখচিত্র-৫.২ ঃ সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
সংখ্যা
১৪০০০
১২০০০
১০০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০
০
কার্যক্রম চলমান
ফেব্রুয়ারি-২০১৬
আগস্ট-২০১৬
ফেব্রুয়ারি-২০১৭
আগস্ট-২০১৭
ফেব্রুয়ারি-২০১৮
আগস্ট-২০১৮
ফেব্রুয়ারি-২০১৯
আগস্ট-২০১৯
ফেব্রুয়ারি-২০২০
আগস্ট-২০২০
ফেব্রুয়ারি-২০২১
আগস্ট-২০২১
-বছর-
যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা
১ম পত্র
২য় পত্র
৩য় পত্র

৫.৬. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাগণের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার তথ্য বিবরণী

১. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০২১]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০৭.১০.২০২১
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.১০.২০২১
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : কোন প্রার্থী আবেদন করেননি।

[বি:দ্রঃ সহকারী সচিব (ক্যাডার বহিভূর্ত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০২০] এর ফলাফল ০৭.০২.২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় ২য় পত্রে ০২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়।]

৫.৭. সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হন নি কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ:

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্র্যাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস নিম্নরূপঃ

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-১০
২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-১০
৩. দাপ্তরিক পত্র-২০
৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-১৫
৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫
৬. সার-সংক্ষেপ-২০

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর : ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ : বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০
২. দ্বিতীয় অংশ : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ ও Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ)	:
২.	জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ	:
৩.	চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল	:
৪.	চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না	:
৫.	শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না	:
৬.	অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতনস্কেল	:
৭.	বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না	:
৮.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না	:

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগাদেশের কপি			
৭.	সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ			
৯.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
১০.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
১১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) :

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ :

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল :

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না :

৫. শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না :

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল :

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না :

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ			
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৯.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৬.২. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলি

১. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শোকজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

২. উপর্যুক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);

খ. জন্ম তারিখ/পিআরএল-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;

গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল;

ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না;

ঙ. শিক্ষানবিশকাল শেষ হয়েছে কি-না;

চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতনস্কেল;

ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;

জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না; এবং

ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি-না।

৬.৩. ২০২১ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৫৮টি
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৫৮টি
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৫৪টি
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ০৪টি

[পরিশিষ্ট-৬]

সারণি-৬ : বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০২১)

[লেখচিত্র-৬]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	একমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	দ্বিমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	পরামর্শ প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা(%)
২০১২	১৪৭	১৪৩ (৯৭.২৮)	০৪ (২.৭২)	১৪৭ (১০০.০০)
২০১৩	৯৬	৮৬ (৯৬.৬৩)	০৩ (৩.৩৭)	৮৯ (৯২.৭১)
২০১৪	১০২	৮৯ (৯০.৮২)	০৯ (৯.১৮)	৯৮ (৯৬.০৮)
২০১৫	৯১	৮৮(৯৬.৭০)	০৩ (৩.৩০)	৯১ (১০০.০০)
২০১৬	১২৩	১২০ (৯৭.৫৬)	০৩ (২.৪৪)	১২৩ (১০০.০০)
২০১৭	৯৪	৯৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৯৪ (১০০.০০)
২০১৮	৬৪	৬৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬৪ (১০০.০০)
২০১৯	৬১	৬১ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬১ (১০০.০০)
২০২০	৬৪	৬১ (৯৫.৩১)	০৩ (৪.৬৯)	৬৪ (১০০.০০)
২০২১	৫৮	৫৪ (৯৩.১০)	০৪ (৬.৯০)	৫৮ (১০০.০০)

৬

লেখচিত্র-৬ ঃ বিভাগীয় মামলার কমিশনের পরামর্শ প্রদানের সংখ্যা

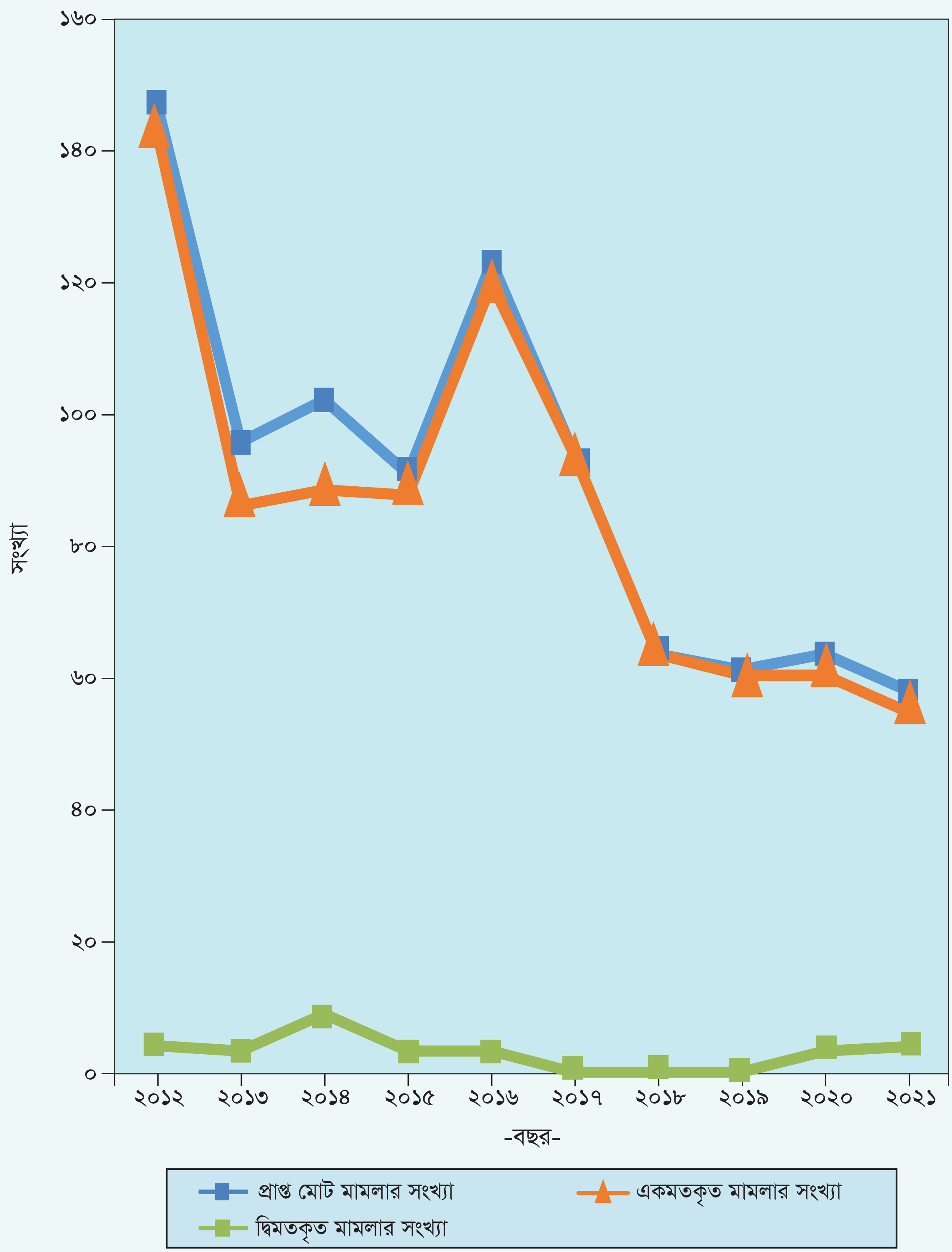

৬.৪. কমিশনের আইন অধিশাখা ও মামলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত (নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিসহ নিয়োগবিধি সংশোধন) সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও অধঃস্তন আদালতে দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার বিষয়ে কমিশনের পক্ষে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ (মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা) গ্রহণসহ মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানে আইন অধিশাখা কাজ করে থাকে। সাধারণত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত, নিয়োগ পরীক্ষা, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল, নিয়োগ বিধিমালা, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পক্ষ করে রিট মামলা, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, এ.টি মামলা, এ.এ.টি মামলা, কনটেম্পট মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করে থাকেন। বিজ্ঞ সলিসিটরের কার্যালয় এবং কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণের মাধ্যমে আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ ও বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা করা হয়। আইন অধিশাখা হতে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ এবং আইনজীবীগণকে মামলা পরিচালনার ফি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অত্র অধিশাখা হতে বিভিন্ন মামলার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক যাচিত আইনগত মতামতসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের শৃঙ্খলামূলক বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত শাস্তির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ৪১৭টি মামলা চলমান রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা

৭.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লেখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃবিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সার্বিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ কমিটির সুপারিশ			
২.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ			
৩.	বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিবরণী			
৪.	প্রজ্ঞাপন আকারে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধির কপি			
৫.	সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগবিধি			
৬.	অর্গানোগ্রামের কপি			
৭.	প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলি			
৮.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের মঞ্জুরিপত্র			
৯.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জি.ও. (অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনসহ)			

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৭.২. ২০২১ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ১৬টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ১৬টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৭]

সারণি-৭ : ২০১২—২০২১ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান
[লেখচিত্র-৭]

সাল	নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ
২০১২	৩২
২০১৩	২৭
২০১৪	১৭
২০১৫	১২
২০১৬	১৬
২০১৭	২১
২০১৮	২৯
২০১৯	২৩
২০২০	১৪
২০২১	১৬

৭.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন এবং নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

১৯.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৭ সালের ১ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সংশোধিত মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [Eminent physician] একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব [Eminent person] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

৭

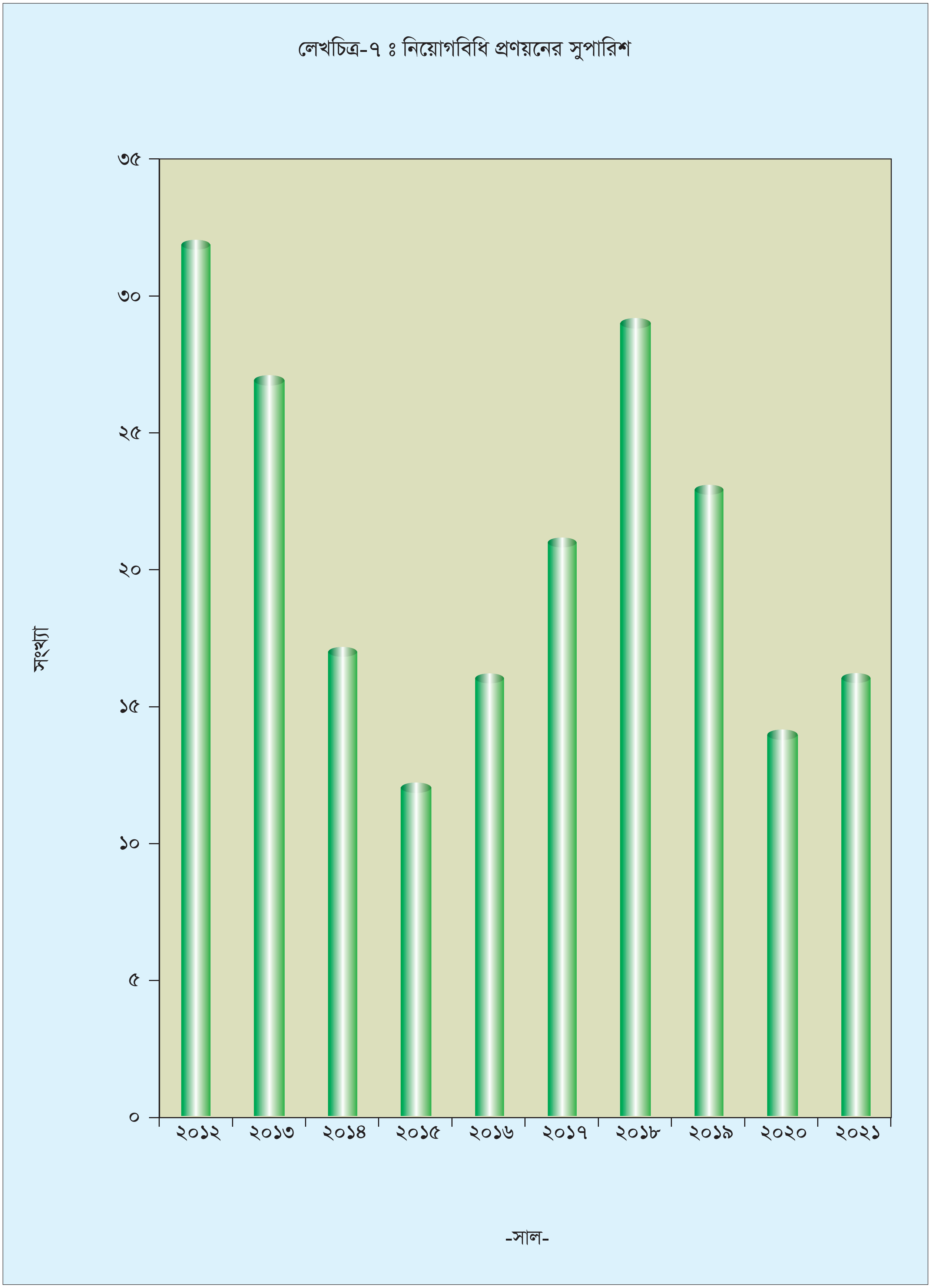
লেখচিত্র-৭ ঃ নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ
সংখ্যা
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০
২০২১
-সাল-

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নম্বর	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
১.	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য - ৫ নম্বর	৫
২.	উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম ১ বছরের ডিপ্লোমা - ৩ নম্বর খ. ২ বছরের ডিপ্লোমা/এমফিল/এমএস/এমডি ইত্যাদি - ৫ নম্বর গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পি.এইচ.ডি. - ৮-১০ নম্বর প্রার্থীর অর্জিত ডিপ্লোমা/ডিগ্রির কেবল সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে	১০
৩.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা : ক. ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (required) অভিজ্ঞতার জন্য - ৫ নম্বর খ. পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর হারে সর্বোচ্চ - ৫ নম্বর	১০
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (স্বীকৃত জার্নালে) প্রকাশনা অথবা প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে চাকরি জীবনে দেশে-বিদেশে অর্জিত পেশাগত কৃতিত্ব/সাফল্য/অর্জন (যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য)	১০
৫.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (Articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১৫
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পারফরমেন্স	৫০

গ. ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দশম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৬.২০-৫৪ নং অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ. যে সব পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সে সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে পূর্বোক্ত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৫ নম্বরের (নিয়োগবিধিতে অন্যরূপ কোন নম্বর উল্লেখ না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর হয় ১০। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিষয়টি বিজ্ঞাপনে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ঙ. কমিশন সচিবালয়ের তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) শাখা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডকে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৭.৪. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

ক. ২০২১ সালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে মোট ০৫টি পদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে মোট ১১১৩ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন প্রস্তাবসমূহ বিচার-বিবেচনাপূর্বক ১১১৩ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে সুপারিশ প্রেরণ করে।

[পরিশিষ্ট-৮]

খ. এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করে সরবরাহ করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান

৮.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভায় নিয়মিতভাবে কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে তা অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০২১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ২,৩৮১টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডি.পি.সি. সভায় সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিহারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করেন এবং নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৮.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের নিয়মাবলি

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে ও বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য :

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা বিকাল ৪:৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যের কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোন সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্ণে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোন কারণে ডি.পি.সি.'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮.৩. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছকের নমুনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম সভার তারিখ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সংস্থা প্রধানের নাম :

১.	সভাপতি/আহ্বায়কের নাম ও পদবি	:
২.	সভার মূল আলোচ্যসূচি	:
৩.	কমিশনের প্রতিনিধির নাম ও পদবি	:
৪.	কমিশন থেকে সভার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়	:
৫.	সভা থেকে কমিশনে ফিরে আসার সময়	:

৬. **নিয়োগের জন্য বাছাই এর ক্ষেত্রে**

ক. বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ :

খ. শূন্য পদের সংখ্যা :

গ. আবেদনকারীর সংখ্যা :

ঘ. লিখিত পরীক্ষার তারিখ :

ঙ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা :

চ. মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রিত প্রার্থীর সংখ্যা :

৭. **আলোচ্য সভায় নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত/বাছাইকৃত প্রার্থী সংক্রান্ত**

ক. সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা :

খ. কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি-না :

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত অপূরণকৃত পদের সংখ্যা :

৮. **পদোন্নতি/টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে**

ক. অনুমোদিত ও অবিসংবাদিত গ্রেডেশন তালিকা আছে কি-না :

খ. পদোন্নতির পদ (সমূহ) স্থায়ী কি-না :

গ. প্রস্তাবিত কর্মচারী (বৃন্দ) স্থায়ী কি-না :

ঘ. কোন সিনিয়র কর্মচারী অতিক্রান্ত (supersede) হচ্ছে কি-না :

ঙ. এসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছিল কি-না :

৯. নিয়মিতকরণের সময় কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে কি-না (কমিশনের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ছক সাথে নিয়ে যাবেন) :

১০. সভাপতি কোনো বেআইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত/প্রার্থীর তালিকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কি-না :

১১. সভায় কমিশনের প্রতিনিধি কোন অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ/ভূমিকা রেখে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১২. সমাপনী মন্তব্য (যদি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে)। :

তারিখ :

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবি

নবম অধ্যায়
কমিশনের বাজেট

৯.১. আয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ৩৫,৬০,১৪,২৩০ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৪,৩২,২০১ টাকাসহ সর্বমোট ৩৫,৮৪,৪৬,৪৩১ টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সারণি-৯.১ : ২০২১ সালে বিভিন্ন খাতে আয়

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	আয়ের খাত	মোট আয় (টাকা)
১.	১৪১১২০২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	৬৬,৮৮০
২.	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	৩৫,৬০,১৪,২৩০
৩.	৭২১৫১০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১,১০,০০০
৪.	৭২১৫১০২	কম্পিউটার অগ্রিম	৬৫,০০০
৫.	৭২১৫১০৩	গাড়ি অগ্রিম	২০,৪৪,৮৫০
৬.	৭২১৫১০৪	মোটর গাড়ি অগ্রিম	১,৩৫,২৪৩
৭.	৭২১৫১০৫	মোটর সাইকেল অগ্রিম	১০,২২৮
		সর্বমোট আয়	৩৫,৮৪,৪৬,৪৩১

৯.২. ব্যয়

প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ৬০,৫৭,৬৯,৩০৫ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সারণি-৯.২ : ২০২১ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১	**পরিচালন কার্যক্রম**			
	চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বেতন	১,১৭,৮০,০০০	০	১,১৭,৮০,০০০
	কর্মকর্তাদের বেতন	৮,১৭,০৪,৫৫৭	১,০২,৫২,৫৩০	৯,১৯,৫৭,০৮৭
	প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন	৩,৪৬,১৯,২৭৭	৩৩,৭৯,৯৩৭	৩,৭৯,৯৯,২১৪
	যাতায়াত ভাতা	৬,৮৫,৮৫৫	৬৬,৯০০	৭,৫২,৭৫৫
	শিক্ষা ভাতা	১৭,৭৩,৬৭৮	৩,১৬,৫০০	২০,৯০,১৭৮
	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫,০৪,৫৬,৩৬৪	৫,৯৫৩,৮৮৫	৫,৬৪,১০,২৪৯
	চিকিৎসা ভাতা	৬৭,৮৬,১৬৫	৭,৯৬,৫০০	৭৫,৮২,৬৬৫
	মোবাইল ভাতা	৪,৯৪,৩০৫	০	৪,৯৪,৩০৫
	টেলিফোন নগদায়ন	১০,৮২,৯২০	০	১০,৮২,৯২০
	টিফিন ভাতা	৪,৫৫,৯০৩	৩৭,৯০০	৪,৯৩,৮০৩

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
	ধোলাই ভাতা	১,১৩,৭৫১	২৩,৫০০	১,৩৭,২৫১
	উৎসব ভাতা	১,৯৯,৫৫,২৭৩	১৯,০৮,৭৭০	২,১৮,৬৪,০৪৩
	অধিকাল ভাতা	৫১,৭৫,৫৯৩	০	৫১,৭৫,৫৯৩
	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২৯,৪৮,৫৯০	৭,৪২,৪৭০	৩৬,৯১,০৬০
	আপ্যায়ন ভাতা	২,৫১,২৪৮	০	২,৫১,২৪৮
	সম্মানী ভাতা	১৪,৮০,০৮৬	০	১৪,৮০,০৮৬
	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৯,৮৫,৯৭৮	২,১৩,৫৬২	২১,৯৯,৫৪০
	অন্যান্য ভাতা	২,৩৪,২২৩	০	২,৩৪,২২৩
	পাচক ভাতা	৩০,৬৩,৩৩০	০	৩০,৬৩,৩৩০
	নিরাপত্তা ভাতা	৩০,৬৩,৩৩০	০	৩০,৬৩,৩৩০
	খোরপোষ ভাতা	৪৭,৩২০	০	৪৭,৩২০
	মোট পরিচালন ব্যয়	২২,৮১,৫৭,৭৪৬	২,৩৬,৯২,৪৫৪	২৫,১৮,৫০,২০০
২.	**প্রশাসনিক ব্যয়**			
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৪২,০০০	২,৪০০	৪৪,৪০০
	ক্ষতিপূরণ	৯১,৭০০	৯৬,৬৪৯	১,৮৮,৩৪৯
	আনু: প্রতি:	১,২১,৪৮,৮০০	০	১,২১,৪৮,৮০০
	আপ্যায়ন ব্যয়	১৫,০৬,৫০৪	০	১৫,০৬,৫০৪
	শ্রমিকের মজুরি	৬১,৯৮,৭০৭	৫,৬৫,৫২৫	৬৭,৬৪,২৩২
	আইন খরচ	১৩,৮২,৫০০	০	১৩,৮২,৫০০
	সেমিনার/কনফারেন্স	৩০,৯৬,৯৯৪	০	৩০,৯৬,৯৯৪
	বিদ্যুৎ	৪০,৩০,৫৩২	২,৭৭,৩২৩	৪৩,০৭,৮৫৫
	পানি	৫,০৬,২৭২	০	৫,০৬,২৭২
	ইন্টারনেট	৪০,১০০	৬২,০৩০	১,০২,১৩০
	ডাক	০	০	০
	টেলিফোন	২৫,২৪,৪৩৩	১,৪১,৪০০	২৬,৬৫,৮৩৩
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১,৫৪,৩৪,৫৪৬	০	১,৫৪,৩৪,৫৪৬
	বইপত্র ও সাময়িকী	৬,৪৭,৩৯৮	৩০,০০০	৬,৭৭,৩৯৮
	অফিস ভবন ভাড়া	০	১৮,৭৫,৯৩৫	১৮,৭৫,৯৩৫
	মোট প্রশাসনিক ব্যয়	**৪,৭৬,৫০,৪৮৬**	**৩০,৫১,২৬২**	৫,০৭,০১,৭৪৮

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
৩.	**ফি চার্জ ও কমিশন**			
	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন	৭৪,৪৭,৯৮৩	১৬,১৮,৩৭৫	৯০,৬৬,৩৫৮
	মোট ফি চার্জ ও কমিশন	৭৪,৪৭,৯৮৩	১৬,১৮,৩৭৫	৯০,৬৬,৩৫৮
৪.	**প্রশিক্ষণ**			
	প্রশিক্ষণ	১০,৬৪,০৭৫	৫,০০০	১০,৬৯,০৭৫
	মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০,৬৪,০৭৫	৫,০০০	১০,৬৯,০৭৫
৫.	**অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি**			
	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৯,৪৬,২৮০	৩,৩৭,৫৯৫	১২,৮৩,৮৭৫
	মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৯,৪৬,২৮০	৩,৩৭,৫৯৫	১২,৮৩,৮৭৫
৬.	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস**			
	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস	৮৫,৩৮,০৭৯	০	৮৫,৩৮,০৭৯
	গ্যাস ও জ্বালানি	৮৬,৮২০	০	৮৬,৮২০
	মোট পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস ব্যয়	৮৬,২৪,৮৯৯	০	৮৬,২৪,৮৯৯
৭.	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রি সরবরাহ**			
	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৫৫,৫৯,৩৭১	০	৫৫,৫৯,৩৭১
	মোট জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রি সরবরাহ ব্যয়	৫৫,৫৯,৩৭১	০	৫৫,৫৯,৩৭১
৮.	**মুদ্রণ ও মনিহারি**			
	কম্পিউটার সামগ্রি	৬০,২৫,৬৫০	৯৭,৮৬৬	৬১,২৩,৫১৬
	মুদ্রণ ও বাধাঁই	৫,৬৮,৮৩,২৪১	০	৫,৬৮,৮৩,২৪১
	অন্যান্য মনিহারি	৫৭,৮৬,৮৩১	০	৫৭,৮৬,৮৩১
	মোট মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়	৬,৮৬,৯৫,৭২২	৯৭,৮৬৬	৬,৮৭,৯৩,৫৮৮
৯.	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রি**			
	সাধারণ সরবরাহ	০	০	০
	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	১,৩১,৪৭,৫০৭	১,৩০,২৬৫	১,৩২,৭৭,৭৭২
	পোশাক	৭,৬৪,৫০৮	০	৭,৬৪,৫০৮
	মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রি ব্যয়	১,৩৯,১২,০১৫	১,৩০,২৬৫	১৪০,৪২,২৮০
১০.	**পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ ব্যয়**			
	কনসালটেন্সি	০	০	০
	সম্মানি/পারিতোষিক (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	১২,৩৩,৯৫,৯৬৯	২,২৭,১২,৭৫২	১৪,৬১,০৮,৭২১
	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৬,১২,২৭৪	০	৬,১২,২৭৪
	মোট পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ ব্যয়	১২,৪০,০৮,২৪৩	২,২৭,১২,৭৫২	১৪,৬৭,২০,৯৯৫

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১১.	**মেরামত ও সংরক্ষণ**			
	মোটরযান মেরামত	৩১,৭৫,৮৪৯	০	৩১,৭৫,৮৪৯
	আসবাবপত্র মেরামত	১,০২,৫২০	৫০,০০০	১,৫২,৫২০
	কম্পিউটার মেরামত	২,৯৫,৮৭২	৮৯,২০০	৩,৮৫,০৭২
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৩,০০,৫৭১	০	১৩,০০,৫৭১
	অনাবাসিক ভবন	০	০	০
	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৮৭,০০,০০০	০	৮৭,০০,০০০
	ভূমি উন্নয়ন কর	১৮,৫০০	০	১৮,৫০০
	পৌর কর	০	০	০
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়	**১,৩৫,৯৩,৩১২**	**১,৩৯,২০০**	**১,৩৭,৩২,৫১২**
১২.	**সংরক্ষিত**			
	সাধারণ থেকে বরাদ্দ	**০**	**০**	**০**
	মোট সংরক্ষিত ব্যয়	**০**	**০**	**০**
১৩.	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**			
	মোটরযান ক্রয়	২,৬২,২৬,৮৪২	০	২,৬২,২৬,৮৪২
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৫,১৮,৩২৭	৯৭,২৫৫	১৬,১৫,৫৮২
	অফিস সরঞ্জামাদি	৪৮,০৯,৪২৭	০	৪৮,০৯,৪২৭
	আসবাবপত্র ক্রয়	১৬,৪৯,২৫৩	২৩,৩০০	১৬,৭২,৫৫৩
	মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যয়	৩,৪২,০৩,৮৪৯	১,২০,৫৫৫	৩,৪৩,২৪,৪০৪
	সর্বমোট ব্যয়	**৫৫,৩৮,৬৩,৯৮১**	**৫,১৯,০৫,৩২৪**	**৬০,৫৭,৬৯,৩০৫**

৯.৩. বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৯.৩ এবং লেখচিত্র-৯-তে দেখানো হয়েছে

সারণি-৯.৩: বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্র-৯]

সাল	মোট আয়	মোট ব্যয়
২০১৭	২৭,২৪,১৫,৪২৯	৪৪,৩২,৮৭,৭১০
২০১৮	২৮,৪০,৪৭,৬০২	৫১,৭১,২৫,০০৮
২০১৯	৩৭,০৫,৯৬,১৩৬	৬৬,৭০,৮৯,১৯৯
২০২০	৩৭,২২,৬৫,৮৯৪	৪৭,৮৭,২৫,২৫৮
২০২১	৩৫,৮৪,৪৬,৪৩১	৬০,৫৭,৬৯,৩০৫

৺

লেখচিত্র-৯ ঃ বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়

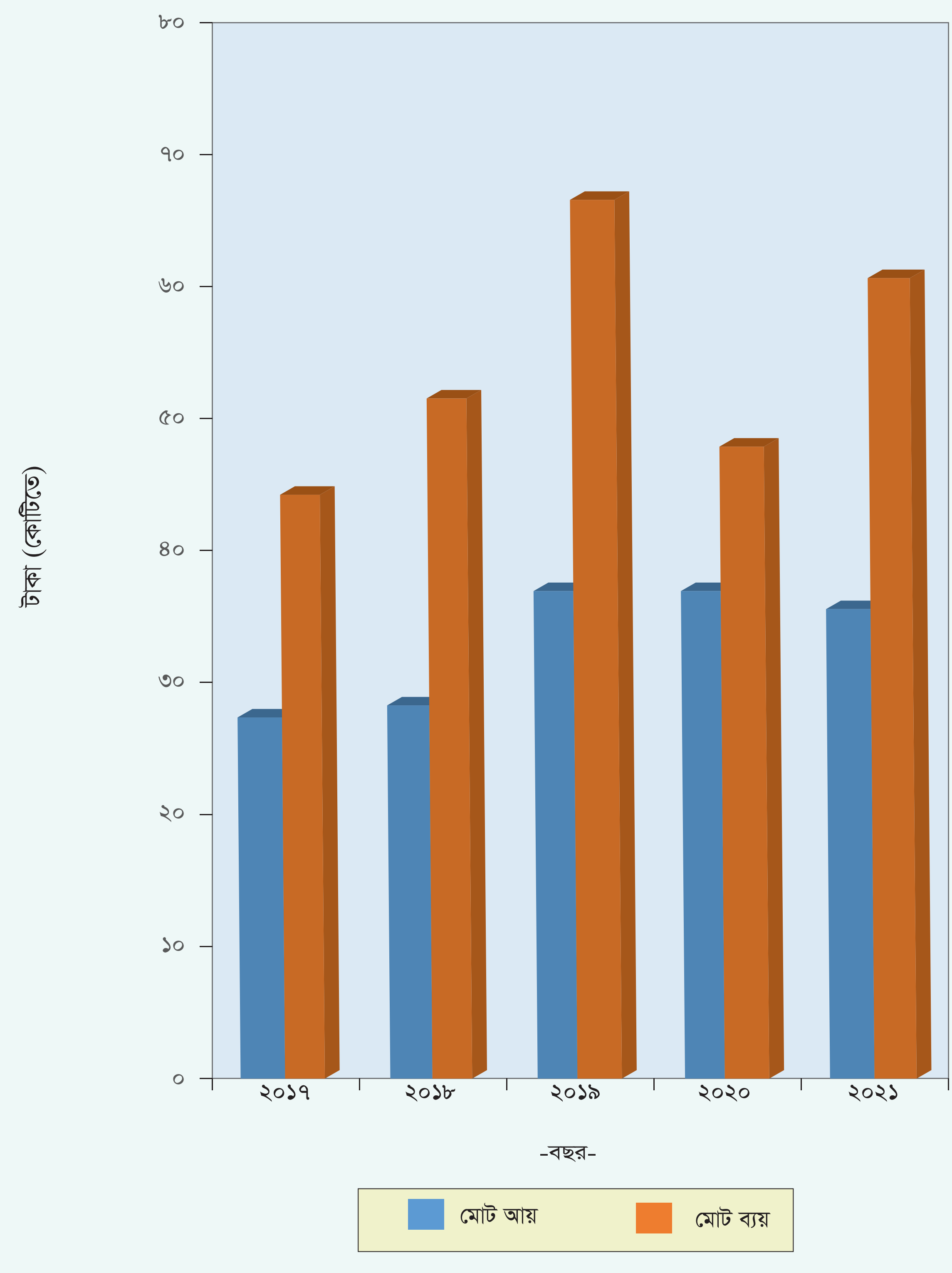

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কমিশন কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রম অধিকতর আধুনিকায়নের বিষয়ে সর্বমোট ১৪টি সেমিনার এবং ০১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেমিনার ও কর্মশালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

১০.১. ২০২১ সালে বি.সি.এস. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বর্ণনা

<table>
<tr><th>ক্রমিক নম্বর</th><th>ভেন্যু</th><th>অংশগ্রহণকারী</th><th>সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ</th><th>সময়</th><th>উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>৭১ মিলনায়তন</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ ঢাকা বিভাগের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের কেন্দ্রপ্রধানগণ</td><td>১৩.০৩.২০২১</td><td>সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ১১.০০ মিনিট পর্যন্ত</td><td>২৫০ জন</td><td rowspan="5">বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা
সভাপতি: কমিশন সচিবালয়ের সচিব
প্রধান অতিথি: কমিশনের চেয়ারম্যান
বিশেষ অতিথি: কমিশনের সদস্য জনাব মো: শাহজাহান আলী মোল্লা এবং কমিশনের সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক
সেমিনার পেপার উপস্থাপন: নূর আহ্মদ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) [যুগ্মসচিব]</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>৭১ মিলনায়তন</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট -এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশন সচিবালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।</td><td>১৩.০৩.২০২১</td><td>দুপুর ১২:০০ মিনিট থেকে ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত</td><td>২৫০ জন</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৭১ মিলনায়তন</td><td>৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট -এ দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ।</td><td>১৩.০৩.২০২১</td><td>বিকাল ৩.০০ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত</td><td>২৫০ জন</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>কমিশন সভাকক্ষ</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট -এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণ।</td><td>১৫.০৩.২০২১</td><td>দুপুর ২:৩০ মিনিট</td><td>৩০ জন</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>কমিশন সভাকক্ষ</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণ।</td><td>১৮.১১.২০২১</td><td>বিকাল ৩:৩০ মিনিট</td><td>৫০ জন</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>৭১ মিলনায়তন</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় ঢাকা কেন্দ্রের ১২টি পরীক্ষা হলের প্রধান [অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক], এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ</td><td>২১.১১.২০২১</td><td>সকাল ১০:০০ মিনিট থেকে ১১:৩০ মিনিট পর্যন্ত</td><td>১২০ জন</td><td rowspan="2">বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা
সভাপতি: কমিশন সচিবালয়ের সচিব</td></tr>
<tr><td>৭.</td><td>কমিশন সভাকক্ষ</td><td>৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক হিসেবে সহায়তা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট রোভার স্কাউট/ গার্লস গাইড।</td><td>২৫.১১.২০২১</td><td>সকাল ১১.০০ মিনিট</td><td>৫০ জন</td></tr>
</table>

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]	মন্তব্য
৮.	কমিশন সভাকক্ষ	৪১তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ে গমনকারী বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ	২৫.১১.২০২১	বিকাল ৩.৩০ মিনিট	৩০ জন	প্রধান অতিথি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: কামশনের সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক এবং সদস্য জনাব আবদুল মান্নান
৯.	৭১ মিলনায়তন	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে ঢাকা কেন্দ্রের হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হল প্রধানগণ	২৩.১০.২০২১	সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ১১.০০ মিনিট পর্যন্ত	২৫০ জন	
১০.	৭১ মিলনায়তন	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে কমিশন সচিবালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ	২৩.১০.২০২১	দুপুর ১২ .০০ মিনিট থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত	২৫০ জন	সেমিনার পেপার উপস্থাপন: নূর আহ্মদ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) [যুগ্মসচিব]
১১.	৭১ মিলনায়তন	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ	২৩.১০.২০২১	৩:০০ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত	২৫০ জন	
১২.	কমিশন সভাকক্ষ	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণ।	১৮.১০.২০২১	বেলা ২.৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪.০০ মিনিট পর্যন্ত		
১৩.	কমিশন সভাকক্ষ	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক হিসেবে সহায়তা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট রোভার স্কাউট/ গার্লস গাইড।	২৫.১০.২০২১	সকাল ১১.০০ মিনিট থেকে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত	৫০ জন	

১০.২. সেমিনারের বিষয় ঃ "গণমুখী সরকারি কর্মচারী তৈরি করতে নিয়োগ পরীক্ষার কারিকুলামে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন, জাতীয় প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের করণীয়"।

কমিশনের নিয়োগ কার্যক্রম অধিকতর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে **১২** ডিসেম্বর **২০২১** তারিখে **"**গণমুখী সরকারি কর্মচারী তৈরি করতে নিয়োগ পরীক্ষার কারিকুলামে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন, জাতীয় প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের করণীয়" শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন।

১০.৩. কর্মশালার বিষয় ঃ "পরামর্শক নিয়োগ/মনোনয়নসহ পরামর্শকের কার্যপরিধি [Terms of Reference] চূড়ান্তকরণ"

৩১ জানুয়ারি **২০২১** তারিখে প্রশ্নব্যাংক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ সফট্ওয়্যার তৈরি ও স্থাপন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য পরামর্শক নিয়োগ/মনোনয়নসহ পরামর্শকের কর্মপরিধি [Terms of Reference] চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশন সচিবালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পরামর্শকের কর্মপরিধি চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত পুনর্গঠিত কমিটির আহবায়ক এবং কমিশনের তৎকালীন সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা।

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কমিশন তার সকল কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখে চলছে। তদুপরি কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও ডিজিটালাইজড করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণ এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ পরীক্ষার ধরন, ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ পদ্ধতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

১১.১. শিক্ষা সফরে সংশ্লিষ্ট দেশের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হয়। শিক্ষা সফর শেষে সফরকারী কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলো কমিশনে উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের নিকট সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশের ইতিবাচক দিকগুলো বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষা সফরে ও প্রশিক্ষণে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। **উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে কোন প্রতিনিধিদল বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণ করেন নি।**

দ্বাদশ অধ্যায়

কমিশনের কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমানে কর্ম কমিশন তার কার্যপদ্ধতিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কমিশন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুত করে নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক সভা এবং নৈতিকতা ও সুশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এ ছাড়া, সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে বিগত বছরের চলমান কার্যাবলির পাশাপাশি সম্প্রতি কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত উত্তম চর্চাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে :

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সকল ই-মেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধাসরকারি পত্রে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কমিশন ভবনের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার, ভবনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ইত্যাদি সুচারুরূপে প্রতিপালনের জন্য কমিটি ও উপকমিটি গঠন ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম [কয়েকটি গোপনীয় নথি ব্যতীত] ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১০ জন কর্মকর্তাকে ই-নথি কার্যক্রমের ওপরে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাস্টার ট্রেইনারবৃন্দ এ সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ই-নথির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৪. 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় ০৪-০১-২০২১ হতে ১৮-০২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত এ সচিবালয়ের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির ২৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে 'গুড গভর্ন্যান্স (ই-নথি)' এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে **''গণমুখী সরকারি কর্মচারী তৈরি করতে নিয়োগ পরীক্ষার কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও গুণগত পরিবর্তন আনয়ন এবং জাতীয় প্রতিশ্রুতি ও আমাদের করণীয়''** শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

৬. শুদ্ধাচার চর্চায় কর্মচারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একজন সেরা কর্মচারী এবং বছরে একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

তাছাড়া কমিশন পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কার্যক্রম ২০২১ সালে সমাপ্ত করেছে যা কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনের সক্ষমতার পরিচায়ক। পরিশেষে, কমিশনের সকল কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সেবা আরো সহজতর হয়েছে যার সার্বিক সুফল বর্তমানে সেবাগ্রহীতারা পাচ্ছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন

২০২১ সালে ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার পরিসংখ্যান অনুসরণে কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১৩.১. ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১৩.১ (লেখচিত্র-১৩.১ [ক], লেখচিত্র-১৩.১ [খ]) এবং লেখচিত্র-১৩.১ [গ] পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৩১০২৬ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ১৩৬৭৬ (৪৪.০৮%) জন এবং মহিলা ১৭৩৫০ (৫৫.৯২%) জন অর্থাৎ মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮৬৬৬ (২৭.৯৩%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৪৩৭৯ (১৪.১১%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭১৪১ (২৩.০২%) জন, খুলনা বিভাগে ৩৪৩২ (১১.০৬%) জন, বরিশাল বিভাগে ১৩৩৭ (৪.৩১%) জন, সিলেট বিভাগে ১৪৮৫ (৪.৭৯%) জন, রংপুর বিভাগে ২৭০৭ (৮.৭২%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১৮৭৯ (৬.০৬%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, তৃতীয় অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ, চতুর্থ অবস্থানে খুলনা বিভাগ, পঞ্চম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ষষ্ঠ অবস্থানে ময়মনসিংহ বিভাগ, সপ্তম অবস্থানে সিলেট বিভাগ এবং অষ্টম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ।

লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ ৬০২২ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ৩১৩৫ (৫২.০৬%) জন এবং মহিলা ২৮৮৭ (৪৭.৯৪%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ ৬০২২ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৩৬১ (২২.৬০%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৯৫১ (১৫.৭৯%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৪৫(২২.৩৩%) জন, খুলনা বিভাগে ৭৫০(১২.৪৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩১৯ (৫.৩০%) জন, সিলেট বিভাগে ২২২ (৩.৬৯%) জন, রংপুর বিভাগে ৬১৮ (১০.২৬%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৫৬ (৭.৫৭%)। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

সুপারিশপ্রাপ্ত ৪০০০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০৩৯ জন পুরুষ এবং মহিলা ১৯৬১ জন অর্থাৎ ৫০.৯৮% পুরুষ এবং ৪৯.০২% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত ৪০০০ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম অবস্থায় রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৯০১ (২২.৫৩%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ৮৫৩ (২১.৩৩%) জন।

১৩.২. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি বিবরণ

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি তথ্য সারণি-১৩.২ (লেখচিত্র-১৩.২[ক] ও লেখচিত্র-১৩.২[খ]) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ১৩৬৭৬ (৪৪.০৮%) জন এবং মহিলা ১৭৩৫০ (৫৫.৯২%) জন অর্থাৎ মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ২.৫১%, ২৭.৫৬%, ৩৫.০৪%, ২০.৫৮% ও ১৪.৩০%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩৫.০৪% এবং ২১-২৩ বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ২.৫১%।

লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ২.২১%, ২৫.৩১%, ৩৭.৯৪%, ২২.১২% ও ১২.৪২%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭.৯৪% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২১-২৩ বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২.২১% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ২.৭০%, ২৭.৪৮%, ৩৮.৩৮%, ২০.৪৩% ও ১১.০৩% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৮.৩৮% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২১-২৩ বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২.৭০% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১৩.৩. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ সারণি ১৩.৩ (লেখচিত্র-১৩.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৭১৪ (৭৩.৭৮%) জন, ৯৮৩ (৭৫.২৭%) জন, ১৬১১ (৭৩.০৯%) জন, ২৫৪৯ (৫৩.১৯%) জন ও ২০৩৯ (৫০.৯৮%) জন এবং মহিলাপ্রার্থী যথাক্রমে ৬০৯ (২৬.২২%) জন, ৩২৩ (২৪.৭৩%) জন, ৫৯৩ (২৬.৯১%) জন, ২২৪৩ (৪৬.৮১%) জন ও ১৯৬১ (৪৯.০২%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭৫.২৭% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৯.০২% ।

১৩.৪. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ও সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ও সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১৩.৪ (লেখচিত্র-১৩.৪) বিশ্লেষণ করণে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৪১২৭০(৬৬.৮৬%) জন, ১৫৮৬৫৩ (৬৫.১৮%) জন, ২১৯৮৭৩ (৬৩.৪৭%) জন, ১৬৪০১ (৪৩.৬৫%) জন ও ১৩৬৭৬ (৪৪.০৮%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৭০০১২ (৩৩.১৪%) জন, ৮৪৭৬২ (৩৪.৮২%) জন, ১২৬৫৬৭ (৩৬.৫৩%) জন, ২১১৭৫ (৫৬.৩৫%) জন এবং ১৭৩৫০ (৫৫.৯২%)। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৬তম বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৬৬.৮৬% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৩৩.১৪% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৪৩.৬৫% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৫৬.৩৫% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৭১৪(৭৩.৭৮%) জন, ৯৯০(৭৫.৪০%) জন, ১৬১১(৭৩.০৯%) জন, ৩৬০০(৫৩.০০%) জন ও ২০৩৯ (৫০.৯৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৬০৯ (২৬.২২%) জন, ৩২৩ (২৪.৬০%) জন, ৫৯৩(২৬.৯১%) জন, ৩১৯২ (৪৭.০০%) জন ও ১৯৬১(৪৯.০২%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৭তম বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক বেশি পুরুষ প্রার্থী অর্থাৎ ৭৫.৪০% এবং তুলনামূলক কম মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ২৪.৬০% সুপারিশ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক কম পুরুষপ্রার্থী অর্থাৎ ৫০.৯৮% এবং তুলনামূলক অধিক মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ৪৯.০৩% সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১৩.৫. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ সারণি ১৩.৫ (লেখচিত্র-১৩.৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশে ব্যয়িত সময় যথাক্রমে ২ বছর ৪ মাস ১৬ দিন, ২ বছর ৩ মাস ১৩ দিন, ৩ বছর ১০ দিন, ১ বছর ২২ দিন ও ১০ মাস ০৬ দিন। উক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, তুলনামূলকভাবে প্রার্থী মনোনয়নে ৩৮তম বি.সি.এস. এ অধিক সময় অর্থাৎ ৩ বছর ১০ দিন এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ কম সময় অর্থাৎ ১০মাস ০৬দিন ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় দু'জন পরীক্ষক কর্তৃক লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যয়িত সময়ের কারণে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান বিলম্বিত হয়।

১৩.৬. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারী ও সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১৩.৬ (লেখচিত্র ১৩.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ৪৫২৩৩ (২১.৪১%) জন, ৫১৯৭৯ (২১.৩৫%) জন, ৮১১১৬ (২৩.৪১%) জন, ১৬৪১৬ (৪৩.৬৯%) জন ও ১৪৯১৪ (৪৮.০৭%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ১৬৬০৪৯ (৭৮.৫৯%) জন, ১৯১৪৩৬ (৭৮.৬৫%) জন, ২৬৫৩২৪ (৭৬.৫৯%) জন, ২১১৬০ (৫৬.৩১%) জন ও ১৬১১২ (৫১.৯৩%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৮.০৭% এবং ৩৭তম বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ২১.৩৫% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে ৩৭তম বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৭৮.৬৫% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫১.৯৩% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ৩২৬ (১৪.০৩%) জন, ২০২ (১৫.৩৮%) জন, ৩৫২ (১৫.৯৭%) জন, ২৯৮০ (৪৩.৮৮%) জন ও ১৮২৬ (৪৫.৬৫%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ১৯৯৭ (৮৫.৯৭%) জন, ১১১১ (৮৪.৬২%) জন, ১৮৫২ (৮৪.০৩%) জন, ৩৮১২ (৫৬.১২%) জন ও ২১৭৪(৫৪.৩৫%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৫.৬৫% এবং ৩৬তম বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ১৪.০৩% সুপারিশ পেয়েছেন। অন্যদিকে, ৩৬তম বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৮৫.৯৭% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫৪.৩৫% সুপারিশ পেয়েছেন।

১৩.৭. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণী সারণি-১৩.৭ (লেখচিত্র-১৩.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষপ্রার্থী রয়েছে, ৩৬তম বি.সি.এস. এ ১৭১৪ (৭৩.৭৮%) জন, ৩৭তম বি.সি.এস. এ ৯৯০(৭৫.৪০%) জন, ৩৮তম বি.সি.এস. এ ১৬১১ (৭৩.০৯%) জন, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩৬০০ (৫৩.০০%) জন ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ২০৩৯ (৫০.৯৮%) জন। উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭তম বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭৫.৪০% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৫০.৯৮%।

আবার সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী রয়েছে ৩৬তম বি.সি.এস. এ ৬০৯ (২৬.২২%) জন, ৩৭তম বি.সি.এস. এ ৩২৩ (২৪.৬০%) জন, ৩৮তম বি.সি.এস. এ ৫৯৩ (২৬.৯১%) জন, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩১৯২ (৪৭.০০%) জন ও ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ১৯৬১ (৪৯.০২%) জন। উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৯.০২% এবং ৩৭তম বি.সি.এস. এ কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৪.৬০%।

সারণি-১৩.১
৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান
(লেখচিত্র-১৩.১ [ক], ১৩.১ [খ] ও ১৩.১ [গ] দ্রষ্টব্য)

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
ঢাকা	৩৫৩৪ ১১.৩৯	৫১৩২ ১৬.৫৪	৮৬৬৬ ২৭.৯৩	৬৭৬ ১১.২৩	৬৮৫ ১১.৩৭	১৩৬১ ২২.৬০	৪৩১ ১০.৭৮	৪৭০ ১১.৭৫	৯০১ ২২.৫৩
রাজশাহী	১৮৪৩ ৫.৯৪	২৫৩৬ ৮.১৭	৪৩৭৯ ১৪.১১	৪৫৭ ৭.৫৯	৪৯৪ ৮.২০	৯৫১ ১৫.৭৯	৩০০ ৭.৫০	৩৩৯ ৮.৪৮	৬৩৯ ১৫.৯৮
চট্টগ্রাম	৩৩৬১ ১০.৮৩	৩৭৮০ ১২.১৮	৭১৪১ ২৩.০২	৭৪৩ ১২.৩৪	৬০২ ১০.০০	১৩৪৫ ২২.৩৩	৪৬০ ১১.৫০	৩৯৩ ৯.৮৩	৮৫৩ ২১.৩৩
খুলনা	১৫৮৪ ৫.১১	১৮৪৮ ৫.৯৬	৩৪৩২ ১১.০৬	৪০২ ৬.৬৮	৩৪৮ ৫.৭৮	৭৫০ ১২.৪৫	২৭৬ ৬.৯০	২৪৫ ৬.১৩	৫২১ ১৩.০৩
বরিশাল	৫৯৬ ১.৯২	৭৪১ ২.৩৯	১৩৩৭ ৪.৩১	১৭৮ ২.৯৬	১৪১ ২.৩৪	৩১৯ ৫.৩০	১২৭ ৩.১৮	৯২ ২.৩০	২১৯ ৫.৪৮
সিলেট	৭৬১ ২.৪৫	৭২৪ ২.৩৩	১৪৮৫ ৪.৭৯	১৩২ ২.১৯	৯০ ১.৪৯	২২২ ৩.৬৯	৬৯ ১.৭৩	৬০ ১.৫০	১২৯ ৩.২৩
রংপুর	১১৯৪ ৩.৮৫	১৫১৩ ৪.৮৮	২৭০৭ ৮.৭২	৩৩২ ৫.৫১	২৮৬ ৪.৭৫	৬১৮ ১০.২৬	২২৯ ৫.৭৩	২০৩ ৫.০৮	৪৩২ ১০.৮০
ময়মনসিংহ	৮০৩ ২.৫৯	১০৭৬ ৩.৪৭	১৮৭৯ ৬.০৬	২১৫ ৩.৫৭	২৪১ ৪.০০	৪৫৬ ৭.৫৭	১৪৭ ৩.৬৮	১৫৯ ৩.৯৮	৩০৬ ৭.৬৫
সর্বমোট	১৩৬৭৬ ৪৪.০৮	১৭৩৫০ ৫৫.৯২	৩১০২৬ ১০০	৩১৩৫ ৫২.০৬	২৮৮৭ ৪৭.৯৪	৬০২২ ১০০	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

লেখচিত্র-১৩.১ [ক] ঃ ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

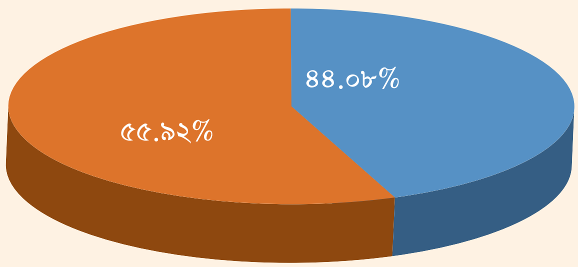

যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা (শতকরা হার)

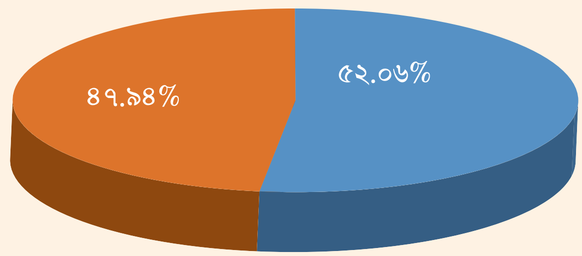

লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরনের) উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

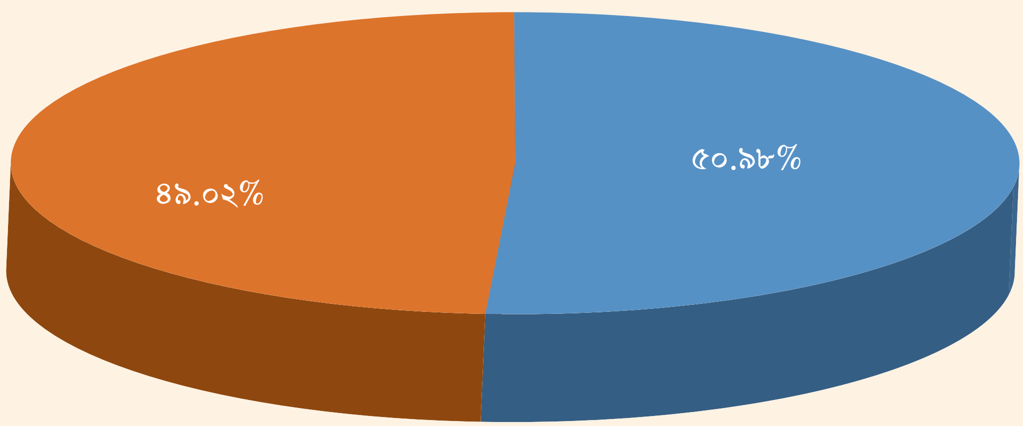

সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

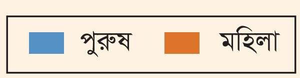

লেখচিত্র-১৩.১ [খ] ঃ ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

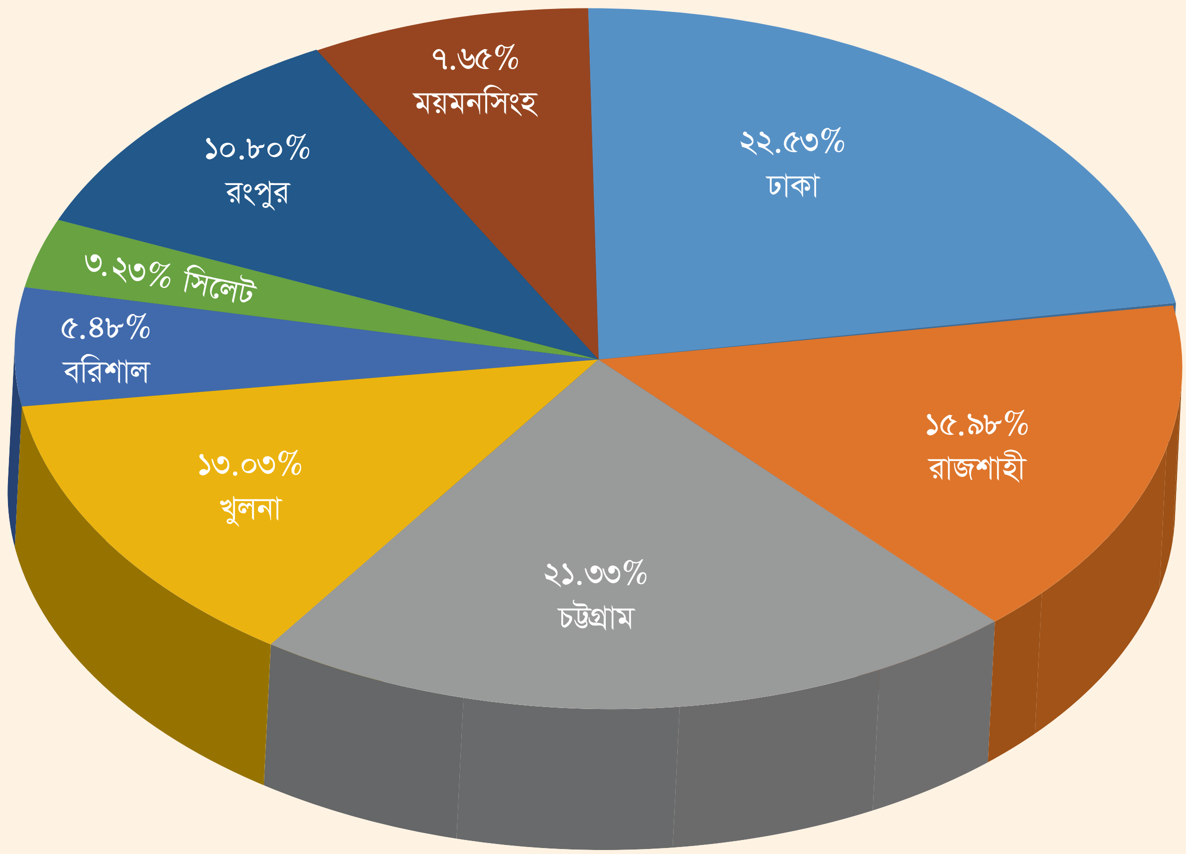

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

লেখচিত্র-১৩.১ [গ] ঃ ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

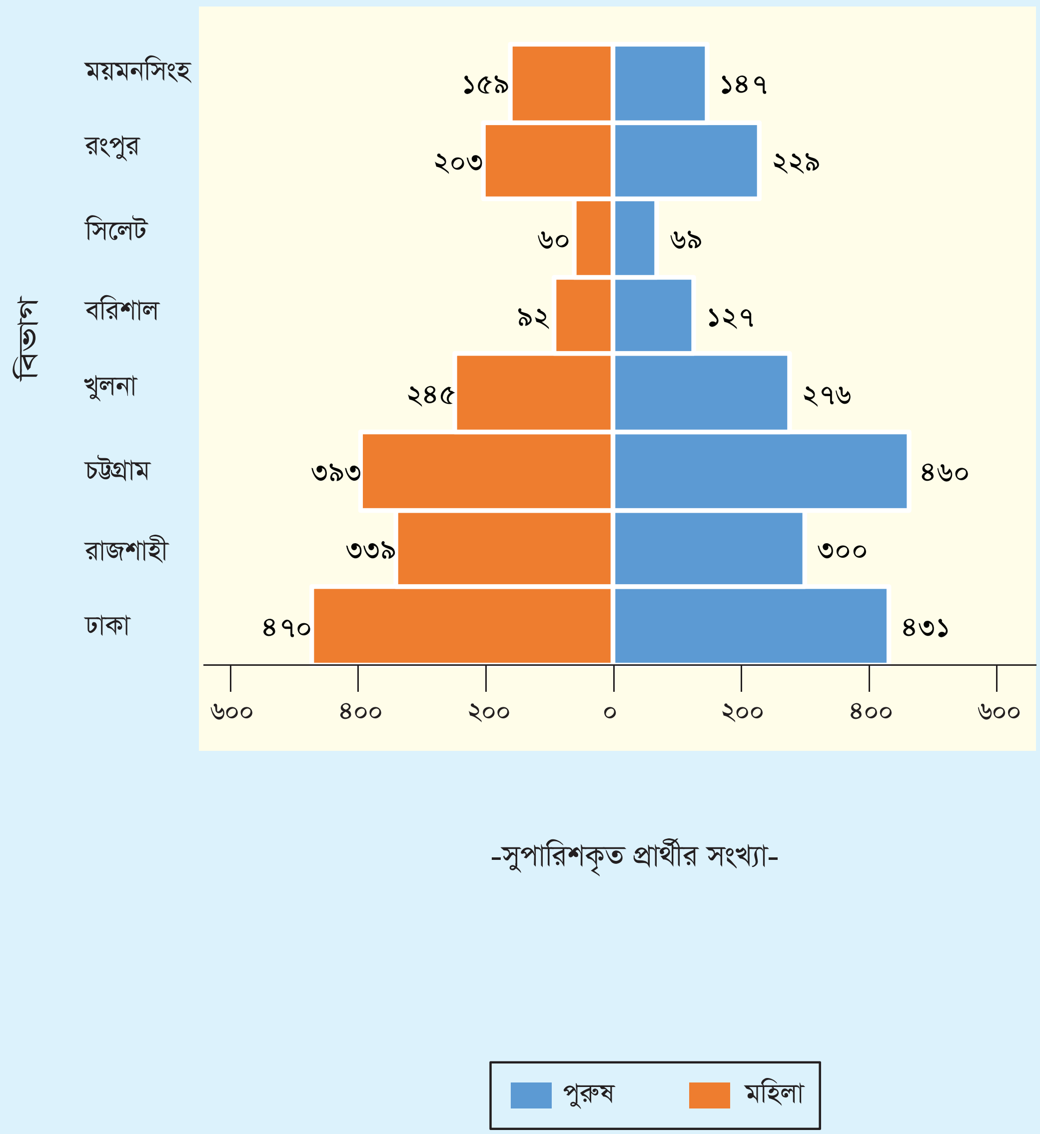

সারণি-১৩.২
৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.২ [ক] ও [খ] দ্রষ্টব্য)

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় (MCQ ধরণের) উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২১—২৩	৩২৯ ১.০৬	৪৫০ ১.৪৫	৭৭৯ ২.৫১	৬৭ ১.১১	৬৬ ১.১০	১৩৩ ২.২১	৫৬ ১.৪০	৫২ ১.৩০	১০৮ ২.৭০
২৩—২৫	৩৪৫৫ ১১.১৪	৫০৯৭ ১৬.৪৩	৮৫৫২ ২৭.৫৬	৭৭২ ১২.৮২	৭৫২ ১২.৪৯	১৫২৪ ২৫.৩১	৫৫০ ১৩.৭৫	৫৪৯ ১৩.৭৩	১০৯৯ ২৭.৪৮
২৫—২৭	৪৭৬৮ ১৫.৩৭	৬১০৫ ১৯.৬৮	১০৮৭৩ ৩৫.০৪	১১৮৬ ১৯.৬৯	১০৯৯ ১৮.২৫	২২৮৫ ৩৭.৯৪	৭৭২ ১৯.৩০	৭৬৩ ১৯.০৮	১৫৩৫ ৩৮.৩৮
২৭—২৯	৩০২৫ ৯.৭৫	৩৩৬০ ১০.৮৩	৬৩৮৫ ২০.৫৮	৭২২ ১১.৯৯	৬১০ ১০.১৩	১৩৩২ ২২.১২	৪৪৪ ১১.১০	৩৭৩ ৯.৩৩	৮১৭ ২০.৪৩
২৯-এর ঊর্ধ্বে	২০৯৯ ৬.৭৭	২৩৩৮ ৭.৫৪	৪৪৩৭ ১৪.৩০	৩৮৮ ৬.৪৪	৩৬০ ৫.৯৮	৭৪৮ ১২.৪২	২১৭ ৫.৪৩	২২৪ ৫.৬০	৪৪১ ১১.০৩
সর্বমোট	১৩৬৭৬ ৪৪.০৮	১৭৩৫০ ৫৫.৯২	৩১০২৬ ১০০	৩১৩৫ ৫২.০৬	২৮৮৭ ৪৭.৯৪	৬০২২ ১০০	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

লেখচিত্র-১৩.২ [ক] ঃ ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি সংখ্যা

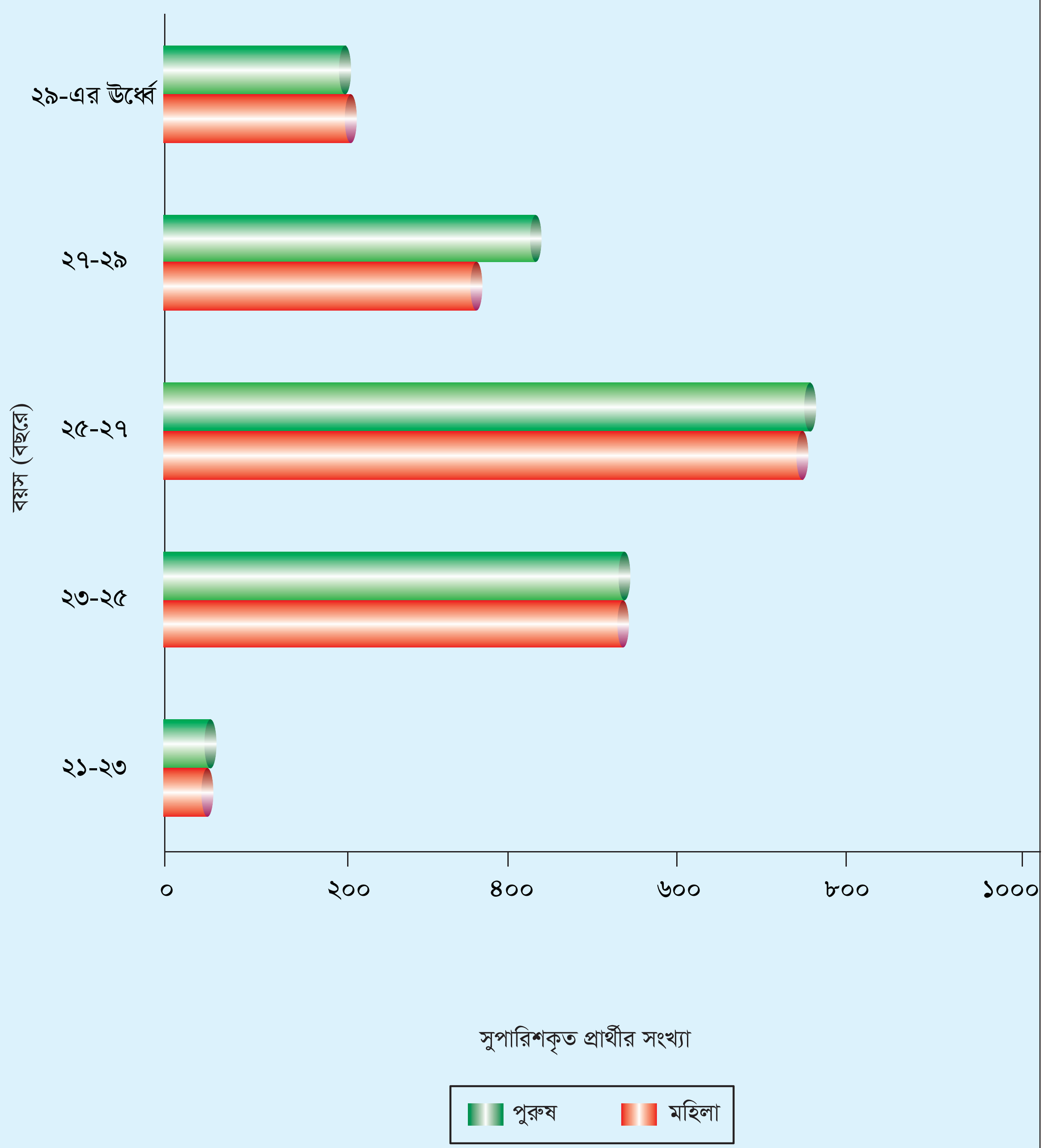

১৩.২খ

লেখচিত্র-১৩.২ [খ] : ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র

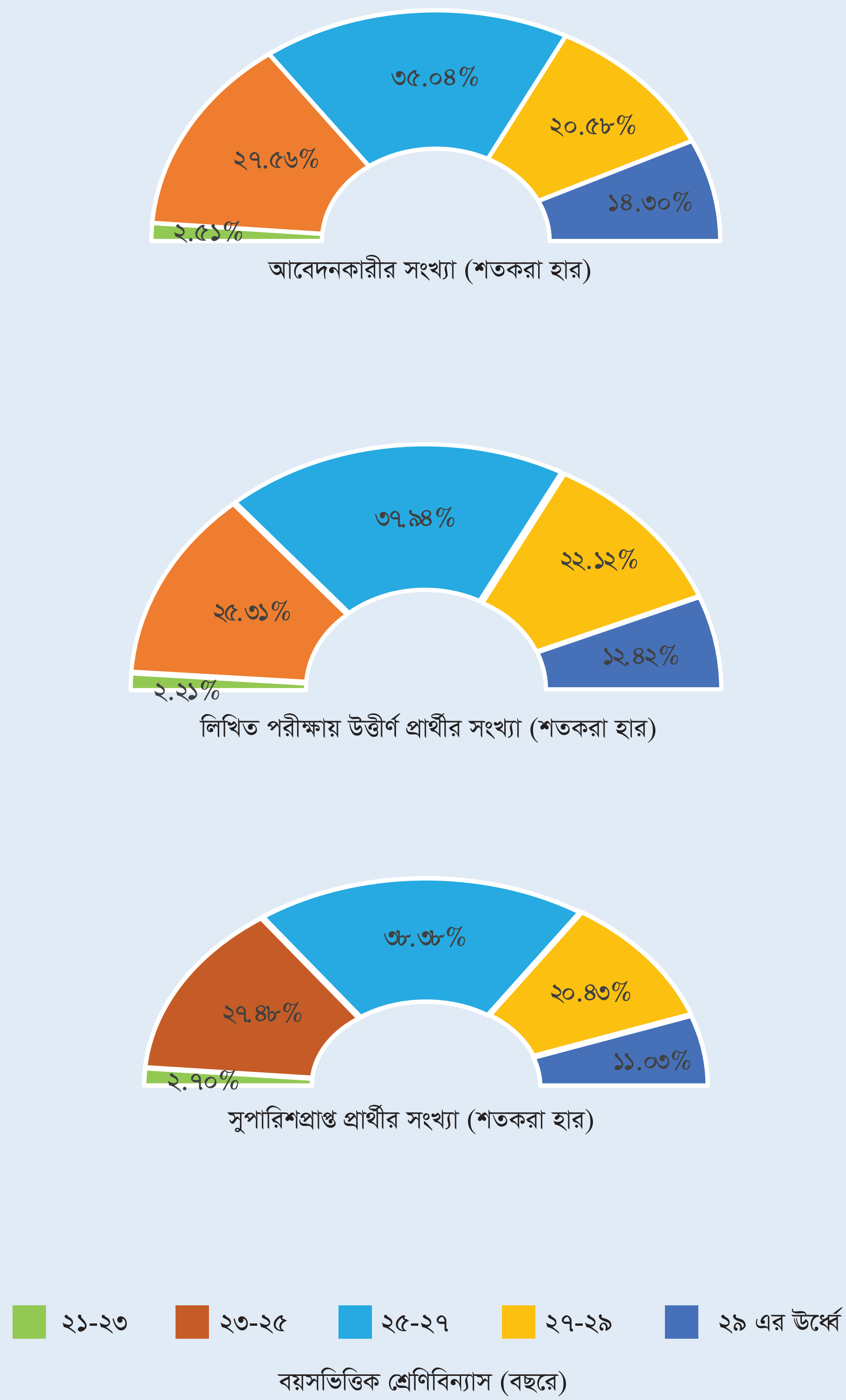

সারণি-১৩.৩

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৩ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
৩৬তম	৩৬৮ ১৫.৮৪	১৫৬ ৬.৭২	২২১ ৯.৫১	৭২ ৩.১০	২৮৭ ১২.৩৫	৯২ ৩.৯৬	২৭৬ ১১.৮৮	৮০ ৩.৪৪	১৩৩ ৫.৭৩	৫৭ ২.৪৫	৪৯ ২.১১	১৯ ০.৮২	২০৬ ৮.৮৭	৭০ ৩.০১	১৭৪ ৭.৪৯	৬৩ ২.৭১	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০
৩৭তম	২১৩ ১৬.৩১	৭৮ ৫.৯৭	১২৯ ৯.৮৮	৫৩ ৪.০৬	২০১ ১৫.৩৯	৫৪ ৪.১৩	১৩৭ ১০.৪৯	৩৯ ২.৯৯	৭৮ ৫.৯৭	২০ ১.৫৩	৩৩ ২.৫৩	১১ ০.৮৪	১০৬ ৮.১২	৩৯ ২.৯৯	৮৬ ৬.৫৮	২৯ ২.২২	৯৮৩ ৭৫.২৭	৩২৩ ২৪.৭৩	১৩০৬ ১০০
৩৮ তম	৩৪২ ১৫.৫২	১৫৬ ৭.০৮	২১৩ ৯.৬৬	৮৬ ৩.৯০	৩১৪ ১৪.২৫	১১০ ৪.৯৯	২৪৩ ১১.০২	৬৫ ২.৯৫	৯১ ৪.১৩	৩৩ ১.৫০	৩৮ ১.৭২	১২ ০.৫৫	২০১ ৯.১২	৬৯ ৩.১৩	১৬৯ ৭.৬৭	৬২ ২.৮১	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯ তম (বিশেষ)	৫৭০ ১১.৮৯	৫৮৪ ১২.১৯	৩৭১ ৭.৭৪	২৯৮ ৬.২২	৬১৯ ১২.৯২	৫৪৫ ১১.৩৭	৩৩৩ ৬.৯৫	২৮১ ৫.৮৬	১৩৩ ২.৭৭	৯৪ ১.৯৭	৯৮ ২.০৫	৮২ ১.৭১	২৬৬ ৫.৫৫	১৯৯ ৪.১৫	১৫৯ ৩.৩২	১৬০ ৩.৩৪	২৫৪৯ ৫৩.১৯	২২৪৩ ৪৬.৮১	৪৭৯২ ১০০
৪২ তম (বিশেষ)	৪৩১ ১০.৭৮	৪৭০ ১১.৭৫	৩০০ ৭.৫০	৩৩৯ ৮.৪৮	৪৬০ ১১.৫০	৩৯৩ ৯.৮৩	২৭৬ ৬.৯০	২৪৫ ৬.১৩	১২৭ ৩.১৮	৯২ ২.৩০	৬৯ ১.৭৩	৬০ ১.৫০	২২৯ ৫.৭৩	২০৩ ৫.০৮	১৪৭ ৩.৬৮	১৫৯ ৩.৯৮	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

১৩.৩

লেখচিত্র-১৩.৩ ঃ বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র

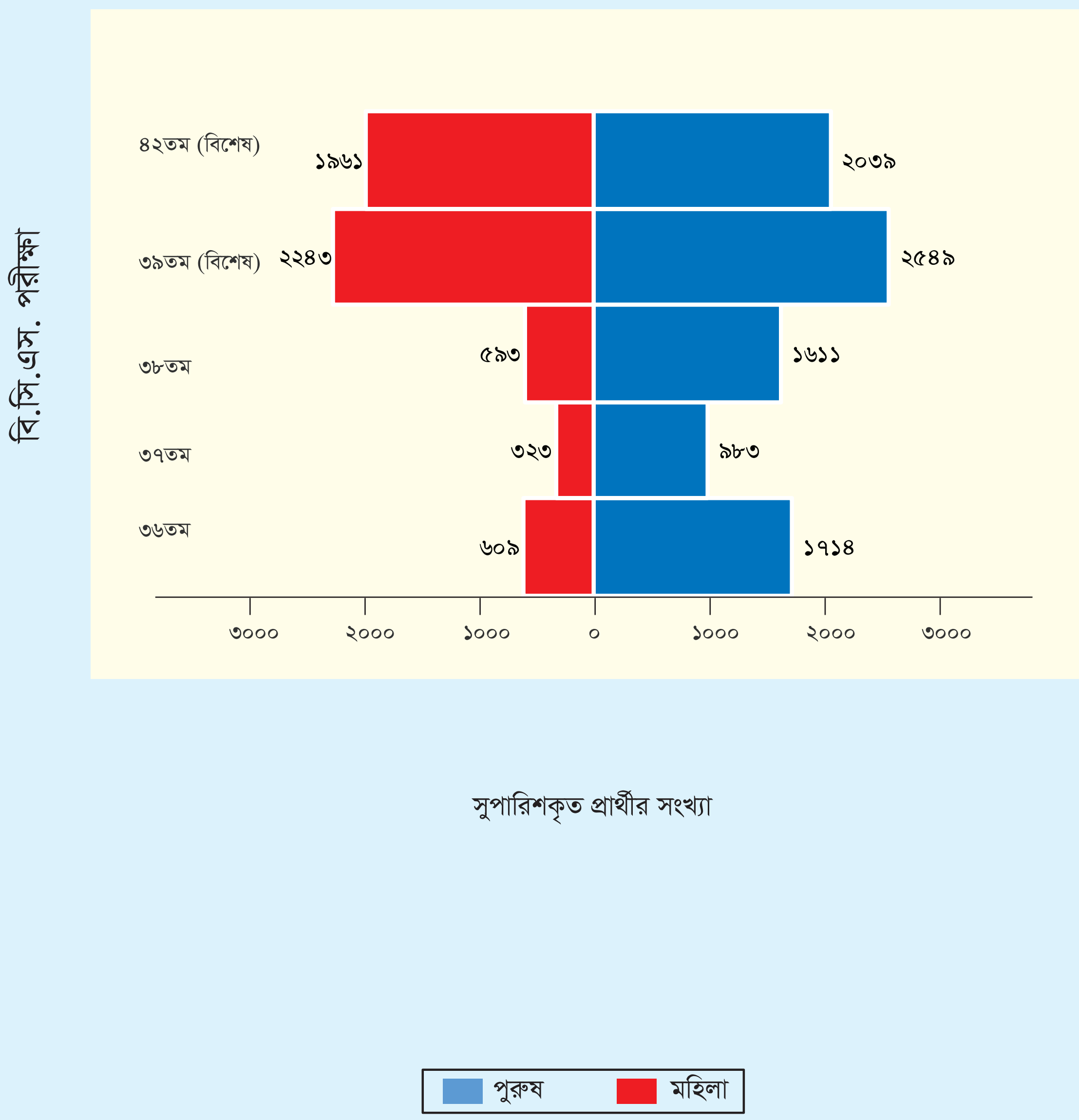

সারণি-১৩.৪

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলাভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৪ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৬তম	১৪১২৭০ ৬৬.৮৬	৭০০১২ ৩৩.১৪	২১১২৮২ ১০০	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০
৩৭তম	১৫৮৬৫৩ ৬৫.১৮	৮৪৭৬২ ৩৪.৮২	২৪৩৪১৫ ১০০	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০
৩৮তম	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	১৬৪০১ ৪৩.৬৫	২১১৭৫ ৫৬.৩৫	৩৭৫৭৬ ১০০	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪২তম (বিশেষ)	১৩৬৭৬ ৪৪.০৮	১৭৩৫০ ৫৫.৯২	৩১০২৬ ১০০	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

১৩.৪

লেখচিত্র-১৩.৪ ঃ ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী ও সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র (শতকরা হার)

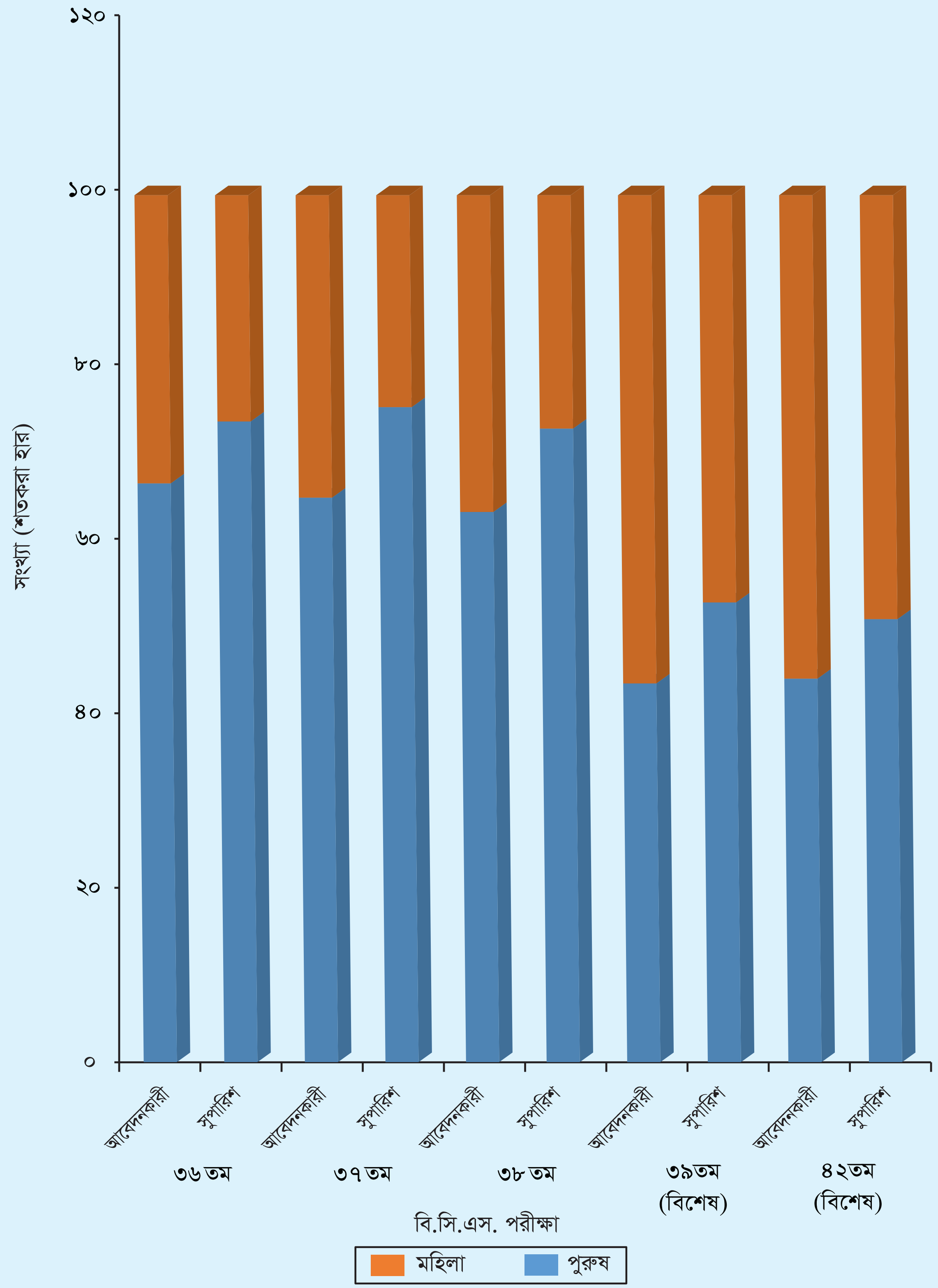

সারণি-১৩.৫

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্যপদ ও প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৫ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনকারীর সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশের তারিখ	ব্যয়িত সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৬তম	২৭৫০	৩১.০৫.১৫	২১১২৮২	২৩২৩	১৭.১০.১৭	২ বছর ৪ মাস ১৬ দিন
৩৭তম	১৩৪২	২৯.০২.১৬	২৪৩৪১৫	১৩১৩	১২.০৬.১৮	২ বছর ৩ মাস ১৩ দিন
৩৮তম	২৪০০	২০.০৬.১৭	৩৪৬৪৪০	২২০৪	৩০.০৬.২০২০	৩ বছর ১০ দিন
৩৯তম (বিশেষ)	৪৭৯২+২০০০ =৬৭৯২	০৮.০৪.১৮	৩৭৫৭৬	৪৭৯২+২০০০ =৬৭৯২	৩০.০৪.২০১৯ (১ম দফা) ৩০.০৪.২০২০ (২য় দফা)	১ বছর ২২ দিন
৪২তম (বিশেষ)	৪০০০	৩০.১১.২০২০	৩১০২৬	৪০০০	০৬.১০.২০২১	১০ মাস ৬ দিন

১.৩৫

লেখচিত্র-১৩.৫ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময় (মাস)

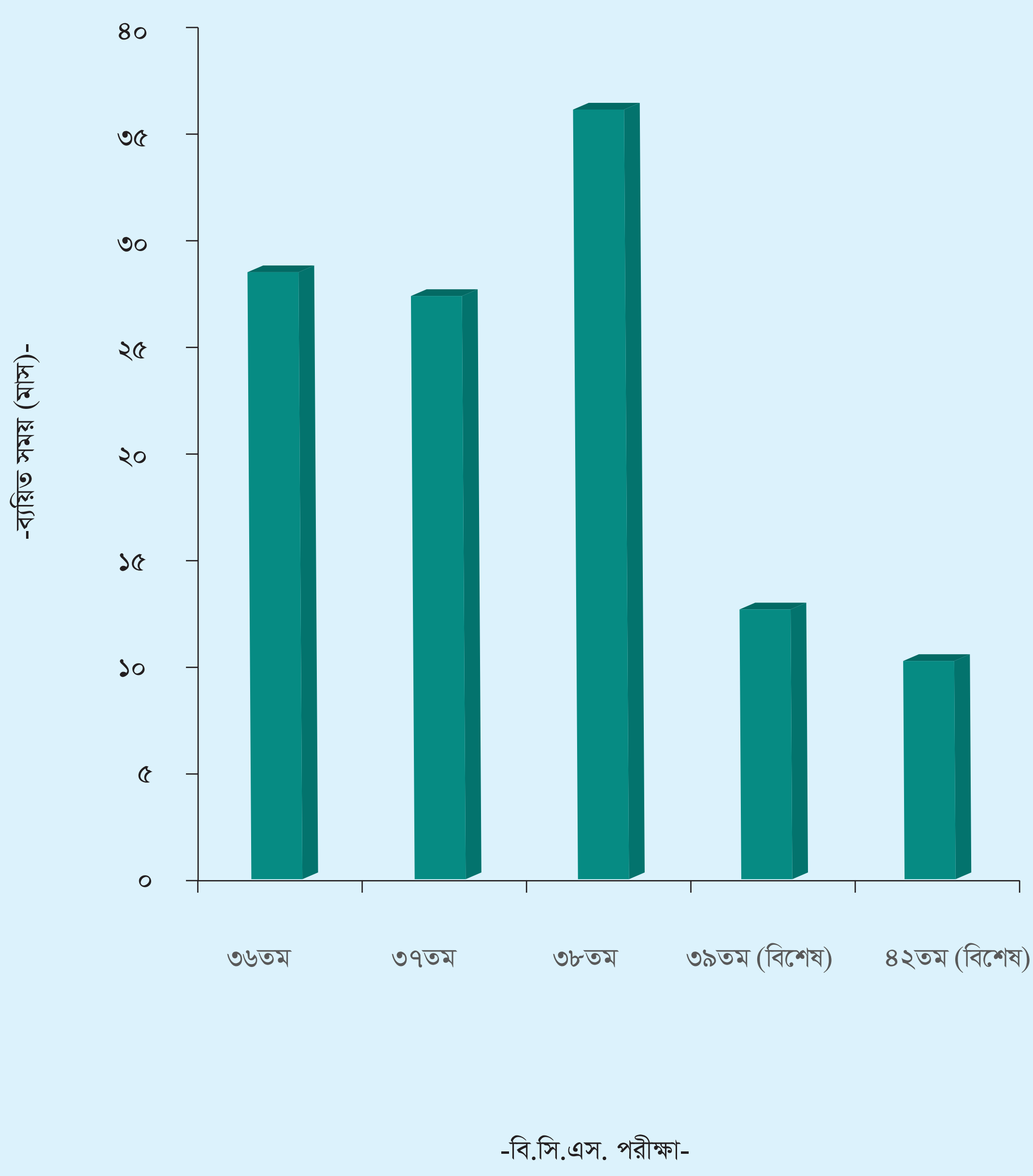

সারণি-১৩.৬

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৬ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বৈবাহিক অবস্থা	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩৬তম	বিবাহিত	১৯১১৯ ৯.০৫	২৬১১৪ ১২.৩৬	৪৫২৩৩ ২১.৪১	১৫৩ ৬.৫৯	১৭৩ ৭.৪৫	৩২৬ ১৪.০৩
	অবিবাহিত	১২২১৫৪ ৫৭.৮২	৪৩৮৯৫ ২০.৭৮	১৬৬০৪৯ ৭৮.৫৯	১৫৬১ ৬৭.২০	৪৩৬ ১৮.৭৭	১৯৯৭ ৮৫.৯৭
	সর্বমোট	১৪১২৭৩ ৬৬.৮৭	৭০০০৯ ৩৩.১৩	২১১২৮২ ১০০	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০
৩৭তম	বিবাহিত	২০৯৯২ ৮.৬২	৩০৯৮৭ ১২.৭৩	৫১৯৭৯ ২১.৩৫	১০৬ ৮.০৭	৯৬ ৭.৩১	২০২ ১৫.৩৮
	অবিবাহিত	১৩৭৬৬৫ ৫৬.৫৬	৫৩৭৭১ ২২.০৯	১৯১৪৩৬ ৭৮.৬৫	৮৮৪ ৬৭.৩৩	২২৭ ১৭.২৯	১১১১ ৮৪.৬২
	সর্বমোট	১৫৮৬৫৭ ৬৫.১৮	৮৪৭৫৮ ৩৪.৮২	২৪৩৪১৫ ১০০	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০
৩৮তম	বিবাহিত	৩২১১৪ ৯.২৭	৪৯০০২ ১৪.১৪	৮১১১৬ ২৩.৪১	১৬১ ৭.৩০	১৯১ ৮.৬৭	৩৫২ ১৫.৯৭
	অবিবাহিত	১৮৭৭৫৯ ৫৪.২০	৭৭৫৬৫ ২২.৩৯	২৬৫৩২৪ ৭৬.৫৯	১৪৫০ ৬৫.৭৯	৪০২ ১৮.২৪	১৮৫২ ৮৪.০৩
	সর্বমোট	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	বিবাহিত	৫৪৩৩ ১৪.৪৬	১০৯৮৩ ২৯.২৩	১৬৪১৬ ৪৩.৬৯	১২৪৩ ১৮.৩০	১৭৩৭ ২৫.৫৭	২৯৮০ ৪৩.৮৮
	অবিবাহিত	১০৯৬৮ ২৯.১৯	১০১৯২ ২৭.১২	২১১৬০ ৫৬.৩১	২৩৫৭ ৩৪.৭০	১৪৫৫ ২১.৪২	৩৮১২ ৫৬.১২
	সর্বমোট	১৬৪০১ ৪৩.৬৫	২১১৭৫ ৫৬.৩৫	৩৭৫৭৬ ১০০	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪২তম (বিশেষ)	বিবাহিত	৫২৮৩ ১৭.০৩	৯৬৩১ ৩১.০৪	১৪৯১৪ ৪৮.০৭	৭৫১ ১৮.৭৮	১০৭৫ ২৬.৮৮	১৮২৬ ৪৫.৬৫
	অবিবাহিত	৮৩৯৩ ২৭.০৫	৭৭১৯ ২৪.৮৮	১৬১১২ ৫১.৯৩	১২৮৮ ৩২.২০	৮৮৬ ২২.১৫	২১৭৪ ৫৪.৩৫
	সর্বমোট	১৩৬৭৬ ৪৪.০৮	১৭৩৫০ ৫৫.৯২	৩১০২৬ ১০০	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৬ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা (শতকরা হার)

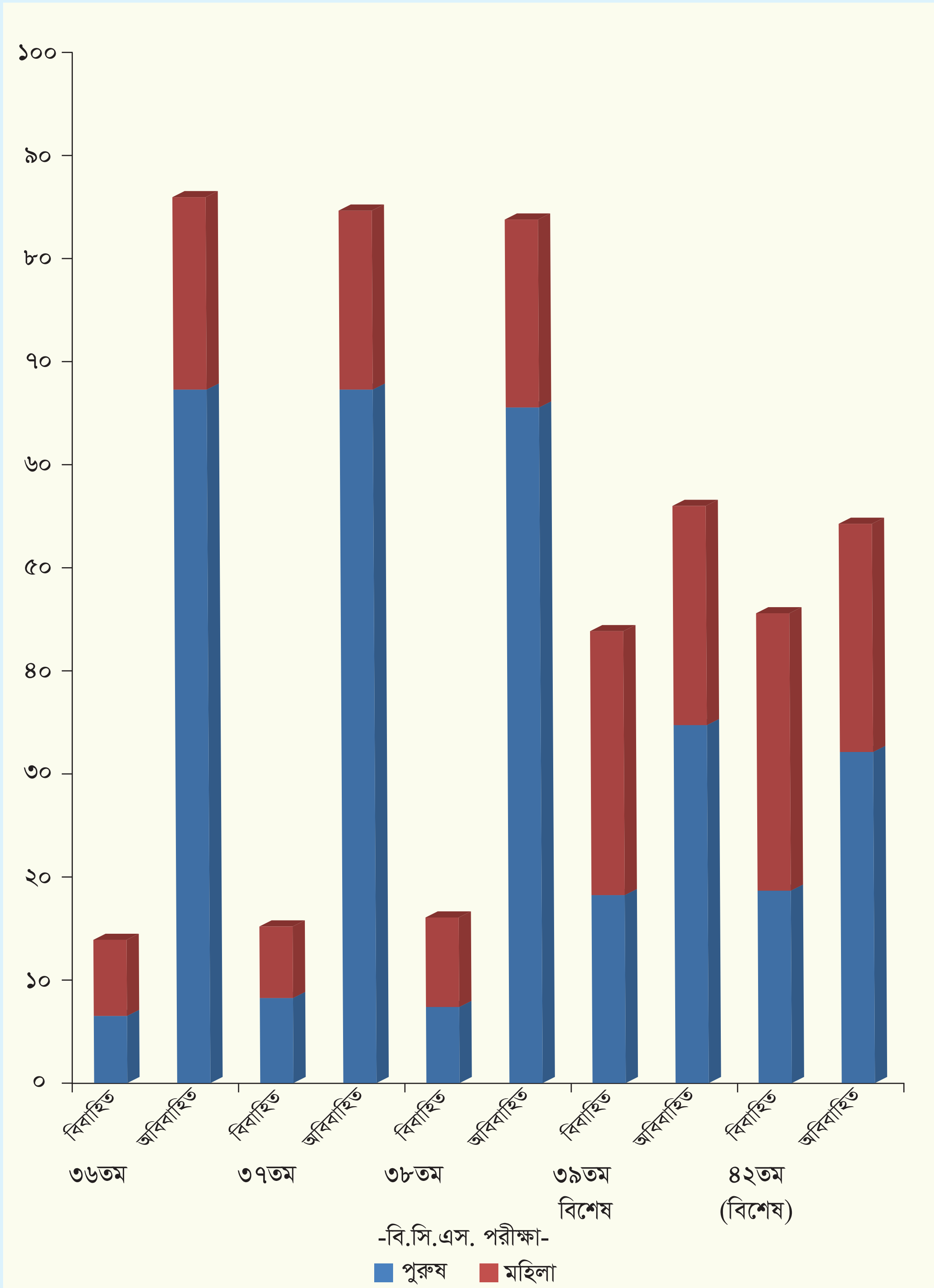

সারণি -১৩.৭

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৭ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৬তম	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০
৩৭তম	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০
৩৮তম	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪২তম (বিশেষ)	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০

১৩.৭

লেখচিত্র-১৩.৭ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলাভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

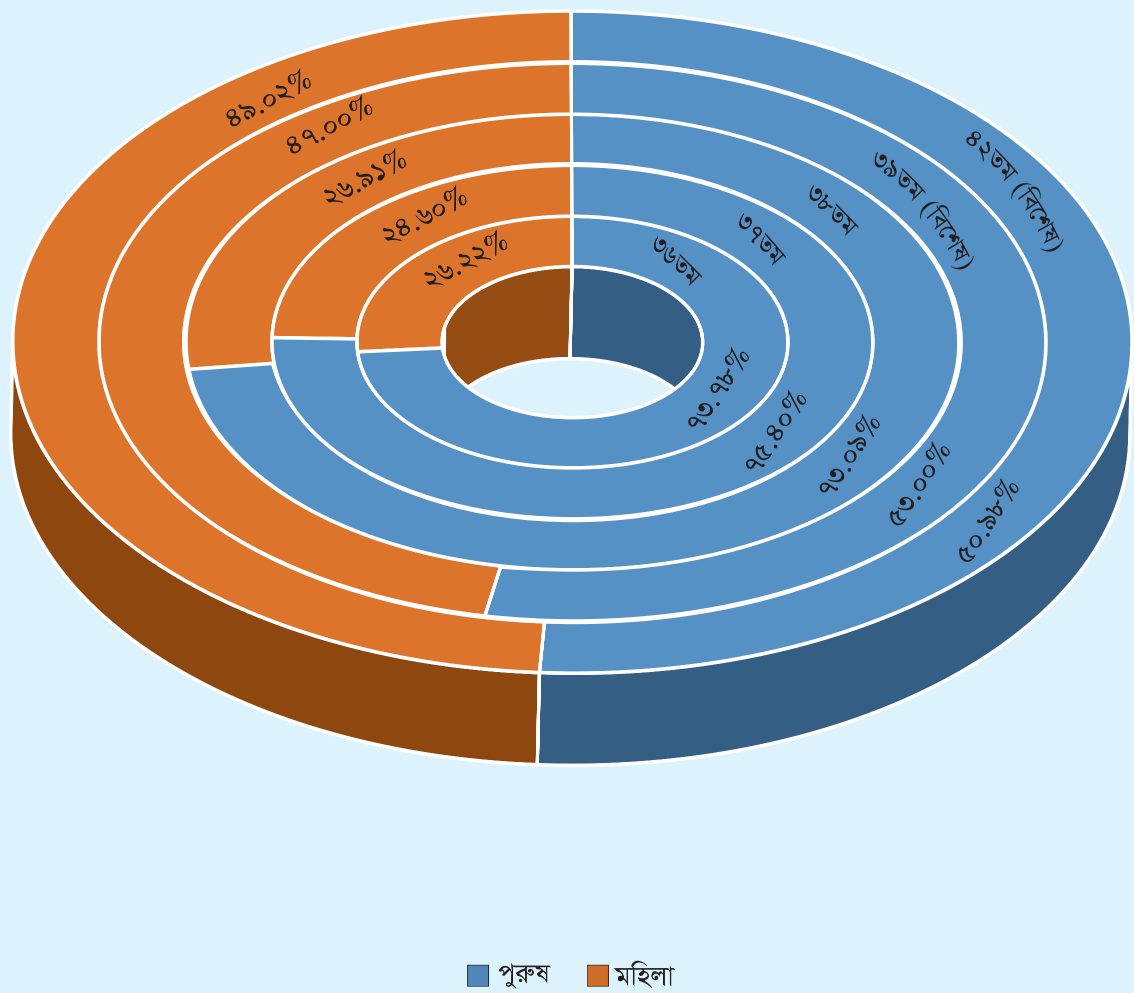

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দিবসওয়ারি সম্পাদিত কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৩.০১.২০২১	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের 'রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির 'ডাটা এনালিস্ট' পদের অ্যাপটিচিউড টেস্টের ফলাফল প্রকাশ।
০৪.০১.২০২১	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। উল্লেখ্য, কোন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয় নি।
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'শ্রম পরিদর্শক [সেফটি]' পদের প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশ।
০৫.০১.২০২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর সময়সূচি প্রকাশ।
০৬.০১.২০২১	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন প্রধান বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার কার্যালয়ের 'নিরাপত্তা কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০৭.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৯.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১০.০১.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের 'অধ্যাপক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৭টি বোর্ডে অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন কোস্ট গার্ড অধিদপ্তরের 'আইন কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী ও প্রোগ্রামার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১১.০১.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের 'অধ্যাপক' পদে মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	সাধারণ পুলের আওতায় নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক শিল্প নির্দেশক/দৃশ্যপটকার [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' পদের লিখিত পরীক্ষা ফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক (ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন)' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১২.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযোজনের লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব এর একক ও দলীয় ছবি ধারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং]', 'সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং]' এবং 'সহকারী অধ্যাপক [নন-টেক (পদার্থ/রসায়ন/গণিত)]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.০১.২০২১	কমিশনের ২০২১ সালের প্রথম বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষা ও ৪২তম বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা-২০২১ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৪.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন তোষাখানা ইউনিটের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল ইউনিটের 'এস্টিমেটর (পুর)' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল ইউনিটের 'এস্টিমেটর (তড়িৎ)' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট, ২০২০ এর সময়সূচি প্রকাশ।
১৭.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার ও নেটওয়ার্ক]' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'প্রভাষক [সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং]', প্রভাষক [নন-টেক (পদার্থ, গণিত, রসায়ন)]' ও 'ওয়ার্কশপ মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার' পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৮.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১৯.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'জুনিয়র ইন্স্ট্রাক্টর [কারিগরি]' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'ফিজিক্যাল ইন্স্ট্রাক্টর' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের 'ফোরম্যান' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো এর 'ডকুমেন্টেশন অফিসার' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী স্থপতি' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২০.০১.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৫টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২১.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২২.০১.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৩.০১.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৪.০১.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৫.০১.২০২১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন কোস্টগার্ড অধিদপ্তরের 'আইন কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর ২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
২৬.০১.২০২১	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের 'রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং]','সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং]' এবং 'সহকারী অধ্যাপক [নন-টেক (পদার্থ/রসায়ন/গণিত)]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অধীন নৌবাণিজ্য দপ্তরের 'প্রিন্সিপাল অফিসার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির 'উর্ধ্বতন নৌ প্রশিক্ষক' ও 'নৌ প্রশিক্ষক' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৭.০১.২০২১	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ‘প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৪০তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার আবেদনপত্র দাখিলের সময় বৃদ্ধিসহ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ০৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [টেক/সার্ভে]’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ‘প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ‘রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
২৮.০১.২০২১	কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা ও নবনিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য জাহিদুর রশিদ এর শপথ অনুষ্ঠিত।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
২৯.০১.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
৩০.০১.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	‘বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যাডার ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ সফট্ওয়ার তৈরি ও স্থাপন সংক্রান্ত পরামর্শকের কর্মপরিধি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
৩১.০১.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

ফেব্রুয়ারি ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০২.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০২.০২.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪০তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
০৩.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির 'ডাটা এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
০৪.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কোস্ট গার্ড অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পূর্ত]' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' ও 'প্রভাষক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
০৫.০২.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৬.০২.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৭.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'প্রভাষক [সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং]' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা জুন-২০২০ এর ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৮.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার ও নেটওয়ার্ক]' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অধীন নৌবাণিজ্য দপ্তরের 'প্রিন্সিপাল অফিসার' পদের মৌখিক পরীক্ষা আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় স্থগিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০৯.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
১০.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের 'রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১১.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির 'ঊর্ধ্বতন নৌপ্রশিক্ষক' ও 'নৌপ্রশিক্ষক' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [টেক/সার্ভে]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের 'ঊর্ধ্বতন মাড প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১২.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.০২.২০১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
১৪.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রভাষক [নন-টেক (পদার্থ, গণিত, রসায়ন)] পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' পদের মৌখিক ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১৫.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির 'ডাটা এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [ফ্যাশন ও ডিজাইন]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদে ৬৫ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১৬.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট ২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৪০তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার' পদে ২১জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৬.০২.২০২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৭.০২.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]' পদে ০২ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ডিসেম্বর-২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
১৮.০২.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কেন্দ্র প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ।
	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে ০৩ জন; 'প্রোগ্রামার' পদে ০৪ জন এবং 'রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন প্রধান বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার কার্যালয়ের 'নিরাপত্তা কর্মকর্তা' পদে ০৩ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
২১.০২.২০২১	মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও অন্যান্যদের নিয়ে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।
২২.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক কার্যক্রমের উদ্বোধন।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৩.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'ওয়ার্কশপ মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের 'উর্ধ্বতন মাড প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও সম্প্রচার ন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির 'উর্ধ্বতন নৌপ্রশিক্ষক' পদে ০১ জন ও 'নৌপ্রশিক্ষক' পদ ০৩ জন কে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর 'আইন কর্মকর্তা' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন গ্রেডের শূন্য পদে নিয়োগের জন্যে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করে ০১-৪৪/২০২১ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
২৪.০২.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [নন-কারিগরি/রসায়ন]' ও 'প্রভাষক [নন-কারিগরি/পদার্থ] পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
২৬.০২.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা-২০২১ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠিত।
২৮.০২.২০২১	সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব কর্তৃক ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এম.আই.এস- এর 'সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর' এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।

মার্চ ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০২.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০৩.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০৪.০৩.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০৭.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [কারিগরি]' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের সময়সূচি ও আসনবিন্যাস প্রকাশ।
০৮.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০৯.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের লিখত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১০.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং]' পদে ০১ জন; 'সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং]' পদে ০১ জন, সহকারী অধ্যাপক [নন-টেক/গণিত]' পদে ০১ জন, সহকারী অধ্যাপক [নন-টেক/পদার্থ]' পদে ০১ জন এবং 'সহকারী অধ্যাপক [নন-টেক/রসায়ন]' পদে ০১ জন সর্বমোট ০৫ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
১১.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.০৩.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [নন-কারিগরি/রসায়ন]' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান বিষয়ে পরীক্ষা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকবৃন্দ; পরীক্ষা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের অংশগ্রহণে ০৩টি সেমিনার অনুষ্ঠিত।
১৪.০৩.২০২১	৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান বিষয়ে সদস্যবৃন্দের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের অনানুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'এস্টিমেটর [তড়িৎ]' ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)' পদে ১০ জন ও 'শিল্প নির্দেশক/ গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)' পদে ০৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের 'প্রকৌশলী প্রশিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	৪৩তম বি.সি.এস. এর ইন্সট্রাক্টর (টেক) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক-সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
১৫.০৩.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [নন-কারিগরি/পদার্থ]' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
১৬.০৩.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১৭.০৩.২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।
১৮.০৩.২০২১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ৪৪জন ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে ০৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
১৯.০৩.২০২১	দেশব্যাপী ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠিত।
২০.০৩.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২২.০৩.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [কারিগরি]' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'এস্টিমেটর [তড়িৎ]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের 'প্রকৌশলী প্রশিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৩.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৪.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৫.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৬.০৩.২০২১	মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল ও কমিশন চত্বরে স্থাপিত "মৃত্যুঞ্জয়ী"তে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
২৯.০৩.২০২১	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২০ এর আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করে বিজ্ঞপ্তি জারি।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' এর মৌখিক পরীক্ষা ০৭টি বোর্ডে অনুষ্ঠিত।
	কোভিড-১৯ এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে ৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২০ এর মৌখিক পরীক্ষার ঘোষিত সময়সূচি স্থগিত।
	৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা-২০২১ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। ৬,০২২ জন প্রার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
৩১.০৩.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'ফটো টেকনিশিয়ান' পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত।
	কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে নার্সিং ও মিডওয়াইফ অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত।

এপ্রিল ২০২১

০১.০৪.২০২১ হতে ২৮.০৪.২০২১	কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
২৯.০৪.২০২১	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।

মে ২০২১

০২.০৫.২০২১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
০৪.০৫.২০২১	কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত।
০৫.০৫.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
০৬.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৮.০৫.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদে ১৪০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে এবং ১৪ প্রার্থী সুপারিশ স্থগিত রেখে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
০৯.০৫.২০২১	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন উচ্চতর গ্রেডের শূন্যপদ পূরণের জন্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ৪৫-৪৯/২০২১ প্রকাশ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন গ্রেডের শূন্য পদ পূরণের জন্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ৫০-৫৪/২০২১ প্রকাশ।
১১.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১২.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১৬.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১৭.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১৮.০৫.২০২১	কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত।
১৯.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২০.০৫.২০২১	নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বল্প পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
২৩.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' পদে ১২ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২১ (আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠিতব্য) পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
২৪.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
২৫.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
২৭.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
২৯.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
৩০.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
৩১.০৫.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর মৌখিক পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ।

জুন ২০২১

০১.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০২.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ৭৮৩ জনকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নবম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।
০৩.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০৪.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৫.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
০৬.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
০৭.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
০৮.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ নক্সাকার' পদের ৬৬৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
০৯.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১০.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'Office Management and Administrative Procedure' শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' পদে ২৮৭ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডাভুক্ত কর্মকর্তাদের এবং নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা জুন ২০২১ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
১১.০৬.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
১২.০৬.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ‘Office Management and Administrative Procedure’ শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৪.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ‘Office Management and Administrative Procedure’ শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১৫.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ‘Office Management and Administrative Procedure’ শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১৬.০৬.২০২১	কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ‘Office Management and Administrative Procedure’ শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘ফোরমান’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৭.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ‘টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোষাখানা ইউনিটের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৯.০৬.২০২১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত।
	কমিশন সচিবালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের গুড গভর্নেন্স (ই-নথি) শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।
২০.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২১.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র টেকনিশিয়ান’ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২২.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	কোভিড-১৯ এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর চলমান মৌখিক পরীক্ষা ২৭.০৬.২০২১ তারিখ হতে স্থগিত করা হয়।
২৩.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	কোভিড-১৯ এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘ফোরমান’ পদের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
	কোভিড-১৯ এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
২৪.০৬.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১১টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	কোভিড-১৯ এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোষাখানা ইউনিটের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
২৬.০৬.২০২১	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য ফলাফল প্রণয়ন।
২৭.০৬.২০২১	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য ফলাফল প্রণয়ন।
২৮.০৬.২০২১	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য ফলাফল প্রণয়ন।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ‘সিস্টেম এনালিস্ট’ পদে ০১ জন; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের ‘প্রকৌশলী প্রশিক্ষক’ পদে ০১জন; কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘ডাটা এনালিস্ট’ পদে ০১ জন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহের ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/সার্ভে)’ পদের ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
২৯.০৬.২০২১	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য ফলাফল প্রণয়ন।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ‘উর্ধ্বতন মাড প্রকৌশলী’ পদে ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
৩০.০৬.২০২১	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ১,১৩৯ জনকে দশম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সাময়িক সুপারিশ কমিশন সভায় অনুমোদন করা হয়।

জুলাই ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম চালানো হয়।
১৩.০৭.২০২১	বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)'এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগের জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
১৪.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম চালানো হয়।
১৫.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম চালানো হয়।
১৮.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এর মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তী সময়সূচি প্রকাশ।
১৯.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
২৫.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধকালীন সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো বিষয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
২৬.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
২৭.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
২৮.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
	পরীক্ষার্থীদের জন্য টিকা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
২৯.০৭.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম ও ফলাফল প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।

আগস্ট ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৮.২০২১	কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম চালানো হয়।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ২১,০৫৬ জনকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে ৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের স্থগিত মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'ফটো টেকনেশিয়ান' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০২.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৩.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৪.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৫.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৭.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন এবং বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের জন্যে সাপ্তাহিক বন্ধের দিনও সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৮.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন এবং বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৯.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন এবং বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১০.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন এবং বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের জন্যে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১১.০৮.২০২১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তরের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন এবং বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ।
১২.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন 'সিনিয়র টেকনিশিয়ান' পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
১৪.০৮.২০২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'ফটো টেকনিশিয়ান' পদের লিখিত পরীক্ষার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
১৫.০৮.২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৬.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১৭.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১৮.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
১৯.০৮.২০২১	কমিশনের অষ্টম বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
২০.০৮.২০২১	বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
২১.০৮.২০২১	বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের 'জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেশিওলজিস্ট)' এর ৪০৯ টি পদে মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
২২.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২২.০৮.২০২১	কমিশনের নবম বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
২৩.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৪.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৫.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৬.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১২টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
২৭.০৮.২০২১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের স্থগিত মৌখিক পরীক্ষা ০৫টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৮.০৮.২০২১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের স্থগিত মৌখিক পরীক্ষা ০৫টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৯.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ০৫টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	কমিশনের দশম বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
৩১.০৮.২০২১	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ০৫টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।

সেপ্টেম্বর ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৯.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা বেগম রুমা খানম এর মাতার মৃত্যুতে কমিশন সচিবালয়ের শোকবার্তা।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) ২০২০ এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ০৫টি বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	৪০তম বি.সি.এস. এর সাধারণ ক্যাডার প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
০২.০৯.২০২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'ফোরম্যান' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৪.০৯.২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৫.০৯.২০২১	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি-২০২১ এর ঘাটতি কাগজপত্র জমাদান।
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৬.০৯.২০২১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন 'সিনিয়র টেকনিশিয়ান' পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৭.০৯.২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৮.০৯.২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর 'টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্থাপত্য অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী স্থপতি' পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
০৯.০৯.২০২১	কমিশনের একাদশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক [ড্রিলিং প্রকৌশল] [১০ম গ্রেড] পদের প্রার্থীদের MCQ Type বাছাই পরীক্ষার মূল সময়সূচি প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্থাপত্য অধিদপ্তরের 'সহকারী স্থপতি' পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১০.০৯.২০২১	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
১১.০৯.২০২১	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
১২.০৯.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
১৩.০৯.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
১৪.০৯.২০২১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট [১০ম গ্রেড] এর শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
১৫.০৯.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ।
১৬.০৯.২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'শ্রম পরিদর্শক [সেফটি]' [১০ম গ্রেড] এর শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (সাধারণ) (৯ম গ্রেড) এর শূন্য পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান।
	"প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি [পিইডিপি ৩] শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২১" প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান।
	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২৩তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নিপসম-এর 'অধ্যাপক (এনটোমোলজি, হেলথ এডুকেশন),' এবং 'সহকারী অধ্যাপক (বায়োস্ট্যাটিসটিক্স)' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের 'ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৭.০৯.২০২১	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [টিটিসি]' পদের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
১৮.০৯.২০২১	বস্ত্র অধিদপ্তরের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'উপ সহকারী প্রকৌশলী' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
১৯.০৯.২০২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এ প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক নিয়োগ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিপসম এর অধ্যাপক (এনটোমোলজি), সহকারী অধ্যাপক (বায়োস্ট্যাটিসটিক্স) ও অধ্যাপক (হেলথ এডুকেশন) পদের মৌখিক পরীক্ষা ৩ টি বোর্ডে গ্রহণ।
২০.০৯.২০২১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর ডকুমেন্টেশন অফিসার এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী স্থপতি' পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২ টি বোর্ডে গ্রহণ।
২১.০৯.২০২১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) এর অধ্যাপক (এনটোমোলজি) (৩য় গ্রেড), অধ্যাপক (হেলথ এডুকেশন) (৩য় গ্রেড) এবং সহকারী অধ্যাপক (বায়োস্ট্যাটিসটিক্স) (৬ষ্ঠ গ্রেড) এর শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এর সময়সূচি ও আসনব্যবস্থা।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২ টি বোর্ডে গ্রহণ।
২২.০৯.২০২১	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক (উপসহকারী প্রকৌশলী) (১০ম গ্রেড) ২য় শ্রেণির পদে ০৪ ঘণ্টাব্যাপী লিখিত পরীক্ষার তারিখ, সময়সূচি, আসনবিন্যাস ও নির্দেশাবলি প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ৩য় গ্রেডভুক্ত 'অধ্যাপক (কারিগরি)' পদে প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৩.০৯.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৬.০৯.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (১০ম গ্রেড) পদে প্রার্থীদের বাছাই (MCQ Type) পরীক্ষার তারিখ, সময়সূচি, আসনবিন্যাস ও নির্দেশাবলি প্রকাশ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (১০ম গ্রেড) পদে প্রার্থীদের বাছাই (MCQ Type) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সুচি।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এর আবেদনপত্রের হার্ডকপি কমিশনে প্রেরণ।
২৭.০৯.২০২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৩য় গ্রেডভুক্ত অধ্যাপক [কারিগরি] পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এর প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক যোগ্য ও অযোগ্য তালিকা।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, জুন-২০২১ এর তারিখ পরিবর্তন।
	সম্পদ বিবরণী দাখিল ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা বিক্রয় সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রয়োগ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৮.০৯.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৯.০৯.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' [১০ম গ্রেড] এর ১১ ক্যাটাগরি পদে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের 'প্রোগ্রামার' পদে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী পকৌশলী [পুর]' পদের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
৩০.০৯.২০২১	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের 'উপসহকারী পরিচালক [ড্রিলিং প্রকৌশল]' [১০ম গ্রেড] পদে প্রার্থীদের MCQ Type পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী [পুর] [১০ম গ্রেড] পদে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।

অক্টোবর ২০২১

০৩.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৪.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন একাডেমির "উপসহকারী প্রকৌশলী [মেকানিক]" পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৫.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৬.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৭.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের 'উপসহকারী পরিচালক (ড্রিলিং প্রকৌশল)' পদে বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের দ্বাদশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
০৮.১০.২০২১	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর অধীন দপ্তরসমূহের 'ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর(আইএমটি)' পদে বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
০৯.১০.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১০.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১১.১০.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০৫ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১২.১০.২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১৩.১০.২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৪.১০.২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
	বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন অধিকতর প্রার্থীবান্ধব এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে আলোচনা সভা।
১৬.১০.২০২১	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১৭.১০.২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৭টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
১৮.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	খাদ্য অধিদপ্তরের 'প্রোগ্রামার' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বন গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর 'ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
	'শেখ রাসেল দিবস' উপলক্ষ্যে কমিশনের মসজিদে দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
২০.১০.২০২১	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।
২১.১০.২০২১	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৩.১০.২০২১	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কমিশনের কর্মকর্তা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দের মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হল প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
২৪.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৫.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সহায়তাকারী শ্রুতিলেখকদের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কমিশনের আঞ্চলিক অফিসে গমনকারী কমিশনের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
২৬.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৭.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪০তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষার প্রোগ্রাম (সাধারণ ও কারিগরি-পেশাগত এবং কারিগরি-পেশাগত ক্যাডার)
২৮.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৯.১০.২০২১	৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠিত।
৩১.১০.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।

নভেম্বর ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.১১.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
	ডাক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র মেকানিক' ও 'গ্রাফিক ডিজাইনার' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০২.১১.২০২১	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৩.১১.২০২১	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৯টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের 'উপসহকারী পরিচালক (ড্রিলিং প্রকৌশল)' পদে বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৪.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের ত্রয়োদশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
০৭.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৮.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশন সচিবালয়ের চতুর্থ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)' ও 'গ্রাফিক ডিজাইনার' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের সাবেক সদস্য জনাব মো: শাহজাহান আলী মোল্লা এবং সদস্য জনাব মো: ফজলুল হক এর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত।
১০.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কাজে জাতীয় শুদ্ধাচার শীর্ষক সেশন অনুষ্ঠিত।
১১.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে টেলিটক, বাংলাদেশ এর নির্বাহী কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
১৪.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৫.১১.২০২১	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৭.১১.২০২১	বস্ত্র অধিদপ্তরের 'প্রোগ্রামার, সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী অধ্যাপক(কম্পিউটার)' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৮.১১.২০২১	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নৌবাণিজ্য দপ্তরের 'প্রিন্সিপাল অফিসার' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা সংস্থার সাথে মতবিনিময়।
২১.১১.২০২১	কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা উপলক্ষ্যে হলপ্রতিনিধি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সেমিনার।
২২.১১.২০২১	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'এস্টিমেটর [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৩.১১.২০২১	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'এস্টিমেটর [পুর]' পদে মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৪.১১.২০২১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন কারা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা নার্স[১০ম গ্রেড] পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২৫.১১.২০২১	৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সহায়তাকারী শ্রুতিলেখকদের সাথে সেমিনার অনুষ্ঠিত।
	৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ে গমনকারী সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
২৮.১১.২০২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষা।
২৯.১১.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
৩০.১১.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	কমিশনের চতুর্দশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ডিসেম্বর ২০২১

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.১২.২০২১	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)' ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
০২.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
০৪.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
০৬.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (পুর) [১০ম গ্রেড] এর শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল।
০৭.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
০৮.১২.২০২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদে মৌখিক পরীক্ষা ১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ০৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন।
০৯.১২.২০২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'সিনিয়র প্রোগ্রামার' পদে মৌখিক পরীক্ষা ২টি বোর্ডে গ্রহণ।
১০.১২.২০২১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা' পদে বাছাই পরীক্ষা।
১২.১২.২০২১	খাদ্য অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী ' পদের মৌখিক পরীক্ষা ৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	গণমুখী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী চয়ন ও প্রস্তুতকরণ : নিয়োগ পরীক্ষা যুগোপযোগী সিলেবাস, আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও জাতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও ব্যবহার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।
১৩.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের 'ইন্সট্রাক্টর [মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং]' এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
১৪.১২.২০২১	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের পুস্পস্তবক অর্পণ।
	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষার [পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়] পরীক্ষাসূচি, হল, আসনব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।
	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৫.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'এ্যাসিস্ট্যান্ট মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৬.১২.২০২১	মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুর‍্যালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৯৭১ সালে প্রজাতন্ত্রের শহিদ কর্মচারীগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কমিশন চত্বরে স্থাপিত ***মৃত্যুঞ্জয়ী*** তে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' শপথ পাঠ।
১৯.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষার [পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়] গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।
	মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কমিশন সচিবালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।
২০.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়ের 'ম্যানেজার (প্রেস)' পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তরের "উপ-সহকারী স্থপতি" [১০ম গ্রেড] পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও সাধারণ নির্দেশাবলী।
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তরের "সহকারী স্থপতি" [৯ম গ্রেড] পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও সাধারণ নির্দেশাবলী।
২১.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পূর্ত]' পদে লিখিত পরীক্ষা।
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স (১০ম গ্রেড) এর ১৫টি পদে স্থগিত প্রার্থীর ফলাফল প্রকাশ।
২২.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশন সচিবালয়ের পঞ্চম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার' (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী(পুর) (৯ম গ্রেড), সহকারী প্রকৌশলী(তড়িৎ) (৯ম গ্রেড) এবং উপসহকারী প্রকৌশলী(তড়িৎ) (১০ম গ্রেড) পদে প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৩.১২.২০২১	৪০ তম বি.সি.এস. এর বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ১০ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২১ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
	নন-ক্যাডার পদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি নম্বর (১৪৮-১৭৬)-২০২১ (উচ্চতর স্কেল) প্রকাশ।
	নন-ক্যাডার পদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি নম্বর (১৭৭-২০৭)-২০২১ প্রকাশ।
	নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি
	বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২৬.১২.২০২১	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'ফরেস্ট রেঞ্জার ও সুপার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ১০টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৭.১২.২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [বিদ্যুৎ] ও ড্রাফটসম্যান' পদে বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৮.১২.২০২১	কমিশনের পঞ্চদশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-এ সংযোজনের লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব এর একক ও দলীয় আলোকচিত্র ধারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
২৯.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্থাপত্য অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী স্থপতি' ও 'সহকারী স্থপতি' পদের মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
৩০.১২.২০২১	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৯ এর ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	স্থাপত্য অধিদপ্তরের 'সহকারী স্থপতি' পদের মৌখিক পরীক্ষা ৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের "উপসহকারী প্রকৌশলী(সিভিল)" (১০ম গ্রেড) [৮ম পর্ব] এর শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১০ম গ্রেড) এর শূন্য পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত।
	৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২১ এর আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইনে পূরণ, SMS-এর মাধ্যমে ফি জমাদান এবং Admit Card প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা প্রকাশ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার প্রারম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এর ভিডিওচিত্র দেখছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে কমিশন ভবনের চত্বরে বেলুন উড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন।

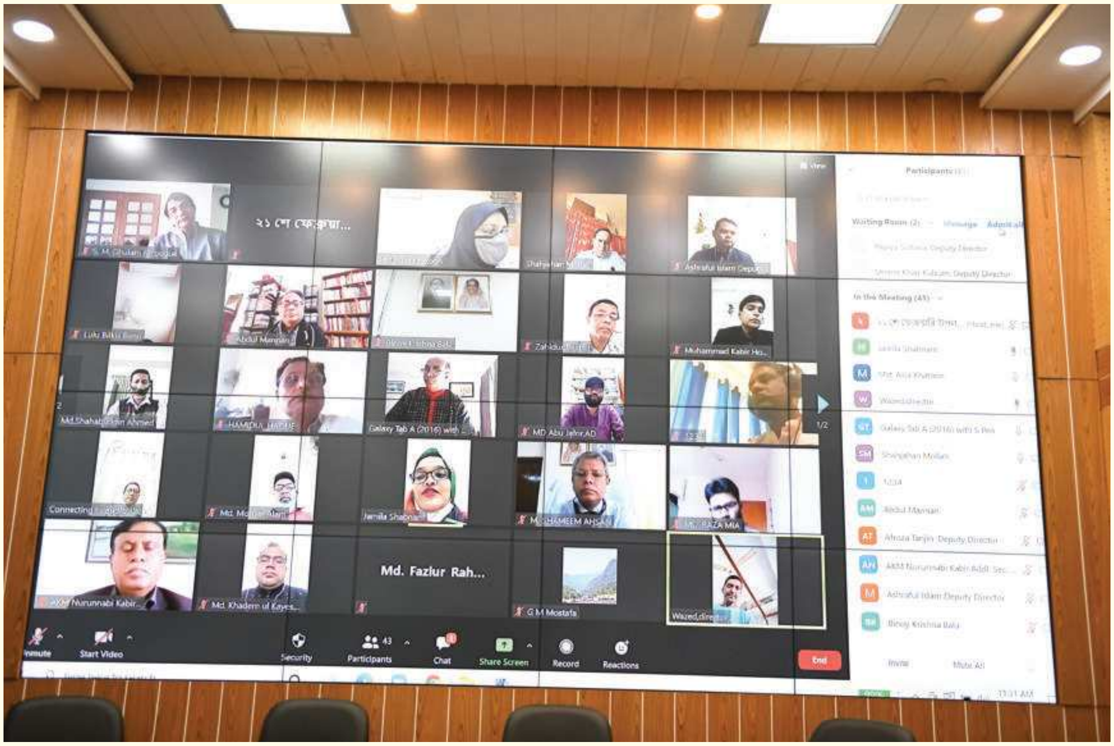

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে ভার্চুয়াল আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনের আলোকসজ্জা।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে কমিশনের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের ক্যাম্পাসে স্থাপিত মৃত্যুঞ্জয়ীতে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ভার্চুয়াল আলোচনার শুরুতে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারিত হচ্ছে।

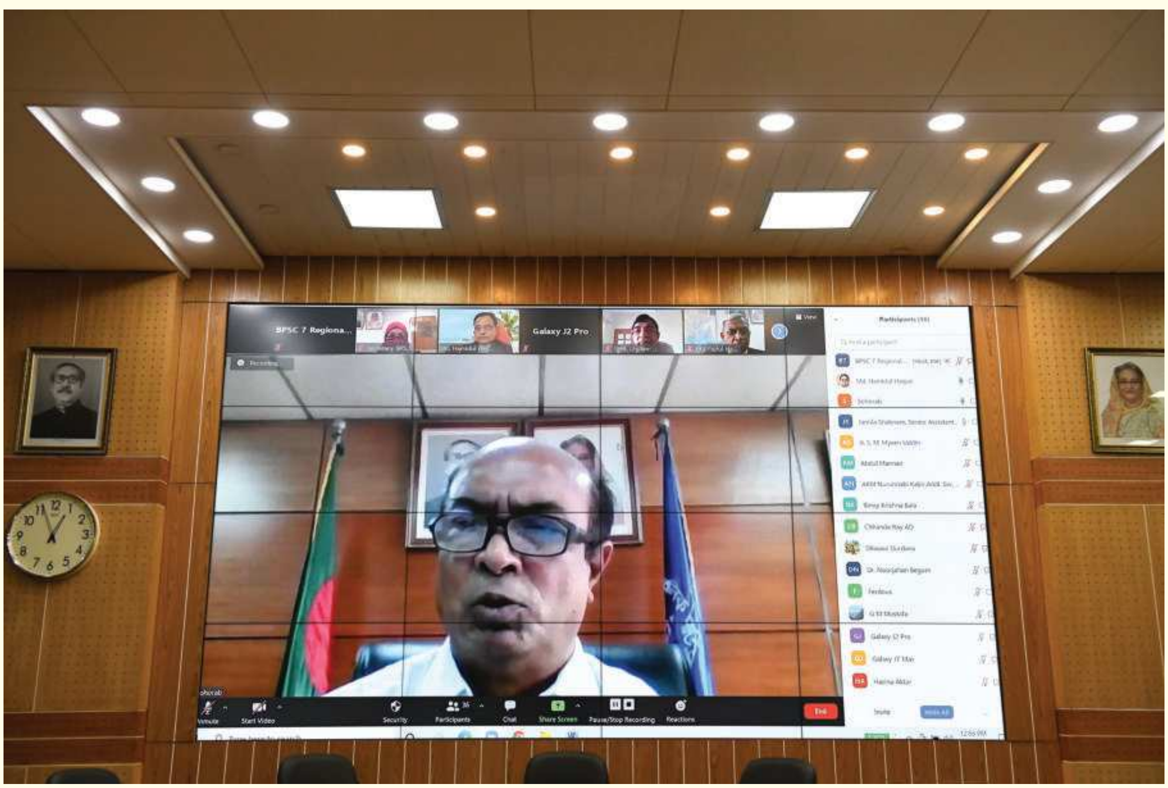

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যান এর বক্তব্য প্রদান।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মসজিদে ‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ষোড়শ অধ্যায়

কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত সংসদীয় কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, *এমপি* কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্র প্রধানদের নিয়ে সেমিনার।

৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সেমিনারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক হিসেবে সহায়তা প্রদানকারী গার্লস গাইড/ স্কাউটদের নিয়ে সেমিনার।

৪১তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্নপত্রের সেটকোড কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে কমিশনের চেয়ারম্যান লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করছেন।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সেমিনারে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রপ্রধান, কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সেমিনারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেটকোড কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কমিশনের চেয়ারম্যান লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করছেন।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) MCQ Type লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্র প্রধানদের নিয়ে সেমিনার।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) MCQ Type লিখিত পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সেমিনারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪২তম বি.সি.এস (বিশেষ) এর MCQ Type লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও গোপনীয় কাগজপত্র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে প্রেরণ।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনারে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধানদের সাথে অনুষ্ঠিত সেমিনারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সদস্য এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে প্রেরণ।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০২১।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে টেলিটক, বাংলাদেশের মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং টেলিটকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভার্চুয়াল ও সশরীরে আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ইউনিট-১২ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য জনাব কাজী সালাহ্‌উদ্দিন আকবর এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সপ্তদশ অধ্যায়

জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ :

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ ■ ১ মার্চ ২০২১

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে গতকাল বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০ পেশ করেন —পিআইডি

শনিবার। ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮। ৪ ডিসেম্বর ২০২১। ২৮ রবিউস সানি ১৪৪৩

Thekalerkantho kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

বিসিএস আপডেট

৪৪তম বিসিএসে মোট পদ ১ হাজার ৭১০টি

৪৪তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই বিসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নেওয়া হবে মোট এক হাজার ৭১০ জনকে।

সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাডারে ৭৭৬ জন। এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২৫০, পুলিশ ক্যাডারে ৫০, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ১০, আনসার ক্যাডারে ১৪, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে ৩০, কর ক্যাডারে ১১, সমবায় ক্যাডারে ৮, রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক ক্যাডারে ৭, তথ্য ক্যাডারে ১০, ডাক ক্যাডারে ২৩, বাণিজ্য ক্যাডারে ৬, পরিবার-পরিকল্পনা ক্যাডারে ২৭, খাদ্য ক্যাডারে ৩ ও টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৪৮৫ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে (bpsc.teletalk.com.bd) ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল ১০টা থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে।

বয়সসীমা : সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছর অর্থাৎ প্রার্থীর জন্ম তারিখ ২ নভেম্বর ১৯৯১ থেকে ২ নভেম্বর ২০০০ তারিখের মধ্যে হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থীসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ৩২ বছর।

এ ছাড়া ২৯ নভেম্বর থেকে ৪১তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ২১ হাজার প্রার্থী। এদিকে ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়া ৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফলের অপেক্ষায় আছে চার লক্ষাধিক প্রার্থী।

▷ চাকরি আছে ডেস্ক

বৃহস্পতিবার ২৮ অক্টোবর ২০২১ ॥ ১২ কার্তিক ১৪২৮
৮ আমাদের সময়

সাড়ে তিন হাজার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নন-ক্যাডারে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতের ৯০টির বেশি পদে মোট সাড়ে তিন হাজারের বেশি জনকে নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পদগুলোয় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে যোগ দিতে পারবেন যে কেউ। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন শুরু হবে ২৮ অক্টোবর থেকে। আবেদন করা যাবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

আবেদনের যোগ্যতা : প্রতিটি পদে আবেদনের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সসীমা আলাদা আলাদা। পদভেদে আবেদনের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সসীমার শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তিতে।

চাকরি আবেদনে বয়স : গত বছরের মার্চে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাস। ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হন। ১৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় বন্ধ ছিল চাকরির অনেক নিয়োগ ও পরীক্ষা। তাই চাকরির আবেদনের জন্য বয়সসীমা কমিয়ে দেয় সরকার। গত বছর ২৫ মার্চ যাদের ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, সরকারি চাকরিতে তাদের আবেদনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

সাড়ে তিন হাজার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নেয় সরকার। এ নিয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ওই প্রজ্ঞাপনের আলোকে পিএসসির নন-ক্যাডারে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, গত বছরের ২৫ মার্চে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা একই দিনে ৩২ বছর। আগ্রহীরা (http://bpsc.teletalk.com.bd) ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

dailyobserver
Dhaka Monday January 4, 2021

PSC prepares for BCS exams in a year

Staff Correspondent

The Bangladesh Public Service Commission (BPSC) has prepared a roadmap to complete any BCS exams within a year. For this purpose, the authorities will try to complete all the procedures of the 43rd BCS exams within a year. As soon as the test starts, the activities will be completed within a year, PSC sources said.

Chairman of the PSC Sohrab Hossain on Sunday said, "We have prepared a roadmap to reduce the time for BCS exams. It will be implemented from the 43rd BCS. Attempts will be made to complete the preliminary, written and oral examinations and publish the results within a year from the time examinations begin.

According to PSC sources, online application for the 43rd BCS has started from December 30, 2020. The application process will continue till January 31. Preliminary examination will be taken any time in March. However, on the PSC's website, the 43rd BCS notification said, "The time of the examination will be announced."

According to the notification of the 43rd BCS, around 1,814 officers will be recruited in different cadres through this BCS.

Of these, 300 will be appointed in administration, 100 in police, 25 in foreign cadre, 843 in education, 35 in audit, 22 in information, 19 in tax, 14 in customs and 19 in cooperatives.

Preliminary and written examinations will be held in Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barisal, Sylhet, Rangpur and Mymensingh.

প্রতিদিনের সংবাদ
বৃহস্পতিবার
ঢাকা ৪ নভেম্বর ২০২১

৪১তম বিসিএস

শ্রুতলেখক দেবে পিএসসি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

৪১তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর শুরু। এ পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী/অসুস্থ প্রার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতলেখক প্রয়োজন, তাদের জন্য শ্রুতি লেখক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)।

যাদের শ্রুতলেখক প্রয়োজন হবে, তাদের ৮ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। শ্রুতলেখক পেতে প্রার্থীদের আবেদন করার এ আহ্বান গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে পিএসসি। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) নুর আহমদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শ্রুতলেখক পেতে আবেদন করার এ আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শ্রুতলেখকের চাহিদা জানিয়ে ৮ নভেম্বরের মধ্যে অফিস চলাকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকার দপ্তরে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজ জমা দিতে হবে : অনলাইন আবেদনপত্রের (ইচব্ঙী ঋড়ৎস-১) কপি ও প্রবেশপত্র। প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি। শ্রুতলেখকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত ডাক্তারি প্রত্যয়নপত্র। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।

বর্ণিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (৮ নভেম্বর) অফিস চলাকালে আবেদন না করলে শ্রুতলেখক নিয়োগ করা হবে না। শ্রুতলেখকের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীকে কেবল কর্মকমিশন থেকে প্রদত্ত অনুমোদিত শ্রুতলেখকের সহায়তায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪১তম বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে। এই বিসিএসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ২১ হাজার ৫৬ জন। গত ১ আগস্ট প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশিত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা । বৃহস্পতিবার, ১৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৪০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি)। দশ হাজার ৯৬৪ জন পাস করেছেন। মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি। বুধবার প্রকাশিত ফল কমিশনের ওয়েবসাইটে

(২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

৪০তম বিসিএস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(www.bpsc.gov.bd) পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া টেলিটক মোবাইল বাংলাদেশ লিমিটেড এর মাধ্যমে যে কোন মোবাইল থেকে এসএমএস পাঠিয়েও ফল জানা যাচ্ছে। এদিকে ৪৩তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৬ আগস্ট। এ বিসিএসের আবেদনের সময়ও বৃদ্ধি করা হয়েছে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

পিএসসি চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসাইন বলেছেন, বুধবার কমিশনের সভায় ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট দশ হাজার ৯৬৪ জন পাস করেছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা শুরু করা হবে।

৪০ তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন রেকর্ড সংখ্যক ৪ চার লাখ ১২ হাজার ৫৩২ জন চাকরিপ্রার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন তিন লাখ ২৭ হাজার পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হন ২০ হাজার ২৭৭ জন। ২০১৮ সালের আগস্টে ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে মোট এক হাজার ৯০৩ জন ক্যাডার নিয়োগ দেয়া হবে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ক্যাডার অনুসারে প্রশাসনে ২০০, পুলিশে ৭২, পররাষ্ট্রে ২৫, করে ২৪, শুল্ক আবগারিতে ৩২ ও শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় ৮০০ জন নিয়োগ দেয়ার কথা।

এর আগে বিসিএসে রেকর্ড আবেদন ছিল ৩৮ বিসিএসে। যেখানে আবেদন করেছিলেন তিন লাখ ৮৯ হাজার ৪৬৮ জন প্রার্থী। পিএসসির তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক তরুণ প্রজন্মের বিসিএসে আগ্রহ বাড়ার কারণ হিসেবে তখন বলেছিলেন, এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, বিসিএস পরীক্ষা হচ্ছে এখন শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে। যেখানে স্বাধীনভাবে পিএসসি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে। কারণ সরকার কমিশনকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। কোন বিতর্ক নেই বিসিএস পরীক্ষায়। ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মাঝে বিসিএসে আস্থা বেড়েছে শতভাগ।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তরুণরা বিসিএসে আসছে আস্থার কারণে। তারা এখন দেখেছে বিসিএসে চাকরি হচ্ছে স্বচ্ছতার সঙ্গে। সরকার চাকরিজীবীদের সুযোগ সুবিধাও বাড়িয়েছে। মেধাবীরা এখন এ পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি নিয়ে অনেক ভাল করতে পারছে। এছাড়া বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ভাল একটি চাকরি নিয়ে দেশসেবার মানসিকতাও এখন তরুণদের মাঝে প্রবল।

এদিকে ইউজিসি ও পরীক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমা দেয়ার তারিখ বাড়ানো হয়েছে। পিএসসি জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টার পরিবর্তে ৩১ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ছয় আগস্ট। সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতির কারণে আসন্ন ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে পিএসসিকে চিঠি দিয়েছিল ইউজিসি। পিএসসি চেয়ারম্যান বরাবর ইউজিসির পক্ষে কমিশনের সচিব স্বাক্ষরিত চিঠিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত বছরের ১৮ মার্চ থেকে বন্ধ। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে মাত্র এক সপ্তাহ সময় থাকলেও এখনও আবেদনকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

যুগান্তর

৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণি পদে সুপারিশের ফল প্রকাশ

৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার ও নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন—এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড) পদে সুপারিশের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে এবং নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ৩৮তম বিসিএস-এ অর্জিত মেধাক্রম, কোটা ও সংশ্লিষ্ট পদের/পদগুলোর নিয়োগ বিধির ভিত্তিতে কমিশনের বৃহস্পতিবার বিশেষ সভায় ৬৩ জন প্রার্থীকে নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড) পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়।

৩৮তম বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৬,১৭৩ জন। তার মধ্যে নন-ক্যাডার পদে সুপারিশ পেতে আগ্রহী আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৫,০৩২। ইতোপূর্বে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে নিয়োগের জন্য ১,৭৬৩ জনকে এবং নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম গ্রেডে) ১১৩৯ জনকে সুপারিশ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ৬৩টি পদের জন্য সুপারিশ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিস্তারিত কমিশনের www.bpsc.gov.bd এবং http://bpsc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

শুক্রবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ॥ ২৬ ভাদ্র ১৪২৮

৮ আমাদের সময়

৪২তম বিসিএসে ৪ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

৪২তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই বিসিএস উত্তীর্ণ চার হাজার চিকিৎসককে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে পিএসসি এ ফল প্রকাশ করে। পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এ বিসিএসের মাধ্যমে প্রথমে দুই হাজার, পরে আরও দুই হাজারসহ মোট চার হাজার চিকিৎসক নেওয়া হচ্ছে।

মো. সোহরাব হোসাইন বলেন, বিকালে পিএসসির বিশেষ সভা শেষে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এ বিশেষ সভায় ৪২তম বিশেষ বিসিএসের ফল অনুমোদন দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, প্রথমে ৪২তম বিসিএস থেকে দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের কথা থাকলেও সরকারের ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

৪২তম বিসিএসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশেষ ক্ষমতায় এখান থেকে আরও দুই হাজার অর্থাৎ মোট চার হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের ইচ্ছা দ্রুত সময়েই এ চিকিৎসকদের নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করে তাদের পদায়ন করা। এ বিষয়েও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

করোনার প্রেক্ষাপটে দুই হাজার চিকিৎসক নেওয়ার জন্য গত বছর ৪২তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় (লিখিত টাইপ) ৩১ হাজার চিকিৎসক অংশ নেন।

পরীক্ষার এক মাস পর ২৯ মার্চ এ বিসিএসের ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হন ৬ হাজার ২২ জন। এর পর করোনার কারণে কয়েক দফায় পেছানো হয় ৪২তম বিসিএসের ভাইভা। পরে চিকিৎসক নিয়োগ দ্রুত করার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে পিএসসি। বিধিনিষেধের মধ্যেও সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে কাজ চালিয়ে যায় তারা।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২৬ মাঘ ১৪২৭, ২৬ জমাদিউস সানি ১৪৪২

বিসিএস থেকে ওসি নিয়োগের সুপারিশ

দুদকের প্রতিবেদন

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০ করা, আয়কর রিটার্ন সহজ করাসহ আরও কয়েকটি সুপারিশ করেছে দুদক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিসিএস পুলিশ ক্যাডার থেকে থানায় ওসি নিয়োগ, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০ করা, আয়কর রিটার্ন সহজ করা, সরকারি কর্মকর্তাদের পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি দেওয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক মনে করে, থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্ব পালন করেন পুলিশের পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তারা। অন্যদিকে উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ দপ্তরেই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবেদনটি গত রোববার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে গতকাল সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়ালি মতবিনিময় করেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। তিনি বলেন, 'সব থানায় যে ক্যাডার থেকে দিতে হবে, তা বলছি না। ক্যাডার অফিসার দিলে আমরা মনে করি মাঠপর্যায়ের দুর্নীতি অনেকাংশে কমবে।'

শিক্ষার মানোন্নয়নে পরীক্ষায় পাস নম্বর ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'এই সুপারিশে হয়তো সমালোচনা হবে, আমরা চাই সমালোচনা হোক। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাস মার্ক রয়েছে ৩৩ নম্বর। এর পরিবর্তে আমরা বলেছি, পাস মার্ক ৫০ হতে হবে। সরকার এটা বিবেচনা করতে পারে।'

সরকারি কর্মকর্তাদের নবম গ্রেড থেকে সচিব পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি দিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে দুদক। এ বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, নির্দিষ্ট সিলেবাসে আলাদা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে পদোন্নতি দেওয়া হলে দুর্নীতি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

দুর্নীতি কমাতে আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ করার সুপারিশ প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'ট্যাক্স দেওয়ার (আয়কর রিটার্ন) জটিলতার কারণেই দুর্নীতি বাড়ে। কারণ, ট্যাক্সের ফর্মটাই জটিল। প্রয়োজন নেই এমন তথ্যও চাওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসে আমরা একটা সহজ রিটার্ন ফরম সরকারের কাছে দিয়েছি বিবেচনা করার জন্য।'

প্রতিবেদনে লিজিং কোম্পানি, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় বহুমাত্রিক দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দুদকের সুপারিশ হলো, এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থের উৎস বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে ১৪টি খাত বা বিষয় ছাড়া আরও ৯টি ইস্যু বা খাতভিত্তিক সুপারিশ করেছে দুদক। এ বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, তাঁদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলো তেমন কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। কমিশন মনে করে, এ-জাতীয় সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ কিছুটা হলেও কঠিন হয়। এ জন্য এবারের প্রতিবেদনে দুদক বলেছে, এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন ও পরীক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবনমনের বিষয়ে জানতে চাইলে ইকবাল মাহমুদ বলেন, 'দুর্নীতি যদি বেড়ে থাকে, তাহলে স্কোর সমান থাকবে কী করে? এটা আমি রিসার্চ করেও বুঝতে পারি না।' তিনি বলেন, কমিশন মনে করে, কিছু লোভী মানুষকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সামাজিক শক্তি। সামাজিকভাবে দুর্নীতিপরায়ণদের প্রতি মানুষের তীব্র ঘৃণা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে।

অবশ্য থানায় পুলিশ ক্যাডার থেকে দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশের সঙ্গে ভিন্নমত জানিয়ে সাবেক সচিব আলী ইমাম মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে যে নিয়মে চলছে, এটাই যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন, দুদক যে সুপারিশগুলো করেছে, সেগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত। সুপারিশ যদি বাস্তবসম্মত হয়, তা গ্রহণ করা উচিত।

সমকাল
শুক্রবার | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | ২৬ ভাদ্র ১৪২৮

চিকিৎসক নিয়োগে ৪২তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনা মহামারি মোকাবিলায় ৪২তম বিশেষ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে চার হাজার চিকিৎসককে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সরকারি কর্ম কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুর আহমদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ৪২তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের কথা জানানো হয়। দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের জন্য সার্কুলার দেওয়া হলেও পরে এ পদ বাড়িয়ে চার হাজার করা হয়।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা অনুযায়ী মনোনীত প্রার্থীদের জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক্-চাকরি জীবনবৃত্তান্ত যাচাইয়ের পর সরকার তাদের চূড়ান্ত নিয়োগ দেবে।

৪২তম বিসিএসের (বিশেষ) মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল গত ২৩ মে থেকে। ২৮ মে থেকে দেশে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরেক নির্দেশে ৬ জুন থেকে আবার মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। ১৩ জুলাই পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলার কথা ছিল। করোনার কারণে ২২ জুন তাও স্থগিতের ঘোষণা আসে। পরে গত মাসের ১০ তারিখ থেকে এ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাডারে দুই হাজার সহকারী সার্জন (চিকিৎসক) নিয়োগ দিতে গত বছর নভেম্বরে ৪২তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। পরে ২৭ জুলাই করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জরুরি প্রয়োজনে আরও দুই হাজার সহকারী সার্জনকে ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭
Dhaka : Sunday 14 March 2021

করোনা পরিস্থিতির অবনতির মধ্যেই ১৯ মার্চ
বিসিএসের প্রিলিমিনারি নিতে অনড় পিএসসি
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকলেও ১৯ মার্চ ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিটারি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। তবে চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

পিএসসি গত ১১ মার্চ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য ১৭০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে। এই বিসিএসে প্রায় চার লাখ ৭৫ হাজার প্রার্থী অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার সময় আবেদনকারীদের পাশাপাশি কারও কারও অভিভাবক ও স্বজনরা দেশব্যাপী ছুটোছুটি করেন। এতে নবকটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই ভিড় হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ কারণে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষাগ্রহণে পিএসসি'র অনড় অবস্থান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ নানা রকম সমালোচনা করছেন।

৪১তম বিসিএস প্রার্থীদের করোনার টিকা দেয়ার পর পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানিয়েছে পরীক্ষার্থীরা। এজন্য এই পরীক্ষা ন্যূনতম দুইমাস পেছানোরও দাবি জানিয়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। এর আগের বিসিএসের অংশ নেয়া চাকরিপ্রার্থীদের টিকার আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীদের মতো বিসিএস পরীক্ষার্থীদের টিকার আওতায় আনার দাবি করছেন।

৪১তম বিসিএসের দু'জন আবেদনকারী সংবাদকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এই সময়ে পৌনে পাঁচ লাখ চাকরিপ্রত্যাশীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে বসানো কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। তারা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলোর আবাসিক হল খোলার পর শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় এনে পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন। করোনাভাইরাসের নতুন ধরণ ও সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার ঝুঁকিতে পড়বে। গত ১ মার্চ থেকেই দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। শনাক্তের হার ও মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। এ নিয়ে খোদ সরকারের

বিসিএসের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

বিসিএসের : প্রিলিমিনারি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ধ্যেও অস্বস্থি বাড়ছে। এ বিষয়ে ১১ র্চ পিএসসি চেয়ারম্যান সোহরাব হাসাইন বলেন, যখন ৪১তম সিএসের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে, খন আক্রান্তের সংখ্যাও কম ছিল। দিন ধরে সংখ্যা বাড়ছে। তবে টাওতো ঠিক যে, পরীক্ষাটা ১৯ রিখ হোক সেটাও অধিকাংশ রীক্ষার্থী চায়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য ৭০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ য়া হয়েছে। গত ১০ মার্চ উপ-সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার র্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ য়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে াদেশ জারি করা হয়েছে।

রীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের তর ও বাইরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে কার ১৬০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটির জন্য একজন করে এবং পিএসসির কন্ট্রোল রুমে অতিরিক্ত আরও ১০ জন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা 'পাবলিক এক্সামিনেশন (অফেন্স) অ্যাক্ট ১৯৮০' অনুযায়ী আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের আগামীকাল ১৩ মার্চ বিকেল ৩টায় সরকারি কর্ম-কমিশনের ওয়ার্কশপ/সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং পরীক্ষার দিন বিকেল সাড়ে চারটায় সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ে রিপোর্ট করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পিএসসিকে সহায়তা দিতে প্রশাসনের ৪০ জন সহকারী সচিবকে (নন-ক্যাডার) সংযুক্তি দেয়া হয়েছে।

আমার সংবাদ
সোমবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

"আমার সরকার নবরাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করিবে"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ১৯৭২ এর ঘোষণা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সাংবিধানিক নিয়মে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত এবং যোগত্যাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচনে দক্ষ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন।

যুগান্তকারী কর্মযজ্ঞে পিএসসি

এক বছরেই সম্পন্ন হবে বিসিএস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

সরকার পরিচালনায় দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগে এক সময় বিসিএস পরীক্ষা শেষ করতে তিন বছরের বেশি সময় লাগতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে পাল্টে গেছে সেই চিত্র। রোডম্যাপ করে সময় কমিয়ে এক বছরে আনা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩৫৮ দিনে সম্পন্ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। সাবেক সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে এমন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। এ ছাড়া করোনাকালেও সব প্রক্রিয়া শেষে ৪০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসে ৪১, ৪২ ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নিয়োগ প্রক্রিয়ার জট কমাতে সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়নে এভাবে এগিয়ে যাওয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞে তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির। সংশ্লিষ্টরা এমনই তথ্য জানান।

করোনাকালেও সব প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশ করা হয়েছে ৪০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ফল

আগামী ছয় মাসে ৪১ ৪২ ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার ব্যবস্থা

সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পরপরই একটি জাতির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও জনসেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই সরকারের চাহিদ অনুযায়ী বছরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিসিএস ক্যাডার পদে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ফল প্রকাশ করে। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে সরকারের একটি বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় গঠিত হয়। রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে এর প্রধান কার্যালয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে সাতটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় এ প্রতিষ্ঠানে একজন চেয়ারম্যান ও ছয় থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে। বিসিএস পরীক্ষার সব স্তরে পাস করলেও পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের বিধি অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি (নবম গ্রেড) দ্বিতীয় শ্রেণির (দশম থেকে ১৩তম গ্রেড) পদে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা মিলিয়ে ৪৮টি পরীক্ষার ফলাফল দিয়েছে। কোনো কোনো বিসিএস পরীক্ষা নিতে তিন বছরের বেশি সময় লেগেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় সমালোচনাও হয়। এমন পরিস্থিতিতে

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

যুগান্তকারী কর্মযজ্ঞে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করোনাকালেই ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মো. সোহরাব হোসাইন। এ পদে যোগদানের আগে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষ করেছেন। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। দীর্ঘ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার চিত্র বদলাতে উদ্যোগ নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পিএসসির চেয়ারম্যান নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজও শুরু করেছেন। করোনাকালেই গত ২৭ জানুয়ারি ৪০তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১০ হাজার ৯৬৪ জন। শুধু তাই নয়, মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু করবে পিএসসি, যা পিএসসির ইতিহাসে যুগান্তকারী। করোনা ভাইরাসের মহামারিতে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন পিএসসি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য, কর্মকর্তাদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের কারণেই এসব সম্ভব হচ্ছে। আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৩৬ বছরে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মো. সোহরাব হোসাইন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় দীর্ঘ দিনের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্টদের কাছে জানতে চান– সবচেয়ে কত কম সময়ে সরকার পরিচালনায় কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করা যায়। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যদের সহযোগিতায় ভোগান্তির চিত্র বদলানোর সিদ্ধান্তও নেন তিনি। করা হয়েছে রোডম্যাপ। তাতে ২৮টি ক্যাডারে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে ফলাফল ঘোষণা ৩৫৮তম দিনের মধ্যে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্মকমিশন। উদ্দেশ্য স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বছরে একটি করে বিবিএস।

সূত্র আরও জানায়, করোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও সরকারের সহযোগিতা ও ইচ্ছায় একই বছরে ছয় মাসে তিনটি পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিইসি বলছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার জট কমাতে এই উদ্যোগ। কারণ করোনায় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এই প্রতিষ্ঠানেও প্রভাব পড়ে। তা পুষিয়ে নিতেই ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার অনুষ্ঠিত হবে ১৯ মার্চ। ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ৪২তম ডাক্তারদের জন্য (বিশেষ) বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এছাড়া ৬ আগস্ট ৪৩তম প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নন-ক্যাডার পদেও নিয়োগ পরীক্ষা চলছে সবসময়। গতকালও পরীক্ষা নেয়া হয়েছে নন-ক্যাডার নিয়োগে। এ ছাড়া স্বল্প সময়ে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ব্যবস্থাপনায় কমিশনের নিজ উদ্যোগে ক্যাডার ডিস্ট্রিবিউশন সফটওয়্যার (সিএডিএস) এবং নন-ক্যাডার পদের জন্য সার্চ-ইঞ্জিন ব্যবহার শুরু হয়েছে। এতে সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। এছাড়া নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নন-ক্যাডার পরীক্ষায় চারটি ভিন্ন রঙের ওএমআর উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো সরকারি কর্মকমিশনেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারীদের স্মরণে মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) বিভিন্ন ক্যাডার পদে এবং সংশ্লিষ্ট নন-ক্যাডার পদে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী নিয়োগের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা পিএসসির একটি প্রধান দায়িত্ব। পিএসসি আওতাভুক্ত নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা অধিকতর উপযুক্ত, দক্ষ, স্বচ্ছ, দ্রুত ও নিরপেক্ষ করতে প্রতিনিয়ত মনিটরিং করে যাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর পিএসসির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন সাবেক এ সিনিয়র সচিব।

তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থাকার সময় পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সচিবের দায়িত্বে থাকার সময় বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বন্টনে আধুনিক সব ডিভাইস ব্যবহার এবং দিকনির্দেশনা দেয়ায় বর্তমানে পুরো দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এনেছেন। মো. সোহরাব হোসাইন বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। এভাবে ৩৫টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সদস্য ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সোহরাব হোসাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬১ সালে নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার সহধর্মিণী মাহমুদা ইয়াসমিন পিএইচডিধারী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

ঢাকা ■ বুধবার ■ ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ **ভোরের কাগজ**

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌষ ১৪২৭

১৪ জানুয়ারি ২০২১

এক বছরের মধ্যে বিসিএস শেষ করতে চায় পিএসসি

■ **সাইদুর রহমান**

আগামী এক বছরের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার সব কার্যক্রম শেষ করতে চায় সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এই লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। চলমান ৪৩তম বিসিএসকে টার্গেট করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। শুধু ৪৩তম বিসিএস নয়, ভবিষ্যতে প্রতিটি বিসিএস ১২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ইত্তেফাককে বলেন, এক দিনও সময় নষ্ট করতে চাই না। ১২ মাসের মধ্যে ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার সব কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু ৪৩তম নয়, ভবিষ্যতে বিসিএস পরীক্ষা এক বছরে শেষ করার জন্য সবাত্মক চেষ্টা করবে পিএসসি। পরীক্ষার ক্ষেত্রে পিএসসিতে কোনো দীর্ঘসূত্রতা **পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫**

এক বছরের মধ্যে

১৬ পৃষ্ঠার পর

থাকবে না। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষা শুরুর সময় থেকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে প্রতিটি বিসিএসের প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষ করা হবে। ফলাফলও খুব কম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

পিএসসির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মার্চ মাসে এই বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর জুলাইয়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার একটি পরিকল্পনাও রয়েছে পিএসসির। ৪৩-এর আবেদন গত ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে, যা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এবারের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

আমার সংবাদ
রোববার ১৭ জানুয়ারি ২০২১

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট নিরসনে

বিশেষ বিসিএসের উদ্যোগ

বেলাল হোসেন ▶▶

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট বহুদিনের। এ সংকট দূরীকরণে সরকার শিক্ষা ক্যাডারে 'বিশেষ বিসিএস' পথেই হাঁটছে। বিভিন্ন সরকারি কলেজে তিন হাজার ৫৮৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এ পদ দ্রুত পূরণের জন্য 'বিশেষ বিসিএস' নেয়ার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সরকারি শূন্য পদ পূরণের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মহাপরিচালক-২ (অতিরিক্ত সচিব) আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদ পূরণের জন্য একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদের তালিকা ও নিয়োগের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, সরকারি কলেজে প্রভাষক (শিক্ষা ক্যাডার) পদ আছে কিন্তু শিক্ষক নেই এ সংখ্যা তিন হাজার ৫৮৫টি। এ শূন্য পদ পূরণের জন্য বিশেষ বিসিএস নেয়া যায় কি-না তা যাচাই-বাছাই করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এরপর ৬ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) এ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে আগামী ২৫ জানুয়ারি মধ্যে একটি প্রস্তাব তৈরি জন্য বলা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সরকারি কলেজে প্রভাষক পদ আছে কিন্তু শিক্ষক নেই এ সংখ্যা তিন হাজার ৫৮৫টি। এ পদ পূরণে বিশেষ বিসিএস নেয়া যায় কি-না তা যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মাউশি তথ্য যাচাই-বাছাই করে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠাবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে বৈঠকে তা চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েছি। শূন্য পদগুলোর জন্য বিশেষ বিসিএস নেয়া যায় কি-না তা যাচাই-বাছাই চলছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেবো।' এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি সাধারণ বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও তা পদের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এতে সারা দেশে সরকারি কলেজগুলো শিক্ষক সংকট দিন দিন

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিশেষ বিসিএসের উদ্যোগ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

তীব্র হচ্ছে। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্য পদ পূরণের জন্য ১৪, ১৬ এবং ২৬তম এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ওই বিসিএসে প্রিলিমিনারি এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়।

যে কারণে বিশেষ বিসিএস : মাউশির সরকারি কলেজ শাখার তথ্যমতে, ৩৮, ৪০ এবং ৪১তম এই তিনটি বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের জন্য মোট দুই হাজার ৭৪০টি পদের চাহিদা দেয়া হয় পিএসসি কাছে। এর মধ্যে ৩৮তম বিসিএসে ৯৫৫, ৪০তম বিসিএসে ৮৭০ এবং ৪১তম বিসিএসে ৯১৫ পদের বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে পিএসসি। ৩৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগের জন্য পুলিশ ভেরিফেকশন চলছে। খুব শিগগিরই এ বিসিএসে নিয়োগের চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হবে। অন্যদিকে ৪০ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে, চলতি মাসের শেষে ফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে। আর ৪১ বিসিএসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। এ তিনটি বিসিএসে মধ্যে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে সর্বোচ্চ ৩৮ বিসিএসের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে। অন্য দুটি দুটি বিসিএসের প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও দেড় বছর লেগে যাবে। এ অবস্থায় শূন্য পদ পূরণ করতে হলে বিশেষ বিসিএসে নেয়া ছাড়া সম্ভব না।

এ প্রসঙ্গে কর্মকর্তারা বলেন, ইতোমধ্যে ৩৯ বিসিএসের মাধ্যমে চার হাজার ৭৯২জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৪২ বিসিএসে আরও সহকারী সার্জন নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষা ক্যাডারসহ অন্যান্য প্রফেশনাল ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া মন্ত্রণালয় যদি শূন্য পদ পূরণের জন্য বিশেষ বিসিএসের প্রস্তাব দিলে আমরা তাতে সাড়া দেবো। জানা গেছে, বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা আয়োজন করতে হলে বিধিমালা সংশোধনসহ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম করতে ছয় মাস প্রয়াজন হয়। কিন্তু এখনো শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ বিসিএস আয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পিএসসিতে কোনো চাহিদা আসেনি। তবে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য চাহিদা পাঠানো হচ্ছে। সেখানে শিক্ষা ক্যাডারের চাহিদাও আছে। তারপরও যদি বিশেষ বিসিএস নেয়ার প্রয়োজন শিক্ষা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মনে করে তবে আমরা নিতে প্রস্তুত।

বিশেষ বিসিএসে কিছু সমস্যা : বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সাধারণ বিসিএস বিধিমালা সংশোধন করতে হয়। কারণ সাধারণ বিসিএসে তিনটি ধাপ প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা হয়। কিন্তু বিশেষ বিসিএস লিখিত পরীক্ষা হয় না। এ বিসিএস প্রিলিমিনারি পর সরাসরি মৌখিক পরীক্ষা হয়। এসব বিশেষকে সবাই ঠাট্টা করে কোটা বিসিএসে হিসেবে ডাকে। সর্বশেষ ৪৩তম বিসিএসের সার্কুলার হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি বিসিএস বিশেষ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, পুলিশ ও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা এসব বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছে। এছাড়া বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে একই ক্যাডারের বেশি সংখ্যাক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এসব কর্মকর্তাদের পদোন্নতি জটিলতা তৈরি হয়। কারণ ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি বেশি কর্মকর্তা হওয়ায় তাদের পদোন্নতিতে বৈষম্য তৈরি হয়। শিক্ষা ক্যাডারে সবচেয়ে বড় ব্যাচ ১৪তম। এ বিসিএসের মাধ্যমে এক হাজার চার শতাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে নিয়োগ পাওয়া এ ব্যাচের কর্মকর্তারা সর্বশেষ ২০১৮ সালে অধ্যাপক হয়েছেন। সহকারী, সহযোগী এবং অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। সর্বশেষ অধ্যাপক পদোন্নতির সময় শুরু হয় ২০১৪ সালে। শেষ হয় ২০১৮ সালে। যোগ্য হওয়ার পরও শুধু বেশি প্রার্থী হওয়ায় পদোন্নতিতে জটিলতা তৈরি হয়। ওপরদিকে করোনার মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট দেখা দেয়ায় তা পূরণের জন্য উদ্যোগী হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সে জন্য বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণের জন্য ৩৯তম বিসিএসে (বিশেষ) আয়োজন করে পিএসসি। ২০০ নম্বরের এমসিকিউ এবং ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা মাধ্যমে দ্রুত সময়ে পাঁচ হাজারের মতো চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়। এবার ৪২তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে দুই হাজার সহকারী সার্জন নিয়োগ দেয়া হবে। আগামী ১৬ ।ার্চ এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে।

আমাদের সময়
সোমবার ১৬ আগস্ট ২০২১ ॥ ১ ভাদ্র ১৪২৮

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন চত্বরে প্রতিষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর পর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ সোমবার
১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পিএসসির মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসাইন রবিবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পেশকালে তিনি এই পরামর্শ দেন। কমিশনের অন্যান্য সদস্যসগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। খবর বাসসর।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন বাসসকে জানান, সাক্ষাতকালে পিএসসির চেয়ারম্যান বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক ও করোনাকালে কর্ম-কমিশন পরিচালনায় গৃহীত

(১৫ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

পিএসসির মাধ্যমে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

পদক্ষেপ সম্পর্কে মোঃ আবদুল হামিদকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পিএসসিকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এতে সময়ের সাশ্রয় হবে এবং চাকরি প্রার্থীদের ভোগান্তি অনেকটা লাঘব হবে। রাষ্ট্রপতি সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেশের যোগ্য তরুণরা যাতে সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পায় তা নিশ্চিত করতে পিএসসি সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার | ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ | ২ পৌষ ১৪২৮ সমকাল

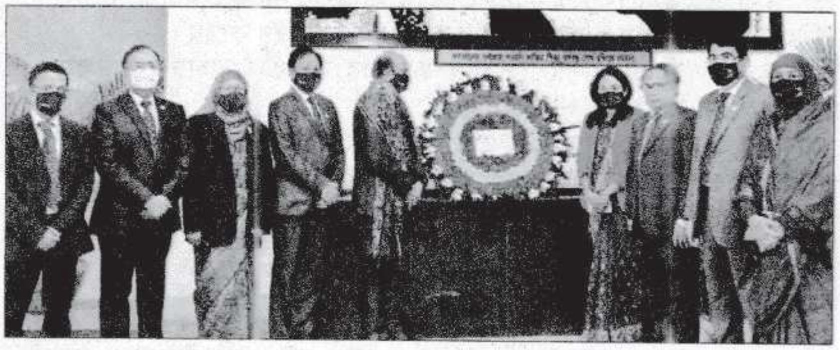

সরকারি কর্ম কমিশন

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরাসরি সম্প্রচারিত এ অনুষ্ঠান অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭১ মিলনায়তনে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত থেকে শপথবাক্য পাঠ করেন। সকালে কমিশন ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন, কমিশন সচিবালয়ের সচিব আছিয়া খাতুন প্রমুখ।

প্রতিদিনের সংবাদ

বৃহস্পতিবার | ঢাকা ১৮ মার্চ ২০২১, ৪ চৈত্র ১৪২৭, ৩ শাবান ১৪৪২

সরকারি কর্ম কমিশনে গতকাল 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস' পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশন চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কমিশন সচিবালয়ের সচিব আছিয়া খাতুন অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে কমিশন ভবন ও চত্বরে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

মানবকণ্ঠ
মঙ্গলবার
১৯ অক্টোবর ২০২১
৩ কার্তিক ১৪২৮
www.manobkantha.com.bd

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে 'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন উপলক্ষে গতকাল সোমবার বাদ জোহর বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের নামাজ কক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শাহাদাত বরণকারী সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা. আছিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।— সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মঙ্গলবার ২১ ডিসেম্বর ২০২১
৬ পৌষ ১৪২৮
যুগান্তর
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.com

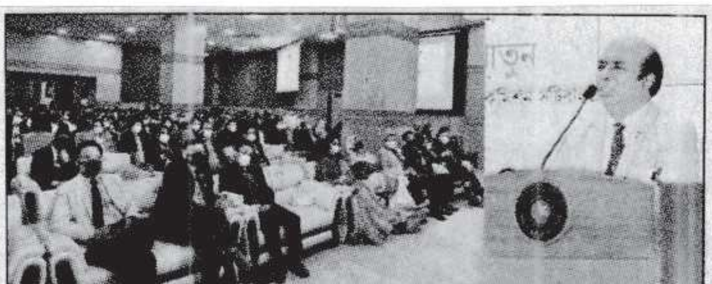

সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের '৭১ মিলনায়তনে' রোববার মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা. আছিয়া খাতুন। কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নির্মিত সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে 'বঙ্গবন্ধু যেন মানুষ ভালোবাসে' শীর্ষক ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো

পিএসসির মাধ্যমে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের পরামর্শ রাষ্ট্রপতির

বাসস
ঢাকা
প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২২: ০৭

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন–২০২০ পেশ করেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন। কমিশনের অন্য সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। রোববার, ২৮ ফেব্রুয়ারিছবি: পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পিএসসির চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন আজ রোববার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার সময় তিনি এ পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন জানান, সাক্ষাতের সময় পিএসসির চেয়ারম্যান বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক ও করোনাকালে কর্ম কমিশন পরিচালনায় গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পিএসসিকে নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, এতে সময়ের সাশ্রয় হবে এবং চাকরিপ্রার্থীদের ভোগান্তি অনেকটা লাঘব হবে।

বিজ্ঞাপন

এ সময় সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। দেশের যোগ্য তরুণেরা যাতে সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পান, তা নিশ্চিত করতে পিএসসি সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) ওয়াহিদুল ইসলাম খানসহ কমিশনের অন্য সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিদিনের সংবাদ
মঙ্গলবার | ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ১০ ফাল্গুন ১৪২৭, ১০ রজব ১৪৪২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে গত রবিবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পিএসসি চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সরকারি কর্ম কমিশন নিজেদের কাজ সততার সঙ্গে করলেই শহীদের প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয়

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত রবিবার ভার্চুয়াল আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। কমিশনের '৭১ মিলনায়তনে' এদিন সকাল সাড়ে ১১টায় 'ভাষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনায় মূল আলোচক ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য আব্দুল মান্নান। কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা. আছিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন।

পিএসসি চেয়ারম্যান বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের উষালগ্নের মহানায়ক। বাংলা ভাষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় নিজেদের কাজগুলো সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি, তবেই ভাষা শহীদদের প্রতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হবে।'

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৫ চৈত্র ১৪২৭
১৯ মার্চ ২০২১

৪১তম বিসিএসে পৌনে ৫ লাখ পরীক্ষার্থীর প্রিলি পরীক্ষা আজ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। করোনা সংক্রমণের মধ্যেই পৌনে ৫ লাখ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানালেও সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আগেই জানিয়েছে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯ মার্চেই ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে স্ব স্ব পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগত বিদেশি ভিভিআইপিদের চলাচলের জন্য শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

এ বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ইত্তেফাককে বলেন, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এরই মধ্যে পরীক্ষার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কেন্দ্রে যারা থাকবেন, তাদের জন্য বেশকিছু নির্দেশনাও দিয়েছি আমরা। কোনো কেন্দ্রে যদি কোনো প্রার্থীর তাপমাত্রা বেশি থাকে, তাহলে তাকে অন্য হলে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া আছে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, ৮ আশ্বিন ১৪২৮

নিয়োগের জট কাটছে, চাকরির দুয়ার খুলছে

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

আটকে থাকা চাকরির পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আসছে নতুন নতুন বিজ্ঞপ্তি।

- দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিতদের মধ্যে।
- সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়সে ছাড় দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মোছাব্বের হোসেন, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে চাকরির খোঁজ করছিলেন সাব্বির হোসেন। নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিলেন, নতুন বিজ্ঞপ্তি দেখলে আবেদন করছিলেন। তবে গত বছরের মার্চে করোনা সংক্রমণ শুরুর পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সরকারি-বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষা। নতুন বিজ্ঞপ্তিও শূন্যে নেমে আসে। হতাশ হয়ে ঢাকার মেস ছেড়ে গ্রামের বাড়ি মাগুরায় চলে যান তিনি।

সাব্বির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, করোনা পরিস্থিতির কবে উন্নতি হবে, কবে আবার নিয়োগ পরীক্ষা হবে—এসব নিয়ে অনিশ্চয়তায় তিনি চাকরির জন্য পড়াশোনা বাদ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবার ঢাকায় ফিরেছেন। নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পড়াশোনা করছেন। করোনার কারণে চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা নেওয়ায় যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল, তা কেটে যাচ্ছে।

দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিতদের মধ্যে। সাব্বিরের মতো লাখো তরুণ চাকরির আশায়। তাঁদের জন্য সুখবর হলো, সরকারি-বেসরকারি খাতে চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বাড়ছে। সশরীর নিয়োগ পরীক্ষাও হচ্ছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস), সরকারি সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের আটকে থাকা নিয়োগ পরীক্ষার নতুন তারিখ দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য চাকরির দরজা আবার খুলতে শুরু করেছে।

চাকরিবিষয়ক ওয়েবসাইট বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফাহিম মাসরুর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত বছরের এপ্রিল ও মে মাসে আমাদের ওয়েবসাইটে চাকরির বিজ্ঞাপন প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপ্রক্রিয়া স্থগিত করেছিল। আশার খবর হচ্ছে, সেই আটকে থাকা নিয়োগ কার্যক্রমগুলো আবার শুরু হয়েছে। নতুন নতুন চাকরির বিজ্ঞাপন আসছে।'

করোনাকালে বেকারের চিত্র কী দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে কোনো জরিপ হয়নি। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ বলে, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সারা দেশে ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার ছিলেন। বেকারদের মধ্যে ৩৯ শতাংশই শিক্ষিত বেকার। বিপরীতে সরকারি চাকরিতে অনেক পদ খালি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

“ ৪৩তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে। শিগগিরই ৪০ ও ৪১তম বিসিএসের পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে।

সোহরাব হোসাইন,
চেয়ারম্যান, পিএসসি

» চোখ রাখুন : আগামীকাল ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবার প্রথম আলোর মূল পত্রিকার সঙ্গে থাকছে অতিরিক্ত ৪ পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র **চাকরি-বাকরি**।

আলোকিত বাংলাদেশ

শনিবার ■ ১৩ চৈত্র ১৪২৭ ■ ১২ শাবান ১৪৪২ ■ ২৭ মার্চ ২০২১

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, ৮ আশ্বিন ১৪২৮

নিয়োগের জট কাটছে, চাকরির দুয়ার খুলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস, ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে সরকারি চাকরিতে ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৫টি পদ শূন্য।

বিসিএস পরীক্ষা

চাকরিপ্রার্থীদের সুখবর দিতে যাচ্ছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। সংস্থাটি জানিয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নতুন একটি বিসিএস নিয়ে কাজ করছে। এটি হবে ৪৪তম বিসিএস। এই বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি কিছুটা এগিয়ে এ বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত হতে পারে। কারণ, আবেদনের ক্ষেত্রে অনেকের বয়সসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। এই বিসিএসে পদের সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশি রাখা হতে পারে।

এদিকে আগামী ২৯ অক্টোবর ৪৩তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি। এতে প্রায় ৪ লাখ প্রার্থী আবেদন করেছেন। একই সঙ্গে পিএসসি ৪০তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা ও ৪১তম বিসিএসের আটকে থাকা লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার কথাও ভাবছে।

পিএসসির চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন *প্রথম আলোকে* বলেন, চাকরিপ্রার্থীদের করোনার টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংক্রমণও এখন কম। তাই ৪৩তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে। শিগগিরই ৪০ ও ৪১তম বিসিএসের পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে। তিনি বলেন, পিএসসি কার্যক্রম সচল করেছে। নিয়োগজট কমাতেও বিশেষ পরিকল্পনা বা রোডম্যাপ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

ব্যাংকে নিয়োগ

করোনায় বন্ধ থাকা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষাগুলো আবার শুরুর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি। সব রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের সমন্বিত নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র অফিসার (সাধারণ) পদে নিয়োগে আটকে থাকা পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এতে ৮৬৮টি পদের বিপরীতে প্রায় তিন লাখ প্রার্থী আবেদন করেছেন। আরও ৭টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২ হাজার ৪৭৮টি শূন্য পদে 'অফিসার (সাধারণ)' নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। যেকোনো সময় এই পরীক্ষার দিনক্ষণ জানানো হবে।

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানান, করোনা পরিস্থিতিতে কম প্রার্থী থাকা কিছু নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এটা পরীক্ষামূলক। শিগগিরই সব আটকে থাকা নিয়োগ পরীক্ষা শুরু হবে।

নতুন চাকরি

করোনার সংক্রমণ কমে আসার পর নতুন নতুন সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখা যাচ্ছে দৈনিক পত্রিকা ও চাকরির ওয়েবসাইটগুলোতে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সেনাশিক্ষা কোরে 'জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার)' পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। পুলিশের একটি বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিন হাজার পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সাবমেরিন কেব্‌ল কোম্পানি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেনাকল্যাণ সংস্থাসহ বেশ কিছু সরকারি সংস্থা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নতুন নিয়োগ চলছে। নতুন বিজ্ঞপ্তি আসছে।

বয়সে ছাড়

করোনার কারণে দীর্ঘদিন চাকরির পরীক্ষা নেওয়া এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। এতে অনেকের চাকরির আবেদনের বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে। অবশ্য সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়সে ছাড় দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে ১৪ সেপ্টেম্বর বলা হয়, যেসব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত বা জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন শ্রেণির সরকারি চাকরিতে (বিসিএস ছাড়া) সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানকে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে গত বছরের ২৫ মার্চ বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ দিতে হবে। এ নির্দেশ কার্যকর থাকবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আলোকিত বাংলাদেশ
শনিবার ■ ১৬ মাঘ ১৪২৭ ■ ১৬ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ■ ৩০ জানুয়ারি ২০২১

পিএসসির নতুন সদস্য অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা এবং প্রকৌশলী জাহিদুর রশিদকে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্টের জাজেস লাউঞ্জে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

শপথ নিলেন পিএসসির নতুন দুই সদস্য

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা এবং প্রকৌশলী জাহিদুর রশিদ শপথ নিয়েছেন।
গত বৃহস্পতিবার বিকালে সুপ্রিমকোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। এ সময়ে পিএসসির চেয়ারম্যান, কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
শপথ গ্রহণের পর নতুন দুই সদস্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তারা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে দর্শনার্থী বইয়ে তাদেও অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো
শনিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২১, ১৪ কার্তিক ১৪২৮

বিসিএস পরীক্ষা দিলেন ৩ লাখ ২১ হাজার প্রার্থী

৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এবার ৩ লাখ ২১ হাজার ৫৭২ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পিএসসি সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই বিসিএসে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৮৩২ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। তবে গতকাল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন ৩ লাখ ২১ হাজার প্রার্থী।
৪৩তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৮১৪ জন কর্মকর্তা নেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারে ৩০০ জন, পুলিশ ক্যাডারে ১০০ জন, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ২৫ জন, শিক্ষা ক্যাডারের জন্য ৮৪৩ জন, অডিটে ৩৫ জন, তথ্যে ২২ জন, ট্যাক্সে ১৯ জন, কাস্টমসে ১৪ জন ও সমবায়ে ১৯ জন নিয়োগ দেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সমকাল
শনিবার | ২৭ মার্চ ২০২১ | ১৩ চৈত্র ১৪২৭

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কমিশন চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২১, ১৬ মাঘ ১৪২৭

আমি প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিসিএস ক্যাডার : মাহবুবুর রহমান

মাহবুবুর রহমান। চোখের আলো নেই, তবে মনের আলো আর মনের জোরে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩৪তম বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হওয়ার গল্পটাও অনন্য। মাহবুবুর রহমান বর্তমানে সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক। তাঁর মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এগিয়ে নিতে গড়ে তুলেছেন সাংস্কৃতিক সংগঠন গঙ্গাপদ্মা শিল্পীগোষ্ঠী। সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে মাহবুবুর রহমানের জীবনের কথা। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অতীশ মিত্র**

মাহবুবুর রহমান মনের আলোয় দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন, হয়েছেন বিসিএস ক্যাডার। ছবি : সংগৃহীত

আপনি নিজেও তো সিলেটে পড়াশোনা করেছেন?
মাহবুবুর রহমান : আমাদের বাড়ি সিলেটে। শৈশবে স্থানীয় এক হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়েছিল। এরপর আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে আমার স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে, ঢাকার মিরপুর ১৪ নম্বরের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে। ২০০০ সালে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন সিলেটে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে স্কুল ছিল না। মৌলভীবাজারের বিদ্যালয়ে ছিল। একজন শিক্ষক ছিলেন আমাদের দেখভাল করার জন্য। এ কারণেই সেখানে ভর্তি হওয়া। ২০০৫ সালে আমি এসএসসি পাস করি সেই স্কুল থেকে। মানবিক বিভাগ থেকে আমার ফল ছিল জিপিএ-৪.৮৮।

উচ্চমাধ্যমিক কোথায় পড়লেন?
মাহবুবুর রহমান : উচ্চমাধ্যমিক ভর্তি হই সিলেট জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে। আমাদের বাসার কাছেই। ২০০৭ সালে জিপিএ-৪.৪০ পেয়ে আমি উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করি। আমরা কোচিং সেন্টারে কোচিং করতে পারতাম না। আমি বিভিন্ন কোচিং থেকে লেকচার শিট জোগাড় করতাম। সেগুলো আমার বোনেরা রেকর্ড করে দিত। আমি শুনে শুনে পড়তাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম একজন শ্রুতলেখকের সহায়তায়। ভর্তি পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হই। ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তির সুযোগ পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করি।

পরিবারে আর কে আছেন?
মাহবুবুর রহমান : আমার মা-বাবা আর ছোট তিন বোন। তাঁদের কারণেই আমি আজ এতটা পথ আসতে পেরেছি।

শৈশবেই কি চোখের আলো হারিয়ে ফেলেন?
মাহবুবুর রহমান : আমার জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মা-বাবা বুঝে ফেলেন, আমার চোখে সমস্যা আছে। তখন আমার মা-বাবা তো তরুণ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এমন একজন শিশুকে নিয়ে কিছুটা কষ্ট পেলেন। কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। শৈশবে নিজেকে যখন বুঝতে পারতাম না, তত দিন পর্যন্ত সমস্যা ছিল না। যখন আমি বাইরে গেলাম, যখন আমি খেলতে গেলাম তখন বুঝলাম আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। যারা ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলছে, আমি তো তাদের সঙ্গে খেলতে পারছি না। আমার বেশির ভাগ সময় কাটত বড় ভাইদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। আমি তখন সৃজনশীল কিছু করতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার আম্মু খুব বুদ্ধিমতী। তিনি আমাকে আবৃত্তির ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিলেন, গানের ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার বিকেল যেন ভালো করে কাটে। কিন্তু তারপরও একটা পার্থক্য তৈরি হলো।

সে পার্থক্য ঘোচাতেই কি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করছেন?
মাহবুবুর রহমান : অনেকটা সে কারণেই। তাঁদের নিয়ে আমি বেশ কিছু গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছি। তাঁদের কর্মসংস্থানের পথ খুঁজছি। অনুসন্ধান করছি। ভয়েস ওভার, ভয়েস অ্যাকটিংসহ এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনায়াসে ভালো করতে পারেন। আমি আমার মেধা-শ্রম দিয়ে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তাঁদের এগিয়ে নিতে তা প্রয়োগ করব, তাঁদের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব।

গঙ্গাপদ্মা শিল্পীগোষ্ঠী কী ধরনের কাজ করে?
মাহবুবুর রহমান : গঙ্গাপদ্মা শিল্পীগোষ্ঠী শ্রুতিনাটক তৈরি করছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য এটি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছি আমরা। এই মানুষদের কর্মক্ষেত্র সীমিত। আমরা তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সমাজের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাই রেডিও ও টিভিগুলো যেন আমাদের নাটক নেয়, তারই চেষ্টা করছি।

নাটকগুলো আপনারা কীভাবে নির্মাণ করেন?
মাহবুবুর রহমান : নাটক নির্মাণের পথটাও আমাদের জন্য মসৃণ নয়। লিখিত কোনো চিত্রনাট্য সরাসরি আমাদের কাজে আসে না। আমাদের কর্মীরাও একেকজন দেশের একেক প্রান্তে থাকেন। তাই হোয়াটসঅ্যাপে তাঁদের নির্দেশনা দিতে হয়। তাঁরাও তাঁদের অভিনীত অংশ রেকর্ড করে পাঠায় সম্পাদনার জন্য। এরপর আমি মূল নাটকটি দাঁড় করাই। আমরা বেশ কিছু নাটক তৈরি করেছি। একটি নাটক এবিসি রেডিও ৮৯.২ এফএমে প্রচারিত হয়েছে।

আপনার পেশাগত জীবন কেমন চলছে?
মাহবুবুর রহমান : আমি ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে সিলেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কাজ করছি। মাঝে শিক্ষাছুটিতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। সেখানকার বোস্টন কলেজে পাঠক্রম শিক্ষাদান বিষয়ে এমএড সম্পন্ন করেছি।

এটি আপনার প্রথম কর্মক্ষেত্র?
মাহবুবুর রহমান : আমার প্রথম চাকরি ছিল স্নাতকোত্তর শেষ করার পর। তখন সহযোগী শিক্ষক হিসেবে সরকারি প্রকল্পের অধীনে সিলেটের গোয়াইনঘাটের একটি স্কুলে যোগ দিয়েছিলাম। এরপর তো বিসিএস হলো।

বিসিএস দিতে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা হলো?
মাহবুবুর রহমান : স্নাতকের শেষ দিকেই নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি। বিসিএসের প্রস্তুতিও চলছিল। আমি ৩৪তম বিসিএসে অংশ নিয়েছিলাম। অনেক আন্দোলনের পর ৩২তম বিসিএস থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ চূড়ান্ত নিয়োগ পাননি। ৩৪ম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আমরা ২০ থেকে ২৫ জন অংশ নিয়েছিলাম। শ্রুতলেখকের সহায়তায় পরীক্ষা দিলাম। লিখিত পরীক্ষা শেষে আমরা চারজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেয়েছিলাম। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে আমিই প্রথম নিয়োগ পেলাম।

এর মধ্যেই তো নরওয়ে থেকে ডাক এল...
মাহবুবুর রহমান : যে দিন ৩৪তম বিসিএসের সাক্ষাৎকার দিয়ে আসি, সেদিন রাতেই নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব অসলো থেকে একটি মেইল পাই। তারা জানায়, আমি এমফিল করার সুযোগ পেয়েছি। একধরনের দোটানায় পড়ে যাই। বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের সময় যেহেতু তখনো ঠিক হয়নি, তাই আমার শিক্ষকেরা তখন পরামর্শ দিলেন নরওয়ে যাওয়ার।

সেখানে অভিজ্ঞতা কেমন হলো?
মাহবুবুর রহমান : দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হিসেবে শুরুতে এ-যাত্রায় বিশাল প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভিনদেশ, নতুন পরিবেশ, বরফের ওপর হাঁটা, একা রান্না করে খাওয়া—নবজাতকের মতো আমাকে নতুন করে শিখতে হলো সব। ছোটবেলা থেকে চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি, চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো এটুকু পথ এলাম। এরপর নরওয়ের দিনগুলো সুন্দর কাটল। এমফিলের বিষয় ছিল বিশেষ শিক্ষা। কারণ, এমফিলের অংশ হিসেবে তখন আমি দেশে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করছিলাম। ২০১৬ সালে সিলেটের চুনারুঘাট সরকারি কলেজে যোগ দিই। ইউনিভার্সিটি অব অসলোর তখনো একটি সেমিস্টার অসম্পন্ন ছিল। চুনারুঘাটের কর্মস্থলে ছয় মাস কাটানোর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করি সেমিস্টার সম্পন্ন করার জন্য। ছুটি পাই। এরপর এসে যোগ দিই সিলেট টিচার ট্রেনিং কলেজে।

বিসিএসে চূড়ান্ত নিয়োগ পেলেন কবে?
মাহবুবুর রহমান : এর মধ্যে দেশে আসতে হয়েছিল। বিসিএসের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হয়েছে। যোগদানের প্রক্রিয়া যখন শুরু হলো, তখন আমি দেশেই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতেই হয়।

পরিশিষ্ট-১

১৯৭২-২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৪.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২.১২.১৯৮২	৩১.০৫.১৯৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১.০৬.১৯৮৬	০১.০৫.১৯৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১.০৬.১৯৯১	১৩.০৯.১৯৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	১৪.০৯.১৯৯১	৩১.০১.১৯৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা	-	০১.০২.১৯৯৩	০৬.০৩.১৯৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৭.০৩.১৯৯৩	০৫.০৩.১৯৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচডি	২৫.০৩.১৯৯৮	২৩.০১.২০০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহ্‌মিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৯.০৫.২০০২	০৮.০৫.২০০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচডি	০৯.০৫.২০০৭	২৩.১১.২০১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭.১১.২০১১	২০.১২.২০১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪.১২.২০১৩	১৩.০৪.২০১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	এম.এ. পিএইচডি	০২.০৫.২০১৬	১৮.০৯.২০২০
১৬.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	এম.এ	২১.০৯.২০২০	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(ক)

১৯৭২-২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব আলীম দাদ খান (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	০১.১১.৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী (১ম কমিশন)	-	২৬.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন (১ম কমিশন)	-	২৩.০৪.১৯৭৩	০৮.০৬.৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান (১ম কমিশন)	-	০৭.০৮.১৯৭৫	২১.১২.৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন (১ম কমিশন)	-	১৫.৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
১১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৯.১১.৭৬
১২.	জনাব বজলুর রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	২৯.০২.৭৬
১৩.	জনাব একরামুল কবীর (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	৩০.১০.৭৪
১৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৬.	বেগম মাহমুদা রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	২১.১২.৭৭
১৮.	জনাব একরামুল হক (২য় কমিশন)	-	২৩.১১.৭৪	২১.১২.৭৭
১৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল (২য় কমিশন)	-	০৭.০৭.৭৫	২১.১২.৭৭
২০.	জনাব আজহারুল ইসলাম (২য় কমিশন)	-	১৭.০৭.৭৫	২১.১২.৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
২১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২.১২.৭৭	১৩.১১.৭৮
২২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২.১২.৭৭	০৩.১২.৭৮
২৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২.১২.৭৭	৩০.০৪.৭৯
২৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২.১২.৭৭	১৭.০৯.৮১
২৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২.১২.৭৭	০৬.০৭.৮০
২৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২.১২.৭৭	১৬.০৭.৮০
২৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২.১২.৭৭	০৭.০৮.৮০
২৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২.১২.৭৭	০৩.০৫.৮২
২৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২.১২.৭৭	২১.১২.৮২
৩০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২.১২.৭৭	৩১.১০.৮১
৩১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২.১২.৭৭	০১.০৭.৮২
৩২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪.০৯.৮১	০৩.০৯.৮৬
৩৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১.১০.৮১	২৬.০১.৮২
৩৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১.০৩.৮২	০১.০৩.৮৭
৩৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১.০৩.৮২	১৫.০৬.৮২
৩৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্মসচিব (অবঃ) সংস্থাপন বিভাগ	০৮.০৩.৮২	৩১.১২.৮৩
৩৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬.০৫.৮২	৩১.১২.৮৪
৩৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫.০৭.৮৩	২৮.০১.৮৫
৩৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯.১২.৮৪	৩১.০৩.৮৮
৪০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯.১২.৮৪	১৮.১২.৮৯
৪১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০২.৮৫	০৯.০২.৯০
৪২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০.০২.৮৫	০৬.০৮.৮৫
৪৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮.০৪.৮৫	১৭.০৪.৯০

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৪৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫.১২.৮৫	১৪.১২.৯০
৪৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪.০৯.৮৬	১৩.০৯.৯১
৪৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮.০৪.৮৭	১৩.০৪.৮৯
৪৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.৮৮	৩১.০৭.৯২
৪৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার ঢাকা বিভাগ	০৩.০৭.৮৯	৩০.০৬.৯৪
৪৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১.০৪.৯০	৩১.১২.৯৩
৫০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭.০৮.৯০	৩১.১২.৯৪
৫১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০.০৩.৯১	৩০.০৯.৯৫
৫২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১.০৩.৯১	০৪.০২.৯২
৫৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্মসচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০.১২.৯১	৩০.১১.৯৫
৫৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১.০৯.৯২	৩০.০৬.৯৬
৫৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০২.৯৪	১৮.০২.৯৯
৫৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৮.৯৪	০৪.০৫.৯৯
৫৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.০৮.৯৪	২৫.০৮.৯৯
৫৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬.০২.৯৫	০৩.০২.২০০০
৫৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১.১২.৯৫	১৩.০২.৯৯
৬০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১.১২.৯৫	০১.১২.৯৯
৬১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এম এন্ড আর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	০৪.০৩.৯৭	২৬.০২.৯৯

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৬২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪.০৩.৯৭	০২.০৩.০২
৬৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪.০৩.৯৭	০৬.০১.০২
৬৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.৯৭	৩০.১০.০১
৬৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.৯৭	২২.০৫.০২
৬৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯.০৪.৯৯	০৪.০১.২০০০
৬৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯.০৪.৯৯	১৮.০৪.০৪
৬৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯.০৪.৯৯	৩১.০৮.৯৯
৬৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১.০৯.৯৯	১৩.১০.০৩
৭০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি, বিএসএমএমইউ	২১.০৯.৯৯	২০.০৯.০৪
৭১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	-	১৪.০২.২০০০	১৫.০৫.০৫
৭২.	কাজী গোলাম রসুল	-	২৯.০২.২০০০	৩০.১২.০৩
৭৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	-	২৯.১০.২০০০	২১.০১.০২
৭৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮.০২.২০০১	২৭.০২.০৬
৭৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০১.১২.২০০১	৩০.১১.০৬
৭৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০১.২০০২	০৮.০৬.০৫
৭৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	প্রফেসর, শিশু বিভাগ	২৩.০৫.২০০২	২৯.০১.০৪
৭৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০.০৯.২০০২	০২.০৪.০৭
৭৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪.০৩.২০০৩	০৩.০৩.০৮
৮০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০২.২০০৪	পদত্যাগ
৮১.	কর্নেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫.০৪.২০০৪	২৪.০৪.০৯
৮২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৫.২০০৪	পদত্যাগ
৮৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪.১০.২০০৪	২৯.০১.০৭

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৮৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১.১০.২০০৪	৩০.১০.০৯
৮৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৬.২০০৫	পদত্যাগ
৮৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	০৬.০৩.২০০৬	পদত্যাগ
৮৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭.১০.২০০৬	পদত্যাগ
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১.০৬.২০০৭	১০.০১.১২
৮৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১.০৬.২০০৭	২০.০৬.১২
৯০.	মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮.০৭.২০০৭	৩১.১২.১১
৯১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০৮.০৭.২০০৭	৩০.০৬.১০
৯২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২.০৭.২০০৭	১১.০৭.১২
৯৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩.০৩.২০০৮	১২.০৩.১৩
৯৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩.০৩.২০০৯	২২.০৩.১৪
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯.০৪.২০০৯	১৬.০৯.১২
৯৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০৪.২০০৯	১৪.০৪.১৪
৯৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩.০৬.২০০৯	২৪.১১.১১
৯৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৭.০৭.১৪
৯৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৩.১২.১৩
১০০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৯.০৭.২০০৯	০১.০১.১৪
১০১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০.১২.২০০৯	২৯.১২.১৪
১০২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬.০৯.২০১০	১৫.০৯.১৫

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১০৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১১	০৭.০১.১৩
১০৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	১৫.০৩.২০১২	১১.০৬.১৪
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৩.২০১২	১৪.০৩.১৭
১০৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৮.২০১২	০১.০৮.১৭
১০৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৯.২০১২	৩০.০৩.১৫
১০৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	৩০.১২.১৭
১০৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	২৮.০২.১৮
১১০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক চেয়ারম্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও অধ্যাপক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০৫.২০১৩	১৯.০৫.১৮
১১১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর লোক প্রশাসন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.২০১৪	২০.০৯.১৭
১১২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০৪.২০১৪	২৫.১১.১৪
১১৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.১৬
১১৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.১৬
১১৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.১৯
১১৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ্ আবদুল লতিফ	প্রফেসর ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
১১৯.	শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
১২০.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১২১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‍্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬.০৫.২০১৬	৩১.১২.২০১৯
১২২.	মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সরকারের সাবেক সচিব	২৩.০৮.২০১৭	৩১.১০.২০২১
১২৩.	নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
১২৪.	কাজী সালাহ্‌উদ্দিন আকবর	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
১২৫.	প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক	মহাপরিচালক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৮.০৩.২০১৮	বর্তমান
১২৬.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৫.২০১৮	০৪.১১.২০২১
১২৭.	জনাব আবদুল মান্নান	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.০৬.২০১৮	বর্তমান
১২৮.	অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	অধ্যাপক কৃষি রসায়ন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.০৭.২০১৮	বর্তমান
১২৯.	জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
১৩০.	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
১৩১.	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
১৩২.	জনাব ও.এন. সিদ্দিকা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
১৩৩.	জনাব মোঃ শামীম আহসান	সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত	০৪.১০.২০২০	বর্তমান
১৩৪.	অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
১৩৫.	জনাব জাহিদুর রশিদ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড	২৮.০১.২০২১	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(খ)

২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন	সচিব	০৭.০৬.২০২০	৩১.১২.২০২১	-
২.	জনাব এ,কে,এম, নুরুন্নবী কবির	অতিরিক্ত সচিব	০৬.১০.২০২০	বর্তমান	-
৩.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) (যুগ্ম সচিব)	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	-
৪.	জনাব নূর আহ্‌মদ	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) (যুগ্মসচিব)	০৬.১০.২০২০	বর্তমান	
৫.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২১.০৯.২০২০	বর্তমান	
৬.	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস	আইন কর্মকর্তা (উপসচিব)	০৮.১১.২০২১	বর্তমান	
৭.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)	০৫.১১.২০২০	বর্তমান	
৮.	জনাব এস, এম, সাইদুল ইসলাম	উপ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)	০১.০৪.২০২১	বর্তমান	
৯.	জনাব মোঃ রাজা মিয়া	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০২.২০১৯	বর্তমান	
১০.	জনাব সুব্রত কুমার দে	উপসচিব (প্রশাসন)	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
১১.	জনাব গোলাম কিবরিয়া	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (উপসচিব)	১৯.০৭.২০২১	বর্তমান	-
১২.	ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (উপসচিব)	২৪.০৪.২০১৭	০২.০৯.২০২১	-
১৩.	জনাব লুলু বিলকিস বানু	উপসচিব (আইন)	১৬.০৫.২০১৭	বর্তমান	-
১৪.	জনাব মোঃ মাহিদুর রহমান	পরিচালক (উপসচিব)	০৫.০৮.২০২০	বর্তমান	-
১৫.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব (অর্থ ও সেবা)	১৬.০৮.২০২০	বর্তমান	-
১৬.	জনাব ফরিদা সুলতানা	পরিচালক (উপসচিব)	২২.০৩.২০১৮	২৩.০৩.২০২১	-
১৭.	জনাব হাছিনা আক্তার	পরিচালক (উপসচিব)	২২.০৩.২০১৮	বর্তমান	-
১৮.	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০২.২০১৯	বর্তমান	-
১৯.	জনাব সামসুন নাহার সুমি	পরিচালক (উপসচিব)	১৭.১২.২০১৮	বর্তমান	-
২০.	জনাব জি.এম.মোস্তফা	সিস্টেম এনালিস্ট	২৫.০৩.২০০৩	বর্তমান	-
২১.	জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস	পরিচালক	০৬.০৬.২০০৫	০৭.০৩.২০২১	-
২২.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মামুন	পরিচালক	২৩.১০.২০০৮	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৩.	জনাব মোঃ মহসিন আলম	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৪.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৫.	জনাব দিলাওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৬.	জনাব মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৭.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৮.	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
২৯.	জনাব পান্নু চন্দ্র দে	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	০১.১১.২০২১	-
৩০.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৩১.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	পরিচালক (উপসচিব)	১৬.০৩.২০২১	বর্তমান	
৩২.	জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন তালুকদার	পরিচালক (উপসচিব)	১৬.০৩.২০২১	০৪.১১.২০২১	
৩৩.	জনাব জন কেনেডি জাম্বিল	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৫.০৭.২০১৯	১২.০৪.২০২১	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৩৪.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭.০৯.২০২০	১৫.০৩.২০২১	-
৩৫.	জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন তালুকদার	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১.০২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	-
৩৬.	জনাব এ.এস.এম. মাঈন উদ্দিন	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৬.০৩.২০২০	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব জামিলা শবনম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৯.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৩৮.	জনাব সুলতানা রাজিয়া	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১.০৬.২০২১	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৩৯.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০.১২.২০২১	বর্তমান	
৪০.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	প্রোগ্রামার	০৮.১২.২০০৫	বর্তমান	-
৪১.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪২.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৩.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪৫.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৬.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৭.	জনাব উম্মে খায়ের কুলসুম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	-
৪৮.	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	ঊর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৪৯.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	০২.০৩.২০১৪	বর্তমান	-
৫০.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	১২.১০.২০২১	-
৫১.	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	১০.১২.২০২১	-
৫২.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	উপপরিচালক	২৪.১২.২০১৫	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৩.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	বর্তমান	-
৫৪.	জনাব উম্মে আছমা আয়শা	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৫.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৬.	জনাব মোঃ শফিউল্লাহ্	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৭.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৮.	জনাব এস.এম. ইসরাফিল হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	-
৫৯.	জনাব ইসরাত শারমীন	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১৭	বর্তমান	-
৬০.	জনাব হেলেনা বেগম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬২.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব আফরোজা তানজিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব শোভন সমদ্দার	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৫.	জনাব মোঃ মোখলেছ মোহসিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৬.	জনাব রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৬৭.	জনাব এস,এস,এম, গিয়াস উদ্দীন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব পাপিয়া সুলতানা	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৯.	জনাব এম, এ মান্নান	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭০.	জনাব মোঃ আজিজুল হক	উপপরিচালক	২২.১২.২০২০	বর্তমান	
৭১.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	উপপরিচালক	০৫.০৯.২০২১	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭২.	জনাব শেখ শরীফুল ইসলাম	উপপরিচালক	২৩.১২.২০২১	বর্তমান	
৭৩.	জনাব রুমা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭.০৭.২০১৩	বর্তমান	-
৭৪.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	সহকারী প্রোগ্রামার	২৭.০৫.২০১৪	বর্তমান	শিক্ষা ছুটিতে আছেন
৭৫.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী পরিচালক	১৮.১১.২০১৪	বর্তমান	-
৭৬.	জনাব শেখ শরীফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	২২.০২.২০১৫	২২.১২.২০২১	-
৭৭.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৫	০৪.০৯.২০২১	-
৭৮.	জনাব শামসুন নাহার	সহকারী পরিচালক	১২.০৩.২০১৭	বর্তমান	-
৭৯.	জনাব শ্যাম চরন প্রামানিক	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮০.	জনাব মোঃ মাহ্বুবর রহমান	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৮১.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহকারী সচিব	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৮৪.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	সহকারী পরিচালক	২৬.০৭.২০১৭	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব ছন্দা রায়	সহকারী পরিচালক	০১.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৮৭.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৮৮.	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৩.০৬.২০১৮	বর্তমান	-
৮৯.	জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৯০.	জনাব মোঃ ওসমান গনি	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৯১.	জনাব মোঃ মনজুরুল হক	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৯২.	জনাব মামুন-আল-হাসান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৯৩.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯৪.	জনাব নাসরিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৫.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৬.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৭.	জনাব নাসরিন জাহান	সহকারী পরিচালক	৩০.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৯৮.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক	০৪.০৪.২০১৯	বর্তমান	-
৯৯.	জনাব ইরতিজা খান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০০.	জনাব রক্তিম চন্দ্র সরকার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০১.	জনাব এস.কে. সালেহ আহমেদ	সহকারী প্রোগ্রামার	০৭.১১.২০১৯	বর্তমান	-
১০২.	জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৩.	জনাব সাহিদা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৪.	জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৩.০২.২০২০	বর্তমান	-
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১০৬.	জনাব অচিন্ত্য কুমার	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১০৭.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১০৮.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১০৯.	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম আকন	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১০.	জনাব মোঃ জাহিদ হাসান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১১.	জনাব নাহিদ হোসেন	সহকারী পরিচালক	২৬.০২.২০২১	বর্তমান	-
১১২.	জনাব তাসমিরা জাহান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৩.	জনাব মোঃ আজহারুল আলম	সহকারী সচিব	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৪.	জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম	সহকারী সচিব	২২.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৫.	মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)	২৯.০৯.২০১৪	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-১(গ)

২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ সৈয়দ ফজলুল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
২.	জনাব মোঃ রকিবুর রহমান মিনা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৩.	জনাব শাহানারা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৪.	জনাব মোঃ ছাদেক হোসেন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৫.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৬.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯.০২.২০০৯	২৩.০৬.২০২১	-
৭.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	২৩.০৬.২০২১	-
৮.	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	বর্তমান	-
৯.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম আকন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৯.০৭.২০১০	২৩.০৬.২০২১	-
১০.	জনাব সেতারা-ই-জামিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১১.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১২.	মোছাঃ মনোয়ারা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৩.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৪.	জনাব মোছাঃ নাজমা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৫.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১০.২০১০	বর্তমান	-
১৬.	জনাব মোঃ শাহ আলম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮.১২.২০১০	বর্তমান	-
১৭.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১৮.	জনাব কেফাতুল্লাহ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১৯.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২০.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২১.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	২০.১২.২০১১	বর্তমান	-
২২.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
২৩.	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৪.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৫.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.১২.২০১২	বর্তমান	-
২৬.	জনাব রাবেয়া খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
২৭.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
২৮.	জনাব শারমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
২৯.	জনাব মোসলেমা খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
৩০.	জনাব মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩১.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩২.	জনাব রোকসানা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩৩.	জনাব ইসমত আরা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০৭.২০১৪	বর্তমান	-
৩৪.	জনাব পারভিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৫.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৬.	জনাব শাহানারা খানম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৮.	জনাব তাসলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	-
৩৯.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৪০.	জনাব নির্মল চন্দ্র রায়	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৪১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৪২.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৩.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ কবীর	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৫.	জনাব মোঃ আবু তাহের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৪৬.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৪৭.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৪৮.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৪৯.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৫০.	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫১.	জনাব মোজাম্মেল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৫২.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৩.	জনাব আলমগীর হোসেন মল্লিক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৪.	জনাব মোসলেম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৫.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫৬.	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৭.	জনাব এনামুল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৮.	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫৯.	জনাব শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬০.	জনাব শাহানাজ পারভীন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬১.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২.০৩.২০১৭	বর্তমান	-
৬৫.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৬.	জনাব এস.এম মোস্তাক আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০২.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৭.	জনাব হাবিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব পরীক্ষিত মধু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৯.	জনাব বদিরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৭০.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৭১.	জনাব মোঃ আবদুল করীম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৭২.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	-
৭৩.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৭৪.	জনাব লাবনী খান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৭৫.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	১৭.০৯.২০১৮	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭৬.	আবু হাসনাত	প্রশাসনিক কর্মকতা	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	-
৭৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৭৮.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৭৯.	জনাব মনিরা মোর্শেদা	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	১১.০২.২০২১	-
৮০.	জনাব মুক্তারুন নেছা	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১৫.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮১.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১৭.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৫.১০.২০১৯	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০২০	বর্তমান	-
৮৪.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০২০	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৭.	জনাব আমেনা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৮.	জনাব নূরজাহান খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৯.	জনাব কনিকা রানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯০.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯১.	জনাব আব্দুল গনি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯২.	জনাব মলি খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯৩.	জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯৪.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯৫.	ছৈয়দ মোহাম্মদ ফরহান উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৯৬.	জনাব এ,বি,এম সামছুউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-
৯৭.	জনাব ফরিদা পারভীন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-১ (ঘ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
সাংবিধানিক পদ					
১.	চেয়ারম্যান	১	১	০	সাংবিধানিক পদ
২.	সদস্য	১৪	১২	২	সাংবিধানিক পদ
	মোট	১৫	১৩	২	
প্রথম শ্রেণি					
১.	সচিব	১	১	০	কর্মরত
২.	যুগ্মসচিব	২	১	১	১ জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত
৩.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	২	২	০	২ জন যুগ্মসচিব প্রেষণে কর্মরত
৪.	উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	৪	০	৪	পদ নতুনভাবে সৃজন করা হয়েছে
৫.	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১	০	১	পদটি বিলুপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
৬.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১	-
৭.	আইন উপদেষ্টা	১	১	০	-
৮.	পরিচালক	১৯	১৫	৪	৬ জন প্রেষণে কর্মরত এবং ৯ জন নিয়মিত
৯.	উপসচিব	৪	৪	০	প্রেষণে কর্মরত
১০.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০	-
১১.	উপপরিচালক	৩০	৩০	০	৫ জন প্রেষণে কর্মরত এবং ২৫ জন নিয়মিত
১২.	একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২	২	০	-
১৩.	মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	পদটি বিলুপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
১৪.	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৫.	প্রোগ্রামার	২	২	০	-
১৬.	আইন কর্মকর্তা	১	১	০	-
১৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	৪	০	-
১৮.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০	-
১৯.	সহকারী সচিব	৩	৩	০	-
২০.	সহকারী সচিব (প্রেষণ)	৩	০	৩	-
২১.	সহকারী পরিচালক	৪৪	২৮	১৬	২৬ জন নিয়মিত ও ২ জন প্রেষণে রয়েছে ৩টি পদ সংরক্ষিত
২২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	চলতি দায়িত্বে
২৩.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	০	প্রেষণে কর্মরত
২৪.	জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	পদটি বিলুপ্তির প্রক্রিয়া চলমান।
২৫.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৬.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৭.	গ্রন্থাগারিক	১	১	০	-
		১৩৬	১০২	৩৪	-
		দ্বিতীয় শ্রেণি			
১.	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	-
২.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	০	১	-
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৭	৫৫	২	১টি সরাসরি ও ১টি সংরক্ষিত
৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৪৬	৩৪	১২	১০টি সরাসরি ও ২টি সংরক্ষিত
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৮	৮	০	
	মোট	১১৩	৯৮	১৫	

পরিশিষ্ট-১ (ঙ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
তৃতীয় শ্রেণি					
১.	কোষাধ্যক্ষ	১	০	১	-
২.	কম্পিউটার অপারেটর	২	০	২	-
৩.	ক্যাটালগার	২	২	০	-
৪.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪০	১৬	২৪	-
৫.	গুদামরক্ষক	১	০	১	-
৬.	কেয়ারটেকার	২	০	২	-
৭.	প্রশিক্ষণ সহকারী	১	১	০	-
৮.	অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	-
৯.	হিসাব সহকারী	৭	৪	৩	-
১০.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৬৫	৩৯	২৬	-
১১.	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩	২১	২	-
১২.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	১	২	-
১৩.	অভ্যর্থনাকারী	২	২	০	-
১৪.	টেলিফোন অপারেটর	২	২	০	-
১৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল ইকুইপমেন্ট অপারেটর	১	১	০	-
১৬.	সহকারী অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	-
১৭.	প্লেট মেকার	১	১	০	-
১৮.	কাটিং মেশিন অপারেটর কাম-বাইন্ডার	১	১	০	-
১৯.	স্টিচিং মেশিনম্যান কাম-বাইন্ডার	১	১	০	-
২০.	গাড়ীচালক	২৬	২৪	২	-
	গাড়ীচালক (আউট সোর্সিং)	৫	৫	০	-
২১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	০	১	-
২২.	লিফটম্যান (আউট সোর্সিং)	২	২	০	
২৩.	ক্যাশ সরকার	১	১	০	-
২৪	ডেসপাচ রাইডার	৪	৪	০	-
২৫.	ফটোকপি অপারেটর (ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর)	২	২	০	-
২৬.	দপ্তরি	৪	৩	১	-
	সর্বমোট	(১৯৫+আউট সোর্সিং-৭) = ২০২	(১২৮+আউট সোর্সিং-৭)= ১৩৫	৬৭	-

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
চতুর্থ শ্রেণি					
১.	অফিস সহায়ক	১০৭	৬১	৪৬	-
		১৫	১৫	০	রাজস্ব খাতের ১৫টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১৫	১৫	০	-
২.	নিরাপত্তা প্রহরী	১৪	১২	০২	-
	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং)	৫	৫	০	-
৩.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার)	৫	৫	০	
		১	১	০	রাজস্ব খাতের ১টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউটসোর্সিং)	৩	৩	০	-
৪.	মালী	১	১	০	-
	মালী (আউটসোর্সিং)	১	১	০	-
	সর্বমোট	(১৪৩+আউটসোর্সিং-২৪) = ১৬৭	(৯৫+আউটসোর্সিং-২৪) = ১১৯	৪৮	-

মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে কমিশন চত্বরে স্থাপিত ***মৃত্যুঞ্জয়ী***

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.bpsc.gov.bd